উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৩,৫৩৬.০৮ (-১৭৬.৪৩)
নিফটি : ২৫,৪৭৬.১০ (-৪৬.৪০)

সেতু ভেঙে হত ১১
বুধবার গুজরাটে মহিসাগর নদীর ওপর ৪০ বছরের পুরোনো গম্ভীরা সেতু ভেঙে পড়ল। কমপক্ষে ৫টি গাড়ি নদীতে পড়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ১১ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। » ৭

হাসিনার নির্দেশেই গুলি!
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান দমনে গুলি চালাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিবিসির একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

আজ শুরু তৃতীয় টেস্ট » ১১

২৫ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 10 July 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 53

কর্ম ‘নট’

উত্তরের ধর্মঘট চিত্র

শিলিগুড়ি
পুলিশের টুপি কেড়ে নিলেন ধর্মঘট সমর্থনকারীরা। ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধল হিলকার্ট রোডে। তৃণমূল পালটা ধর্মঘটের বিরুদ্ধে মিছিল বের করায় ওঠে ‘চোর চোর’ স্লোগান।

জলপাইগুড়ি
চা বাগান অধ্যুষিত জলপাইগুড়ি জেলায় ধর্মঘটের প্রভাব কম। সব বাগানেই কমবেশি কাজ হয়েছে। ধর্মঘট ঘিরে খুব বেশি ঝামেলা হয়নি গোটা জেলায়।

কোচবিহার
তুফানগঞ্জে ধর্মঘট সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। কোচবিহার শহরে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। দিনহাটায় সিপিএমের মিছিলে হামলা।

গৌড়বঙ্গ
মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর -তিন জেলাতেই ধর্মঘটে মিশ্র প্রভাব। বুনিয়াদপুরে ধর্মঘট সমর্থনকারী সিপিএম নেতাকে সপাটে চড় থানার আইসির।

তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল, গুলি চলল চা বাগানে

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৯ জুলাই : বুধবারের ধর্মঘটের অন্যতম প্রধান ইস্যু ছিল ন্যূনতম মজুরি এবং শ্রম কোড বাতিল। তবে এদিনের ধর্মঘট থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন আলিপুরদুয়ারে চা শ্রমিকরাই। তবে, এদিন গোটা জেলায় ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সবথেকে বড় অশান্তির ঘটনা ঘটেছে কিন্তু চা বাগানেই। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাটকাপাড়ায় নিজেদের মধ্যে কোন্দলে জড়াল তৃণমূল। দু’পক্ষেরই অভিযোগ, অপরপক্ষ ধর্মঘট ‘সফল’ করতে বামেদের মদত দিয়েছে।

বুধবার কাজে যোগ দেননি পাটকাপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা। কেন শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে যাননি, তা নিয়েই তৃণমূলের অন্দরের কোন্দল গড়ায় হাতাহাতি পর্যন্ত। এমনকি গুলি চালানোর অভিযোগও উঠেছে। ঘটনায় তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী সহ বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিরাট পুলিশবাহিনী। এতে অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব।

তপসিখাতার পঞ্চায়েত প্রধান শেফালি রায় বর্মনের স্বামী রণজিৎ রায়ের সঙ্গে তৃণমূলের তপসিখাতা অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যান লক্ষ্মীকান্ত রাভার বনিবনা নেই। এদিন পাটকাপাড়ার শ্রমিকরা কাজে যোগ না দেওয়ায় রণজিৎ এবং লক্ষ্মীকান্ত গোষ্ঠীর লোকজন একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকেন। রণজিতের অভিযোগ, লক্ষ্মীকান্তর অনুগামীরা তাঁদের ওপর হামলা চালান। লক্ষ্মীকান্ত বলেন, ‘সিপিএমকে মদত দেওয়ার জন্য ওরা বাইরে থেকে লোকজন এনে আমাদের ওপর হামলা করেছে।’ এদিকে লক্ষ্মীকান্তর মন্তব্য, ‘পুরোটাই মিথ্যে অভিযোগ। আমি চা বাগানে গেলে ওরাই আমাদের ওপর হামলা করে। গুলিও চালায়।’ যদিও গুলি চালানোর অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে রণজিৎ গোষ্ঠী। অভিযোগ, রণজিৎ গুরুতর জখম হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রের খবর,

এরপর দশের পাতায়

জুতো তখন জ্বলছে। কোনওমতে বাঁচলেন কলকাতা পুলিশের এক কর্মী (উপরে)। বুনিয়াদপুরে সিপিএম নেতাকে চড় মারছেন আইসি (মাঝে)। আলিপুরদুয়ারে সরকারি বাসের চালককে শাসানি এক ধর্মঘটির।

বিদেশি ‘সস্তা’ সোনায় বাজার মাত

ভুটানের সোনা এদেশের তুলনায় ২০-২৫ শতাংশ সস্তা। চোরাপথে সেই সোনা এদেশে নিয়ে এসে বিক্রি করা হয় ভরি পিছু ৭০-৭৫ হাজার টাকায়। এখন তো সোনা পাচারে হাত পাকাচ্ছে মাদক কারবারিরাও।

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাই : সোনার গয়না আর পাকা সোনার বাটের দাম এক নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দামটা একটু কম। তাও তা প্রায় এক লক্ষ টাকা ছুঁইছুঁই। বুধবারের হিসেবে পাকা সোনার বাটের দাম ছিল ভরি পিছু প্রায় ৯৬ হাজার টাকা। অথচ এই সোনাই কম দামে মিলবে আলিপুরদুয়ারের ঘরের কাছে। ভুটানে। এদেশের তুলনায় সেখানে সোনার দাম ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কম। অবশ্যই চোরাপথে। কারণ শুল্ক দিয়ে কাগজপত্র সহকারে সেই সোনা এদেশে নিয়ে এলে আর ফায়দা কোথায়? সেই ফায়দা লুটতেই ভুটান থেকে চোরাপথে এদেশে ঢুকছে পাকা সোনার বাট। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন পুলিশ। তবে তাদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে একটি তথ্য। তা হল, সেই সোনা এখন হাতবদল হচ্ছে মাদকের বিনিময়ে।

মাদক কারবারিদের হাতে এভাবে চোরাই ভুটানি সোনা পৌঁছে যাওয়াটা উদ্বেগজনক। তাতে মাদকের কারবারিদের হাত আরও শক্ত হচ্ছে। টাকার জোরে মাদক কারবারের জাল আরও ছড়িয়ে পড়ছে। মাদক কেনাবেচায় সেই টাকা কাজে লাগছে। জেলায় মাদকের রমরমাও বাড়ছে।

ভুটানের সেই চোরাই সোনার কদর কিন্তু কেবল আলিপুরদুয়ারে সীমাবদ্ধ নেই। প্রতিবেশী কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার কোনও কোনও জায়গায় সেই সোনা পাচার করা হয়। এই তিন জেলায় মূলত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদেরই একটা অংশ এই চোরাই সোনা কেনে। এই কারবারে একাধিক বড় বড় মাথাও জড়িয়ে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পাচার
- ভুটানের সোনা এদেশের তুলনায় ২০-২৫ শতাংশ সস্তা
- জয়গাঁর ভুটান সীমান্ত দিয়ে তা পণ্যবাহী গাড়িতে চেপে এদেশে ঢুকছে
- আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে এই সোনার চাহিদা রয়েছে
- মাদকের কারবারিরাও এই কারবারে অংশ নিচ্ছে

তবে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাইছেন না পুলিশকর্তারা। জেলার থানাগুলির আধিকারিকরা স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি। আর এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে জেলার এক পুলিশকর্তার কথায়, ‘চোরাই সোনা ও মাদকের জোট ভাঙতে আমরা সচেতনতায় জোর দিচ্ছি। মাদকবিরোধী প্রচার অভিযান করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। কারও বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোথায় কে মাদক বা সোনার চোরাকারবারের সঙ্গে যুক্ত, সেদিকে নজর রাখছে পুলিশ।’

কীভাবে ভুটান সীমান্ত দিয়ে এদেশে ঢুকছে সেই চোরাই সোনা? পুলিশ বলছে, যেভাবে ভুটানি মদ ঢোকে, সেভাবেই ভুটানি সোনাও ঢুকিছে। বিভিন্ন পণ্যবাহী গাড়িতে লুকিয়ে। কখনো-কখনো সেদেশ থেকে এদেশে আসা লোকজনের গাড়ির ডিকিতে, ব্যাগপত্রে। আলিপুরদুয়ারে ঢোকার পর বিশেষ করে জঙ্গলের রুট ধরে পাচারচক্রের মাধ্যমে তা মাদক কারবারিদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে।

মাদক-সোনার এই কারবারে প্রভাবশালী কয়েকজন টাকার জোগান দিয়ে থাকেন। মালদা, শিলিগুড়ি ও কোচবিহার থেকে মাদক রেল ও সড়কপথে আলিপুরদুয়ার প্রবেশ করে। স্থানীয়দের কয়েকজন আবার মালদা ও শিলিগুড়ি থেকেও মাদক নিয়ে আসে। হাতে হাতে টাকার লেনদেন হচ্ছে। চিন্তার কথা হল, এতদিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট একশ্রেণির ব্যবসায়ীরাই ভুটানের এই সোনার কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই ব্যবসার দখল ধীরে ধীরে নিচ্ছে মাদক পাচারকারীরা।

এই কারবারে জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত থাকার বিষয়ে পুলিশ অবশ্য কড়া মনোভাব নিয়েছে। সম্প্রতি মাদকের কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে দক্ষিণ মাঝেরডাবরির হলদিবাড়ি রোড এলাকা থেকে তৃণমূলের নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

তাই কোন কোন জনপ্রতিনিধি ও তাদের পরিবারের সদস্যের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দাগিদের পক্ষে ফের সওয়াল এসএসসি’র

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ জুলাই : হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের কথাতেও হুঁশ ফিরল না স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি)। নতুন করে সুপ্রিম কোর্টে ‘চিহ্নিত দাগি’-দের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়ার জন্য সওয়াল করল ডিভিশন বেঞ্চে। ওই ‘অযোগ্যদের নিয়োগে অংশ নিতে না দেওয়ার অর্থ মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে আদালতে উল্লেখ করল রাজ্যও। আরও একধাপ এগিয়ে এসএসসি যুক্তি দিল, এতে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।’

ডিভিশন বেঞ্চ কিন্তু এসব যুক্তিতে সায় দেয়নি। বরং বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাসের বেঞ্চ সেই একই প্রশ্ন তোলে, এসএসসি কেন দাগিদের পাশে দাঁড়াচ্ছে? চিহ্নিত দাগিদের নিয়োগে অংশ নিতে দেওয়া বা না দেওয়া নিয়ে কমিশন কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে? এঁদের পাশে দাঁড়ানোর মতো অবস্থানে কি এসএসসি রয়েছে?

এই তিন প্রশ্নের জবাবে এসএসসি’র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার দুটি যুক্তি দেন। তাঁর প্রথম বক্তব্য, প্যানেল বহির্ভূত, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল ও সাদা খাতা জমা দিয়ে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের দাগি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এর বাইরে আর কেউ দাগি বলে চিহ্নিত হননি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন নিয়োগে কারা যোগ দিতে পারবেন আর কারা পারবেন না, তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

কল্যাণের দ্বিতীয় যুক্তি, একই দোষের জন্য একাধিক শাস্তি হয় কীভাবে? দাগিদের চাকরি বাতিল হয়েছে। তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তাহলে পরীক্ষায় কেন বসতে দেওয়া হবে না? এই পরীক্ষার্থীরা নিয়োগে অংশ নিতে না পারলে অসফল প্রার্থীরাও পারবেন না। এঁদের বিরুদ্ধে এখনও কিছু প্রমাণ করা যায়নি। *এরপর দশের পাতায়*

এডিশন স্পেশাল

মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান ব্রাজিলে

» *সাতের পাতায়*

মমতার সঙ্গে সাক্ষাতে টাটা কর্তা

» *পাঁচের পাতায়*

ভারতে ঢুকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লিগ নেতা

অস্থির বাংলাদেশ

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৯ জুলাই : প্রাণভয়ে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে মঙ্গলবার মধ্যরাতে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশের মুখে মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত হরিরামপুর এলাকায় পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন আওয়ামী লিগ নেতা মহম্মদ নজরুল ইসলাম সোহেল। পাবনার কাছারিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সোহেল পাবনা জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান। এই ঘটনার পরই বুধবার থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে। ওই আওয়ামী লিগ নেতা কীভাবে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছেন, তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক নেতার অনুপ্রবেশে প্রশাসনিক মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ বলেন, ‘ধৃত কী উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন তা খতিয়ে দেখা হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে।’

সোহেলের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট আইন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি জেলা পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে আওয়ামী লিগের নেতাদের গতিবিধি সম্পর্কে বেশকিছু তথ্য আসতে শুরু করেছিল। তার ভিত্তিতে অভিযানে নামে পুলিশ। বছর ৪৬-এর সোহেলকে পাকড়াও করে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে তিনি চরম প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে তাঁর উপর হামলা, *এরপর দশের পাতায়*

অটোয় চেপে লুকোচুরির যাত্রা বক্সায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাই : বর্ষার নিয়ম অনুযায়ী জঙ্গল তো বন্ধ। তবে আপনি বক্সা-জয়ন্তীতে ঘুরতে যেতে চান? খুব সোজা। আপনাকে স্থানীয় বাসিন্দার ‘ছদ্মবেশ’ ধরতে হবে। কীভাবে? নকল গোঁফ-দাড়ি লাগানোর প্রয়োজন নেই, কেবল বড় গাড়ির বদলে স্থানীয় বাসিন্দার মতো অটো চেপে ঢুকে গেলেই হল। রাজাভাতখাওয়া গেটে বড় গাড়ি আটকাচ্ছেন বনকর্মীরা, ছোট গাড়ি ঢুকতে কোনও বাধা নেই। আর সেই সুযোগ নিচ্ছেন সুযোগসন্ধানী পর্যটকরা।

বন দপ্তর জানাচ্ছে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধ। তবে বর্তমানে ওই নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সহজে টোটোয় চেপে প্রবেশ করা যাচ্ছে ওই গেট দিয়ে। বড় গাড়ি নয়, স্থানীয় ছোট গাড়ি তাই আপাতত প্রথম পছন্দ অফ সিজনে বক্সায় ঘুরতে আসা পর্যটকদের। কিন্তু এমনটা হচ্ছে কেন? কারণ রাজাভাতখাওয়া গেট পেরিয়ে কারা ঢুকছে, তাঁদের ওপর বনকর্মীদের নজর রাখা সম্ভব নয়। তবে বড় গাড়ি চেপে লোকজন এসেছে মানেই বাইরে থেকে আসা পর্যটক, এমনটাই ভেবে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ছোট গাড়ির ওপর নজর রাখা হচ্ছে না। ধরেই নেওয়া হচ্ছে, ছোট গাড়ি চেপে তো স্থানীয়রাই যাতায়াত করছেন। তাই ছোট গাড়ি চাপলেই পর্যটকরা ‘পরিচয়’ বদলে হয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দা। ব্যাস, এবার ঢুকে পড়লেই হল। রাজাভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তী ও সান্তালাবাড়ি পর্যন্ত অটো যাতায়াত করে। সেসব অটোয় সচরাচর যাত্রী হিসেবে থাকেন স্থানীয়রাই। তবে এখন পর্যটকরাও ওই অটো করেই ঢুকে পড়ছেন।

বক্সার টাইগার রিজার্ভের প্রবেশদ্বার রাজাভাতখাওয়া গেটের এই সমস্যা নিয়ে জটিলতা বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ বক্সা-জয়ন্তীর পর্যটন ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও। সম্প্রতি তাঁদের কয়েকজন এই সমস্যা নিয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনাও করেন। দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, ‘পর্যটকরা বড় গাড়ি নিয়ে এলে তাঁদের আটকে দেওয়া হচ্ছে। আবার অটোতে দিব্যি তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। এটা কেমন নিয়ম?’ তাঁর দাবি, ঢুকতে দিলে সবাইকেই ঢুকতে দিতে হবে। মানবের কথায়, জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ, তবে পূর্ত দপ্তরের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত তো নিষেধ নয়।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরেও স্বপ্ন দেখাচ্ছে ব্যাগহীন চা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

পাড়ার মোড়ের আড্ডা হোক কিংবা ট্রেনে লম্বা সফর, চা চাই-ই চাই। চা না হলে আড্ডাটা ঠিক জমে না এমন মানুষও আছেন প্রচুর। এমন চা-প্রেমীদের জন্যই এবার বাজারে এসেছে ব্যাগহীন চা। ওই পাতা গরম জলে দেওয়ামাত্রই নিজের থেকে খুলতে শুরু করবে।

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ জুলাই : সুতোয় বাঁধা ছোট প্যাকেটে মোড়া গুঁড়ো চা গরম জলে ডুবিয়ে পান করার অভিজ্ঞতা রয়েছে কমবেশি সবারই। ট্রেনযাত্রী হলে তো কথাই নেই, বাড়িতেও অনেকেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন ‘টি ব্যাগে’। তবে এখন আর টি ব্যাগ নয়, একেবারে গার্ডেন ফ্রেশ দুটি পাতা একটি কুঁড়ি প্রাকৃতিকভাবে শুকিয়ে সরাসরি চা তৈরি হবে। কোনও ব্যাগ না থাকায় চায়ের সঙ্গে মাইক্রোপ্লাস্টিকের সামান্যতম অংশও পেটে চলে যাওয়ার আশঙ্কাও আর থাকছে না। এমন ব্যাগহীন চা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন অসমের শিবসাগর জেলার উপমন্যু বরকোটকি নামে এক তরুণ। তাঁর সঙ্গী হিসেবে ওই প্রকল্পে ছিলেন অংশুমান ভারালি নামে আরও এক তরুণ। চা শিল্পের নিরিখে এমন অভিনব উদ্ভাবন সম্প্রতি পেটেন্টও পেয়ে গিয়েছে। ঘরোয়া বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজার থেকেও ওই জৈব চায়ের বরাত ক্রমশ বাড়ছে। উপমন্যুদের এমন প্রয়াসের হাত ধরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে উত্তরবঙ্গও। চা গবেষণা সংস্থা (টিআরএ)-র সম্পাদক জয়দীপ ফুকন বলেন, ‘চিনে রমরমিয়ে এধরনের চায়ের চল রয়েছে। তবে আমাদের এখানে এই প্রথম তৈরি হল। অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক একটি ঘটনা।’

ঠিক কীভাবে তৈরি করা হচ্ছে ব্যাগহীন চা? উপমন্যু জানাচ্ছেন, একেবারেই ঘরোয়া পদ্ধতি। এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষিদের থেকে কিনে ও সেইসঙ্গে নিজেদের বাগান থেকে সংগৃহীত বাছাই করা নরম পাতা ও কুঁড়ি প্রথমে কমপ্রেস বা চাপ দিয়ে অনেকটা সিলিন্ডার আকৃতির ট্যাবলেট তৈরি করা হচ্ছে। এরপর তাপ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়ার পর তাতে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে সার্টিফায়েড সুতির সুতো। এবারে ওই পাতা গরম জলে দেওয়ামাত্রই নিজের থেকে খুলতে শুরু করবে। অনেকটা ফুলের পাপড়ি ফোটার মতো। একটি ট্যাবলেট ব্যবহার করে ২-৩ বার ওই অর্থোডক্স চা তৈরি করা যেতে পারে। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে সামার ফ্যান্সি ফুড শো-তেও অসম চায়ের প্রতিনিধিত্বও করে এসেছে উপমন্যুর চা।

চা মহল জানাচ্ছে, বর্তমানে টি ব্যাগের চাহিদা প্রচুর। উপমন্যু বলছেন, ‘গোড়া থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল এমন কিছু করার, যাতে আসল স্বাদ ও গন্ধ অবিকৃত রেখে পুরোপুরি স্বাস্থ্যবান্ধব চা উপহার দেওয়া যেতে পারে। সেই লক্ষ্যেই গত কয়েক বছর ধরে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর ১৬৭ বার ট্রায়ালের শেষে এই উদ্ভাবন। মাইক্রোপ্লাস্টিকের সামান্যতম কণাও এতে নেই। শুধু অসমেই সীমিত থাকতে চাই না। উত্তরবঙ্গের পাহাড় এবং ডুয়ার্সে গিয়েও এরকম চা তৈরি করতে চাই।’

বর্তমানে শিবসাগরে তাঁদের কারখানায় দিনে ৩০ হাজার করে ওই ব্যাগহীন চা-এর ট্যাবলেট তৈরি হচ্ছে। *এরপর দশের পাতায়*

শিলিগুড়িতে পর্দার ফেলুদা

ফিল্মসিটি হয়নি, আক্ষেপ আবীরের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : পর্দায় কখনও তিনি 'ব্যোমকেশ বক্সী', কখনও আবার 'ফেলুদা'। তাঁর বহুমুখী অভিনয়ের ভক্ত নেহাত কম নয় বাংলায়। তাঁর হাসি হিল্লোল তোলে হাজারো তরুণীর হৃদয়ে। এতটুকু বলার পর পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। আবীর চট্টোপাধ্যায়। ভিন্ন ধরনের অভিনয়ে যাঁর জুড়ি মেলা ভার। উত্তরবঙ্গের পাহাড়, জঙ্গল বরাবরই টানে তাঁকে। কিন্তু সম্ভাবনা থাকলেও শিলিগুড়িতে আজও ফিল্মসিটি না হওয়ায় বুধবার আক্ষেপ প্রকাশ করেন আবীর। তাঁর কথায়, 'এখানে ফিল্মসিটি হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকবছর ধরে শুনছি ফিল্মসিটি হবে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এটা যে, তা এখনও হয়নি।'

শিলিগুড়িতে এলেই এখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ফিল্মসিটির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে দীপক অধিকারী ওরফে দেব। এদিন শহরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে একই কথা শোনা গেল পর্দার 'ব্যোমকেশ'-এর গলাতেও। অভিনেতারা ফিল্মসিটি তৈরির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও কেন সরকারের তরফে এবিষয়ে কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন কাওয়াখালিতে ফিল্মসিটির বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন গৌতম দেব। কাওয়াখালির জমিতে ফিল্মসিটির প্রাথমিক পরিকল্পনাও হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি, বলছেন শহরের নাগরিকরা। শিলিগুড়িতে ফিল্মসিটির দাবি আদতে পূরণ হবে কি না, তা সময় বলবে। তবে এটা হলে যে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে, তা নিশ্চিত।

আবীর জানালেন, তাঁর অভিনয় জীবনের শুরুটা হয়েছিল উত্তরবঙ্গে শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে। তাই সবসময় চান এখানে আসতে। উত্তরে ফিল্মসিটি হলে এখানকার ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। কাজের সুযোগ তৈরি হবে।

হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্মসিটির আদলে শিলিগুড়িতে ফিল্মসিটি হলে শুধু সিনেমা ও সিরিয়ালের শুটিং নয়, পর্যটনেরও বিকাশ হবে বলে তাঁর মত। আবীর বলেন, 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে উত্তরে বিভিন্ন সিনেমার শুটিং হয় ঠিকই। তবে এখানে ফিল্মসিটি হলে আরও বেশি সংখ্যক শুটিং হবে।' এদিকে, সম্প্রতি বাংলা ভাষাকে হেয় করার অভিযোগ উঠেছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সে নিয়ে অবশ্য এদিন কোনও মন্তব্য করতে চাননি আবীর।

ইস্টবেঙ্গলে মুজনাইয়ের মেয়ে

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৯ জুলাই : মাদারিহাটের মুজনাই চা বাগানের ওরাওঁ পরিবারের ছোট মেয়ে এবার ইস্টবেঙ্গলের জার্সি পরে ময়দান কাঁপানোর সুযোগ পেলেন। নাম অন্তেশিয়া ওরাওঁ। ইস্টবেঙ্গলে মেয়েদের সিনিয়ার দলের হয়ে খেলবেন তিনি। যদিও অন্তেশিয়া ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন। যার মধ্যে অন্যতম ২০২২ সালের ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ। সেই লিগে বেঙ্গালুরুতে পুদুচেরির সেলটিক কুইন্স ক্লাবের হয়ে খেলেছিলেন তিনি।

মুজনাই চা বাগানের বাসিন্দা রাজেন ওরাওঁয়ের ছোট মেয়ে অন্তেশিয়া। ২০২৩ সালে গোয়ায় গিয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে কোচিংয়ে এআইএফএফের ডি লাইসেন্স পাশ করেছেন। অন্তেশিয়া কলকাতার গয়েশপুর স্পোর্টস ফুটবল অ্যাকাডেমির হয়ে খেলেছেন। এছাড়া সাদার্ন সমিতির হয়েও কন্যাশ্রী কাপ ফুটবলেও খেলেছেন। যাঁর হাত ধরে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলার সুযোগ তিনি পেলেন, তিনি হলেন গয়েশপুর ফুটবল স্পোর্টস অ্যাকাডেমির কর্ণধার অমৃত দাস। তাঁর অবদান অকপটে স্বীকার করেছেন অন্তেশিয়া। এই বাগানেরই মেয়ে অঞ্জু তামাং ভারতীয় মহিলা সিনিয়ার ফুটবল দলের এখন নিয়মিত সদস্য। সেই অঞ্জকে দেখেই ফুটবলের প্রতি ভালোবাসার জন্ম অন্তেশিয়ার।

> আমার ফুটবলে হাতেখড়ি ২০১৭ সালে। বৌদিও ফুটবল খেলতেন। বুট না থাকায় বৌদি নিজের বুট আমাকে দিয়ে খেলায় মন দিতে বলেছিলেন। প্রথমে বাবা, মা, দাদা কেউই রাজি ছিলেন না। তবুও খেলা চালিয়ে যাই। আমার লক্ষ্য ছিল কলকাতায় খেলব। এবার লক্ষ্য অঞ্জু দিদির মতো দেশের হয়ে খেলার।
> -অন্তেশিয়া ওরাওঁ

অন্তেশিয়া বলেন, 'আমার ফুটবলে হাতেখড়ি ২০১৭ সালে। বৌদিও ফুটবল খেলতেন। বুট না থাকায় বৌদি নিজের বুট আমাকে দিয়ে খেলায় মন দিতে বলেছিলেন। প্রথমে বাবা, মা, দাদা কেউই রাজি ছিলেন না। তবুও খেলা চালিয়ে যাই। আমার লক্ষ্য ছিল কলকাতায় খেলব। এবার লক্ষ্য অঞ্জু দিদির মতো দেশের হয়ে খেলার।'

মা মুজনাই চা বাগানের শ্রমিক। বাবা দিনমজুর। মা-বাবার কষ্ট মোচন করার জন্য যত পরিশ্রম করার করবেন বলে জানালেন অন্তেশিয়া। অন্তেশিয়া মিডফিল্ডে খেলেন। ইস্টবেঙ্গলের কোচ অ্যান্টনি আন্ড্রুজ তাঁকে কোথায় খেলাবেন জানেন না অন্তেশিয়া। সবে অনুশীলন শুরু হয়েছে। কোচ কঠোর অনুশীলন করাচ্ছেন। প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়া অন্তেশিয়ার প্রধান লক্ষ্য।

এই মুজনাই চা বাগানের ছেলে শক্তি বরা এখন ডব্লিউবিসিএস অফিসার। তাঁর কথায়, 'অঞ্জুর মতোই অন্তেশিয়া আমাদের গর্ব। পরবর্তীতে ভারতের জার্সিতে ও ফুটবল খেলুক, এই কামনা করছি।'

অন্তেশিয়া ওরাওঁ

শিক্ষকের রহস্যমৃত্যু

রায়গঞ্জ, ৯ জুলাই : এক শিক্ষকের রহস্যমৃত্যু হল রায়গঞ্জে। বুধবার সকালে শহর লাগোয়া সহারই মোড়ে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম বালু হেমব্রম (৪০)। বাড়ি ওই এলাকাতেই। তিনি ভিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াতেন।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বালু স্কুলে যাচ্ছিলেন। বাড়ি থেকে কিছুটা দূর গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিন বিকেলে ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। তবে কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

কর্মখালি

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যারের দোকানের জন্য ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ স্থানীয় কর্মঠ যুবক চাই এবং ডাটা এন্ট্রির জন্য কাজ জানা স্থানীয় যুবক চাই। যোগাযোগ-7699002805. (C/116892)

•

শিলিগুড়িতে মার্কেটিং/ ডেলিভারি কাজের জন্য ছেলে চাই। স্কুটার/ মোটর সাইকেল আবশ্যক। বেতন সাক্ষাতে। (M) 8116743501. (C/116891)

•

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই(প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/-। যোগাযোগ ঃ মিউজিকা, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।(C/116893)

চিকিৎসা

দিন-দিন ওজন বাড়ছে? অতিরিক্ত ওজন/ভুঁড়ি/মেদ কমান, ওষুধ/ যন্ত্রপাতি ছাড়া ঘরে বসে নিরাপদে। 9474875922. (K)

ভাড়া

3BHK 1090 sq.ft. Flat for rent with 570 sq.ft. Garage. Subhaspally, Siliguri. (M) 9863313603. (C/116891)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, B+ পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক সহ ID Proof নিয়ে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। M-9332367891. (C/117328)

অ্যাফিডেভিট

আমি Manjurani Das W/o. Late Suresh Ch. Das, রামকৃষ্ণ কলোনী P.O. ফালাকাটা জেলা : আলিপুরদুয়ার, ব্যাংকের ভুল থাকায় গত 4.3.25 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Manjurani Das এবং Manju Das একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

বৃষ্টিতে পর্যটকের দেখা নেই দার্জিলিংয়ের ম্যালে। ছবি : মৃণাল রানা

প্রতিষ্ঠা দিবস

রায়গঞ্জ ও তপন, ৯ জুলাই : বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পতাকা উত্তোলন করা হল। তপন ব্লকের বালাপুর নগর ইউনিট একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। অংশ নেয় মোট ১৬টি দল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর (পূর্ব) জেলার সংযোজক অশোক বর্মন, নগর কমিটির সভাপতি দীপঙ্কর বর্মন, রোহিত রবিদাস প্রমুখ।

আ্যাডজাস্টএবল গার্ড চেয়ার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা

টেন্ডার নং.ঃ ২৪৯-আরএসপি-২০২৪-২৫- ডিআরজি-০৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ের সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপের ২০০টি ব্রেক ভ্যানের জন্য অ্যাডজাস্টএবল গার্ড চেয়ার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৪,৭১,২৯,২০০/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৮৫,৭০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম/এনবিকিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCILLORS, JALPAIGURI MUNICIPALITY, JALPAIGURI

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender corrigendum notice (Date & time Extension). Improvement of Bituminous Mastic Asphalt road starting from Boyelkahan Bazar to Tarundal in ward on 22, 23, 24, 25. Tender ID : 2025_MAD_866930_1. Insufficient bidder participant for the above mentioned tender, so time extension may be allow further 7 (Seven) days. Last date of bidding (Online) dated :- 15/07/2025 at 3.55 P.M. Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

কাটিহারে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_২৮_২৫-২৬ তারিখঃ ০৮-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ডিইএন/লাইন/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধিনে ৭টি আরইউবি নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৭৫,১৩,৯৬৩.৫৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৫০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোর্ন্ড ডিইই (টিআরডি এণ্ড জিএস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নাবালিকার শ্লীলতাহানি

ওদলাবাড়ি, ৯ জুলাই : প্রতিবেশী এক প্রবীণকে নাবালিকা মেয়েকে দেখে রাখার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে কাজে বেরিয়েছিলেন মা। সেই ব্যক্তিই যে মেয়ের সর্বনাশ করতে নেমে পড়বে তা কল্পনাতেও আনেননি মা। ১১ বছরের নাবালিকাকে একা পেয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে আপাতত আটক করা হয়েছে মধ্য পঞ্চাশের ওই ব্যক্তিকে। বাগ্রাকোট চা বাগানের টপ লাইনে বুধবার সকালের এই ঘটনা জানাজানি হতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে ধরে ব্যাপক গণপিটুনি দিয়ে শেষে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয়রা। পরবর্তীতে নাবালিকার পরিবারের তরফে মাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে পকসো আইনে একটি মামলা শুরু করা হয়েছে বলে মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক জানিয়েছেন। আটক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, ঘটনায় দোষীকে কড়া শাস্তি দেওয়া হোক।

অপহরণে গ্রেপ্তার ১

হেমতাবাদ, ৯ জুলাই : বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে নাবালিকাকে অপহরণ করার অভিযোগে কালিয়াগঞ্জ থানার তরঙ্গপুর সংলগ্ন বেঘুর গ্রামের বাসিন্দা আরিশ রাজবংশীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পকসো ধারায় মামলা রুজু হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ধৃত তরুণকে রায়গঞ্জের অতিরিক্ত জেলা সেশন কোর্টের বিচারক বুধবার ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অভিযোগ, গত ২৭ জুন হেমতাবাদের বছর ১৫-এর নাবালিকাকে অপহরণ করেছিলেন আরিশ। ১ জুলাই নাবালিকা উদ্ধার হলেও ওই তরুণ পলাতক ছিলেন। বুধবার ভোররাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে হেমতাবাদ থানায় নিয়ে আসা হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

নোটিশ নং. এসআইজি_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ০৭.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. ঃ (১) এমএলডিটি_এসএনটি_ ২৪-২৫_২৬_ওটিআর২, তারিখ ০৭.০৭.২০২৫। (১) কাজের নাম ঃ "মালদা ডিভিশন - ট্র্যাক মেশিন সাইডিং - ২৭ টি"-এর সাথে সম্পর্কিত এসঅ্যান্ডটি কাজ। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৬,৮৫,১৮,৬০৪.৯৪; বায়না অর্থ ঃ ₹ ৪,৯২,৬০০.০০; ই-টেন্ডার নং.ঃ (২) এমএলডিটি _এসএনটি_২৪-২৫_২৪_আরটি, তারিখ ০৭.০৭.২০২৫। (২) কাজের নাম ঃ (ক) জামালপুরের ডিজেল শেডের বৈদ্যুতিক লোকো রক্ষণাবেক্ষণ শুরু হওয়ার কারণে ডিজেল শেডের আধুনিকীকরণ, (খ) মালদা রেলওয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম, জরুরি ব্লক এবং ওপিডির উন্নয়ন এবং ব্যবস্থা, (গ) মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য টিকিট ও অনুসন্ধান কাউন্টার, পার্কিং এরিয়া, স্পর্শকাতর নির্দেশিত ব্লক, হ্যান্ড রেলের ব্যবস্থা, (ঘ) মালদা টাউনে ৪০ শয্যাবিশিষ্ট আরপিএফ কেটি ব্যারাক এবং বিভিন্ন ইউনিটের ৫টি অফিস, মালখানা এবং সেন্ট্রাল কেটি ব্যারাক নির্মাণ, (ঙ) মালদা টাউনে ৬টি ইউনিট টাইপ-ভি কোয়ার্টার নির্মাণ-এর সাথে সম্পর্কিত এসঅ্যান্ডটি কাজ; টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৪৯,১৪,৩১৩.৬৬; বায়না অর্থ ঃ ₹ ৯৮,৩০০.০০; ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ক্রম. নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য ১৫.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে ২৯.০৭.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিশ বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।

MLD-111/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চিহ্নিত ব্রিজগুলিতে পোর্টেবল ট্রেন ডিটেকশন এবং অ্যালার্ম সিস্টেম

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিবিএল/০৮/২০২৫/এমএলজি, তারিখঃ ০৭-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং.ঃ ডিসিবিএল১৬২০২৫এমএলজি। কাজের নামঃ ডিওয়াই. সিই/বিয়ার-লাইন/মালিগাঁও-এর অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চিহ্নিত ব্রিজগুলিতে পোর্টেবল ট্রেন ডিটেকশন এবং অ্যালার্ম সিস্টেম। আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ ৫২,৮০,০০০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,০৫,৬০০.০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম) কার্যালয়ে ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০৫ ঘন্টা। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

চিরসখা রাত ৯.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ আপন পর, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ লে হালুয়া লে, ১.০০ অধিকার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ রংবাজ, বিকেল ৩.৩০ গুরু, সন্ধে ৭.০০ গুরু, রাত ৯.০৫ জোর

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ শ্রীমান ৪২০, বেলা ১১.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, দুপুর ২.০০ লোফার, বিকেল ৫.০০ জোয়ার ভাঁটা, রাত ১০.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, ১.০০ অহল্যা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অগ্নিতৃষ্ণা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি: সকাল ৯.০০ ফিদা, দুপুর ১২.০০ কচ্চে নিম্বু, বিকেল ৩.০০ ওএমজি-টু, ৫.০০ মঞ্জুলিকা রিটার্নস-টু, রাত ১০.৩০ দিলওয়ালে

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩০ সিংহম এগেইন, দুপুর ২.২৩ আচার্য, বিকেল ৫.১৩ অ্যাকশন রাউডি, সন্ধে ৭.৫৫ ক্র্যাক, রাত ১০.৪১ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫২ রিয়েল টেভর, দুপুর ২.৩৩ বাগি, বিকেল ৫.০৫ ২.০, রাত ৮.০০ স্কন্দ, ১১.১৩ মেন ইন ব্ল্যাক-থ্রি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১১ গো গোয়া গন, দুপুর ১.৫৫ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.২৪ সজনী শিন্ডে কা ভাইরাল ভিডিও, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ রানওয়ে ৩৪, ১১.২৫ নীল বট্টে সন্নাটা

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৪৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, বিকেল ৪.৩৫ ট্রয়, সন্ধে ৭.০৫ এজেন্ট কোডি ব্যাংকস, রাত ৮.৪৫ ম্যাড ম্যাক্স : ফিউরি রোড

জলসা মুভিজ

গুরু বিকেল ৩.৩০

গুরু সন্ধে ৭.০০

সিংহম এগেইন বেলা ১১.৩৩
জি সিনেমা এইচডি

ওয়াইল্ড ক্যাটস বিকেল ৫.১৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

জেআইএস-এর এক্সপো শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : ছাত্রছাত্রীদের সঠিক দিশা দেখাতে শিলিগুড়িতে এক্সপো-২০২৫-এর আয়োজন করল জেআইএস। বুধবার দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত এই এক্সপোয় শিলিগুড়ির পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ থেকে পড়ুয়ারা এসেছিল। জেআইএস গ্রুপের বিজনেস ডেভেলপমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর বিদ্যুৎ মজুমদার বলেন, 'কর্মমুখী বিষয়গুলো নিয়ে পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। আগ্রহ অনুযায়ী কোন বিষয়ে পড়লে কী সুবিধা পাবে, সে বিষয়ে পড়ুয়াদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

সেইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির কৃতীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা আবীর চট্টোপাধ্যায়। জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং বলেন, 'কলকাতা এবং দুর্গাপুরের পর উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের থেকেও খুব ভালো সাড়া পেয়েছি।'

এদিন অ্যাসোসিয়েশন অফ মাইনরিটি প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউটের (এএমপিএআই) সাংবাদিক বৈঠকে আহ্বায়ক বিদ্যুৎ মজুমদার জানান, রাজ্যে চলতি বছরের সিইই এএমপিএআই পরীক্ষা হবে ২৭ জুলাই। এই পরীক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এএমপিএআই-এর পাঁচটি কলেজে বিটেক, বিফার্ম প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা।

eNIT NO:- 04/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division

Vide Memo No. : 552/WBSRDA/DD, Dated : 08.07.2025

(E-Procurement)

Details of **eNIT No:- 04/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of the Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website **https://wbtenders.gov.in** (under the following organization chain-'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT || WBSRDA || DAKSHIN DINAJPUR DIVISION') on 09.07.2025 at 17.00 Hrs.

Sd/- Executive Engineer
P&RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

টেন্ডার আমন্ত্রণের বিজ্ঞপ্তি

যুগ যুগীন ভারত মিউজিয়াম নূতন দিল্লির জন্য ব্যাপক প্রদর্শনশালার নকশা (স্থাপত্য এবং প্রদর্শনী নকশা) পরিষেবার জন্য নকশা পরিকল্পনার পরামর্শক নির্বাচনের প্রস্তাবের অনুরোধ ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের মন্ত্রকের দ্বারা ০৯ জুলাই ২০২৫ এ জানানো হচ্ছে।
আগ্রহী দরদাতারা eprocure.gov.in এ এর বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পারেন।
দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১লা অগাস্ট ২০২৫।
cbc 09101/11/0010/2526

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে চমকপ্রদ সাফল্য মিলবে। বিকেলের পর বাড়িতে কোনও ধার্মিক ব্যক্তি আসতে পারেন। বৃষ : সারাদিন মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। কর্মস্থানে কাজের চাপ বাড়বে। পড়াশোনায় সাফল্য। মিথুন : কথাবার্তা মেপে না বললে সংসারে অশান্তি অনিবার্য। ব্যবসায় ভালো যোগাযোগ হতে পারে। কর্কট : স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা। শরীর ব্যথা-বেদনা বৃদ্ধি পাবে। সিংহ : বন্ধুদের সঙ্গে অকারণে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে মানসিক চাপ। বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। কন্যা : কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় দাম্পত্যে অশান্তি। বাড়ি সংস্কার নিয়ে বাবার সঙ্গে তর্কবিতর্ক। তুলা : নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। পড়ুয়াদের সাফল্য বজায় থাকবে। বৃশ্চিক : বাড়ির লোককে না জানিয়ে জমি, বাড়ি কেনাবেচা করবেন না। আপনার দূরদর্শিতার অভাবে ব্যবসায় ক্ষতি। ধনু : প্রেম এড়াতে সামান্য অশান্তি লেগে থাকবে। কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহায়তায় উপকৃত হবেন। মকর : রাজনীতিতে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ। কুম্ভ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্য পাবেন। সম্পত্তি নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। মীন : কাউকে জ্ঞান দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সংসারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। বাতের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ আষাঢ়, ১০ জুলাই, ২০২৫, ২৫ আহার, সংবৎ ১৫ আষাঢ় সুদি, ১৪ মহরম। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।২৩। বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা রাত্রি ২।৪। মূলানক্ষত্র প্রাতঃ ৫।২৬। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ১১।৬। বিষ্টিকরণ দিবা ১।৪৩ গতে ববকরণ রাত্রি ২।৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, প্রাতঃ ৫।২৬ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ২।৪ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি- ৩।৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৪৩ গতে ১।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১২।৩১ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১০।২৮ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, রাত্রি ১১।৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা, দিবা ১২।৩১ গতে ৩।৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয় সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দুই অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ।

দাদা খুনের পুনর্নির্মাণ

শামুকতলা, ৯ জুলাই : জ্যাঠতুতো দাদাকে খুনের ঘটনায় ধৃত দুই অভিযুক্তকে দিয়ে পুলিশ ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল। বুধবার সকালে ভাটিবাড়ির বোরাগাড়ি গ্রামে, যেখানে মৃত ব্যক্তির দেহ মিলেছিল, সেই জায়গায় দুই অভিযুক্তকে নিয়ে আসে পুলিশ। বিদ্যুতের শক দিয়ে শ্রীরাম দাস নামে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঠিক কীভাবে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে তা দুই অভিযুক্ত শুকদেব দাস ও রূপক দাস অভিনয় করে দেখায়। শুকদেব মৃতের খুড়তুতো ভাই। আর রূপক তাঁর বন্ধু। তিনি দাদাকে খুনে শুকদেবকে সাহায্য করেছিলেন বলে অভিযোগ।

ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার এবং অন্য পুলিশকর্মীরা এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। পুনর্নির্মাণের গোটা প্রক্রিয়াটি ভিডিওগ্রাফি করা হয়। ওসি জানান, সেদিন রাতে মাছ ধরার কথা বলে ডেকে নিয়ে এসে শ্রীরাম দাসকে বিদ্যুৎবাহী তারের ওপর ফেলে দেওয়া হয়। বিদ্যুতের শক লেগে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তির বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে গোটা ঘটনাটি। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার পর তারা খুনের ঘটনা স্বীকার করে নিয়েছে। শামুকতলা থানার ওসি বলেন, 'ঘটনার তদন্ত সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দাদাকে খুনের ঘটনায় শুকদেব এবং তাঁর বন্ধু রূপককে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক তাঁদের ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'

পরিকল্পিতভাবে শক দিয়ে শ্রীরাম নামে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে যে ওই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না।

সেই মতো পুলিশ এদিন ওই দুজনকে সেই জলাশয়ের সংলগ্ন এলাকায় নিয়ে যায়। ধৃতরা জানিয়েছেন, বিদ্যুৎবাহী তারের শক দিয়ে মাছ ধরার কথা বলে শ্রীরামকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন শুকদেব ও রূপক। দাদা আসার পর তারা তিনজন মিলে মাঠে বসে বিড়ি খান। সেই বিড়ি খাওয়া নিয়ে আবার তাদের মধ্যে হালকা বচসাও হয়। যদিও তা অল্প সময়ের মধ্যে মিটে যায়।

তারপর আবার তিনজন মিলে মাছ ধরতে এগিয়ে যান। ঘটনাস্থলে গিয়ে শুকদেব ও রূপক মিলে ধাক্কা দিয়ে শ্রীরামকে ওই খোলা তারের ওপর ফেলে দেন। এসমস্ত কথা ইতিমধ্যেই ধৃতরা পুলিশকে জানিয়েছে। পাশাপাশি এদিন পুলিশের নির্দেশে তারা সেসব অভিনয় করেও দেখায় এদিন। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত তথ্যপ্রমাণ আদালতে পেশ করা হবে।

এমন কাণ্ড তারা ঘটাল কেন? প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, জ্যাঠতুতো দাদার স্ত্রীর প্রতি কুনজর ছিল শুকদেবের। বৌদিকে বিয়ে করে সংসার পাততে চেয়েছিল সে। পথের কাঁটা ছিল দাদা। সেই কাঁটা সরাতে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে শুকদেব।

মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

পথ অবরোধে পড়ুয়ারা

নয় মাইল বাসস্ট্যান্ডে দেশি মদের দোকান তৈরির লাইসেন্স পেয়েছেন স্থানীয় এক ব্যবসায়ী। ওই দোকানের অদূরেই রয়েছে একাধিক স্কুল এবং জনবসতি। এইরকম একটি এলাকায় যাতে মদের দোকান করতে না দেওয়া হয় সেই কারণেই প্রতিবাদে সরব হয়েছেন স্কুল পড়ুয়া থেকে বাসিন্দারা।

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৯ জুলাই : ফালাকাটা ব্লকের উমাচরণপুর মৌজার নয় মাইল বাসস্ট্যান্ডে দেশি মদের দোকান তৈরির লাইসেন্স পেয়েছেন স্থানীয় রাজকুমার ঠাকুর। সেই দোকান তৈরির কাজও শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। এদিকে, ওই দোকানের অদূরে রয়েছে একাধিক স্কুল এবং জনবসতি। এইরকম একটি এলাকায় যাতে মদের দোকান করতে না দেওয়া হয়, সেজন্য বুধবার ফালাকাটা-মাদারিহাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করল কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। তাদের সঙ্গে শামিল হলেন স্কুলের শিক্ষক এবং স্থানীয়রা। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দোকান বন্ধের আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে।

নয় মাইল বাসস্ট্যান্ডের তিনবাতি মোড়ে দেশি মদের দোকান দেওয়ার লাইসেন্স পেয়েছেন রাজকুমার ঠাকুর। স্থানীয় বাসিন্দা জাহিরুদ্দিন মিয়াঁর কথায়, 'ওই এলাকায় দোকান তৈরি হলে আশপাশের পরিবেশ নষ্ট হবে। সেখান থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে রয়েছে উমাচরণপুর জুনিয়ার হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়। এছাড়াও রয়েছে নার্সারি স্কুল। তাই দোকান বন্ধের দাবিতে পথ অবরোধ করি।' স্থানীয়দের দাবি, ওই এলাকা থেকে দূরে কোথাও মদের দোকান তৈরি হলে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু স্কুলের এত কাছে দোকানটি হলে এতে পড়ুয়াদের ওপর বাজে প্রভাব পড়বে।

উমাচরণপুর নয় মাইলে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ। বুধবার।

উমাচরণপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের ছাত্রী অদিতি ওরাওঁ-ও এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিনের অবরোধে শামিল হয়। সকাল থেকে অবরোধ চলার পর দুপুর একটা নাগাদ ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য ঘটনাস্থলে পৌঁছান। একঘণ্টা পর অবরোধ ওঠে।

উমাচরণপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিজিৎ সরকারের প্রশ্ন, 'কীভাবে তিনটি স্কুলের কাছের এলাকায় এভাবে মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দেওয়া হল, বুঝতে পারছি না। এমনিতেই সন্ধ্যার পর স্কুলের মাঠ নেশাগ্রস্তদের দখলে চলে যায়। এরপর ওই মদের দোকান তৈরি হলে তো বিপদ আরও বাড়বে।'

মদের দোকান খোলার লাইসেন্সপ্রাপ্ত রাজকুমার ঠাকুর অবশ্য এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'ওখানে দোকান বন্ধ করার রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।'

উঠছে প্রশ্ন

- নয় মাইল বাসস্ট্যান্ডে দেশি মদের দোকান তৈরির লাইসেন্স পেয়েছেন স্থানীয় এক বাসিন্দা
- দোকানের অদূরে রয়েছে একাধিক স্কুল
- কীভাবে তিনটি স্কুলের কাছের এলাকায় মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দেওয়া হল উঠছে প্রশ্ন
- সন্ধ্যার পর স্কুলের মাঠ নেশাগ্রস্তদের দখলে চলে যায়

রায়ডাকে ফের তল্লাশি, কিশোরের খোঁজ নেই

শামুকতলা, ৯ জুলাই : মঙ্গলবারের পর বুধবারও রায়ডাক নদীতে তলিয়ে যাওয়া কিশোরের খোঁজে তল্লাশি চালালেন পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। দিনভর বোট নামিয়ে তল্লাশি চালালেও হাসাদ নার্জিনারি নামে ওই কিশোরের খোঁজ মেলেনি। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'তল্লাশি জারি থাকবে। এই ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন।'

রায়ডাক পাহাড়ি খরস্রোতা নদী। ওই নদীতে টানা দু'দিন ধরে কেউ নিখোঁজ থাকলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটা, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন এলাকাবাসী। পুলিশের বক্তব্য, নদীর বেশ কিছুটা অংশ ভুটানের মধ্যে পড়ায় তল্লাশির ক্ষেত্রে আইনত সমস্যা হচ্ছে। এদিন ভুটানঘাট থেকে ময়নাবাড়ি পার করে শিলটংবস্তি পর্যন্ত প্রায় ৩-৪ কিলোমিটার এলাকা তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়।

রায়ডাকের জল স্বচ্ছ। ফলে তল্লাশিতে বিশেষ সমস্যা হয়নি। জলে নেমে একাধিক স্থানে পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ওই কিশোরকে খোঁজাখুঁজি করেন। ছেলের খোঁজে গিয়েছিলেন বাবা সমৃত নার্জিনারিও।

তিনি বলেন, 'খুবই চিন্তার মধ্যে রয়েছি। ও আমাদের একমাত্র ছেলে। ওর মা, আমি খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ঘুমোতে পারছি না। কীভাবে যে এরকম হয়ে গেল, বুঝতে পারছি না।'

অসমের বাসিন্দা হাসাদ কুমারগ্রাম ব্লকের মারাখাতা গ্রামে দিদার কাছে থেকে পড়াশোনা করত। গত রবিবার সে বাড়িতে না জানিয়ে পাঁচ বন্ধুর সঙ্গে ভুটান ঘাটে ঘুরতে যায় এবং রায়ডাক নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। বাকিরা বাড়িতে ফিরে গেলেও কাউকে বন্ধুর নিখোঁজের বিষয়টি জানায়নি। প্রত্যেকেই নাবালক। এরপর পরিবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলে তারা তলিয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানায়।

তল্লাশি চালাচ্ছেন পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা।

বাইক বাজেয়াপ্ত

কামাখ্যাগুড়ি, ৯ জুলাই : এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! এক বাইক চোরকে ধরতেই বাইক চুরির একাধিক পান্ডার নাম উঠে এল। সোমবার নাকা চেকিংয়ের সময় খোয়ারডাঙ্গার এক তরুণকে বাইক চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত বিশ্বজিৎ রায়কে বিচারকের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়। সেই জিজ্ঞাসাবাদে বাইক চুরির সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসে।

সেই জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে ওসি প্রদীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালায় খোয়ারডাঙ্গা-১ পঞ্চায়েতে। সেখানে এক তরুণের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে একটি নম্বর প্লেটবিহীন বাইক। এমনকি ওই গাড়ির ইঞ্জিনের চেসিস নম্বরও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তবে ওই তরুণকে ধরতে পারেনি পুলিশ। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁর নাম প্রকাশ করেনি।

খোয়ারডাঙ্গা যেন বাইক চোরদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাইক চুরি করে অভিনব কৌশলে ইঞ্জিনের চেসিস নম্বর নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। খুলে ফেলা হচ্ছে বাইকের নম্বর প্লেটও। বিশ্বজিৎ অসমের একাধিক বাইক চুরির কারবারে জড়িতদের নাম জানিয়েছেন পুলিশকে। পুলিশ ইতিমধ্যে ওই তরুণদের সন্ধান চালাচ্ছে। তবে অভিযুক্তরা এই বাইকগুলো কোথা থেকে চুরি করেছে, এখনও তা স্পষ্ট নয়।

বাৎসরিক পুজো

আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাই : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের আদ্যা মন্দিরে বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সম্পাদক মুরাল ভাই এবং কোষাধ্যক্ষ অজয় ভাই উপস্থিত থাকবেন।

নামসংকীর্তন সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে। একইসঙ্গে গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমেও বিশেষ পুজো এবং নামসংকীর্তন হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

ধর্মঘটে বাধা এবিভিপি'র

তৃণমূলের 'সঙ্গী', রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৯ জুলাই : বিভিন্ন দাবি নিয়ে বাম ট্রেড ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটে বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বীরপাড়ার মতো শহরগুলিতে সকালের দিকে বামেদের সক্রিয়তা নজরে এসেছে। ফলে সকালের দিকে দোকানপাট যেমন বন্ধই ছিল মূলত, তেমনই রাস্তায় যানবাহনও ছিল কম। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, এদিন তৃণমূলের সঙ্গে ধর্মঘটের বিরোধিতায় আলিপুরদুয়ার শহরের পথে নামতে দেখা গিয়েছে এবিভিপি-কেও। রীতিমতো প্রতিবাদ মিছিল করে তারা। এই ঘটনার পরেই তৃণমূল ও বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে বামেরা।

বুধবার সকালে এবিভিপি'র কয়েকজন সদস্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের জন্য টোটো করে কোর্ট মোড়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় থাকা কয়েকজন বাম নেতা-কর্মী ওই টোটো আটকে দেন। এরপর শুরু হয় বিবাদ। আর তার জেরেই দুপুরে শহরের কলেজ হল্ট এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে ধর্মঘটের বিরোধিতা করে এবিভিপি। সংগঠনের জেলা সংযোজক অভীক দে'র কথায়, '৩৪ বছর যেভাবে রাজ্যে গুন্ডামি করেছে বাম দলগুলো, এখনও তা করতে চায়। ধর্মঘটের নামে বিভিন্ন জায়গায় লোককে হেনস্তা করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে গিয়ে

ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় বাম-কর্মী সমর্থকদের বিক্ষোভ। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সমস্যা হয়।'

আবার এবিভিপির অভিযোগের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বামফ্রন্ট। বামফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক কিশোর দাসের কথায়, 'ধর্মঘট সফল হয়েছে। তৃণমূল ও বিজেপি চায়নি ধর্মঘট হোক। তারা সেটার বিরোধ করার চেষ্টা করেছে। সকালে একটা টোটো নয়, অনেক গাড়ি আটকে দেওয়া হয়। কোনও সংগঠন করে দেখে আটকানো হয়েছে এমনটা নয়।'

জেলার বিভিন্ন এলাকায় ধর্মঘট নিয়ে বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তির ছবি নজরে এলেও কোথাও বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে এদিন সরকারি বাস রাস্তায় নামলেও বেসরকারি বাস রাস্তায় খুব কম দেখা গিয়েছে। তাতে যাত্রী ভোগান্তি বেড়েছে।

ধর্মঘট নিয়ে যেমন রাজনৈতিক তর্জা চলেছে, তেমনই পুলিশের

> ধর্মঘট সফল হয়েছে। তৃণমূল ও বিজেপি চায়নি ধর্মঘট হোক। তারা সেটার বিরোধ করার চেষ্টা করেছে। সকালে একটা টোটো নয়, অনেক গাড়ি আটকে দেওয়া হয়। কোনও সংগঠন করে দেখে আটকানো হয়েছে এমনটা নয়।
>
> **কিশোর দাস**
> *জেলা আহ্বায়ক, বামফ্রন্ট*

ধরপাকড়ও দেখা গিয়েছে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় ধর্মঘটের সমর্থনে পিকেটিং করায় ৩৭ জনকে আটক করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার শহর থেকেই ১০ জনকে আটক করা হয়। ফালাকাটায় ২০ জনকে। এদিন সকাল থেকেই বাম নেতা-কর্মীরা রাস্তায় ছিলেন। বিভিন্ন মোড়ে তাঁরা সরকারি বাস, টোটো, অটো আটকে দেন। আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা শহরের বেশিরভাগ দোকানপাট বিকেল পর্যন্ত বন্ধ থাকলেও দুপুরের পর থেকে অবশ্য ধর্মঘটের সামগ্রিক প্রভাব কমতে থাকে। পুরসভার অফিস, ডুয়ার্সকন্যা, আদালত চত্বর ইত্যাদি জায়গায় এদিন কর্মীদের উপস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও অন্য লোকজনের দেখা খুব একটা মেলেনি। একইরকমভাবে সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি নজরে এলেও পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা বা কামাখ্যাগুড়ির মতো বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ দেখান ধর্মঘটিরা। পরে পুলিশ পরিস্থিতি সামলায়।

কামাখ্যাগুড়িতে তৃণমূল ও সিপিএমের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ তা নিয়ন্ত্রণে আনে। ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে আবার কালচিনি ও হ্যামিল্টনগঞ্জে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় সকালে। সেখানেও কালচিনি থানার পুলিশ পরিস্থিতি সামলায়। ধর্মঘটের সমর্থনে কালচিনিতে মিছিল বের করে বাম সমর্থিত বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন। ঠিক সেই সময়ে তৃণমূল সমর্থকরা পালটা মিছিল বের করে ধর্মঘটের বিরোধিতায় সোচ্চার হন। হ্যামিল্টনগঞ্জেও একই পরিস্থিতি হয়।

কুমারগ্রাম চা বাগানের ছাত্রছাত্রীদের শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজে পরীক্ষা দিতে আসার জন্য বাসের ব্যবস্থা করে ব্লক প্রশাসন। বীরপাড়ায় ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব পড়ে। দিনবাজার পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের অনেক দোকানপাট খোলা ছিল। যদিও ক্রেতার ভিড় ছিল না। এদিন সকাল ন'টা নাগাদ বীরপাড়ায় মিছিল করেন ধর্মঘটিরা। রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করেন। কুমারগ্রামে যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ ছিল। কুমারগ্রামের সাপ্তাহিক হাট, কুলকুলি হাটখোলায় ব্যবসা ভালো হয়নি।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে মিশ্র প্রভাব পড়ে। বাবুরহাট, শালকুমারহাট, পলাশবাড়িতে ধর্মঘট সমর্থনকারীরা পিকেটিং শুরু করেন। পুলিশ গিয়ে সেই অবরোধ তোলে। শিলবাড়িহাটে সকালে সাপ্তাহিক বাজার হয়। তবে বাইরের ব্যবসায়ীরা আসতে না পারায় এদিন সবজির পাইকারি বাজারদর নেমে যায়। ধর্মঘটের সাড়া পড়েনি জয়গাঁতে। সকালবেলায় লাল পতাকা নিয়ে ধর্মঘট সমর্থনকারীরা রাস্তায় নামেন। তবে ৯টা বাজতেই প্রতিদিনের মতো খুলে যায় দোকান। যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক। ধর্মঘটের সমর্থনে জটেশ্বরে মিছিল করে বিভিন্ন খোলা দোকানপাট বন্ধ করে দেন বাম নেতারা। আবার বেলা ১১টা নাগাদ ধর্মঘটের বিরোধিতা করে মিছিল বের করেন তৃণমূল কর্মীরাও। ধর্মঘটের জেরে যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল করতে দেখা যায়নি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

স্বস্তি পেতে।। জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন মলয় চক্রবর্তী।

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজবিল

তিন সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৯ জুলাই : গ্রাম একটা। সমস্যা ৩টি। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজবিল গ্রামের দুটি রাস্তাই বেহাল। এই গ্রামের মাঝবরাবর বইছে বুড়িতোর্ষা নদী। সেই নদীর উপর রয়েছে একটি বেহাল বাঁশের সাঁকো। গ্রামবাসীরা আশঙ্কায়, বর্ষায় ভারী বৃষ্টি হলেই সেই সাঁকো ভেঙে যাবে। এদিকে মেজবিল গ্রামে পিএইচই'র রিজার্ভার তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা চালু হয়নি।

গুরুত্বপূর্ণ এমন তিনটি সমস্যা নিয়েই গ্রামের একাধিক বাসিন্দা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করলেন। ফোনে তাঁরা রাস্তা, সেতু ও পানীয় জল নিয়ে ভোগান্তির কথা জানান। স্থানীয়দের অভিযোগ, জনপ্রতিনিধিরা বারবার আশ্বাস দিলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। তাই এবার নবান্নে অভিযোগ। যদিও জনপ্রতিনিধি ও শাসকদলের নেতারা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

স্থানীয় তরুণ সুরঞ্জন বর্মন বেহাল বাঁশের সাঁকো নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করেন। সুরঞ্জনের কথায়, 'নদীর পাশেই আমাদের বাড়ি। কোথাও যেতে হলে সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু বর্ষায় ভারী বৃষ্টি হলেই সাঁকো ভেঙে যায়। তখন চার-পাঁচ কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। তাই সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করে এখানে পাকা সেতু বা কালভার্টের দাবি জানিয়েছি।'

গ্রামের দুটি রাস্তা নিয়ে

এই বেহাল সাঁকো নিয়েই সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন। মেজবিলে।

> নলকূপের দূষিত জল পান করা যায় না। জারের জল কিনে পান করতে হয়। তা না হলে চার-পাঁচ কিমি দূরে গিয়ে সোলার পাম্পের জল নিয়ে আসতে হয়। তাই জল পরিষেবা যাতে দ্রুত চালু হয়, এই দাবির কথাই আমি ফোন করে জানাই।
>
> **মনামিকা সিং,** *বধূ*

নালিশ জানান অভিরঞ্জন বর্মন, সুভাষ সরকাররা। একটি রাস্তা প্রায় ৬ কিমি দীর্ঘ। প্রায় পাঁচ বছর থেকে সেই মেঠো পথ সংস্কারের কাজ হচ্ছে না। অথচ আশপাশের অনেক রাস্তা পাকা হয়ে গিয়েছে। এছাড়া আরও একটি এক কিমি দীর্ঘ রাস্তাও বেহাল। অভিরঞ্জনের কথায়, 'ফোন করে আমরা পাকা রাস্তার দাবি জানাই। কারণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বারবার জানিয়েও কাজ হচ্ছে না।'

পানীয় জল নিয়ে অভিযোগ জানান মেজবিলের গৃহবধূ মনামিকা সিং। মেজবিলে সেই জলের রিজার্ভার কয়েক মাস আগে তৈরি হয়েছে। অনেক বাড়িতে জলের সংযোগও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাড়ি বাড়ি জল এখনও পৌঁছোয়নি। সেই বধূর কথায়, 'নলকূপের দূষিত জল পান করা যায় না। জারের জল কিনে পান করতে হয়। তা না হলে চার-পাঁচ কিমি দূরে গিয়ে সোলার পাম্পের জল নিয়ে আসতে হয়। তাই জল পরিষেবা যাতে দ্রুত চালু হয়, এই দাবির কথাই আমি ফোন করে জানাই।'

এসব সমস্যার কথা অবশ্য জানেন পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মন। সব সমস্যা সমাধানেরই আশ্বাস দিচ্ছেন। আর তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সভাপতি তুষারকান্তি রায়ের কথা, 'বিষয়গুলি আমরাও দেখছি যাতে দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়।'

টুকরো খবর

পথসভা

আলিপুরদুয়ার ও কামাখ্যাগুড়ি, ৯ জুলাই : ২১শে জুলাই সমাবেশ উপলক্ষ্যে বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা হয়। এদিন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বঞ্চুকামারি, আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা হয়। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার টাউন ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে শহরের একটি বেসরকারি ভবনে প্রস্তুতি সভা হয়। সেখানে শহরের সব ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ডাকা হয়। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, তৃণমূলের দুই রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী ও সৌরভ চক্রবর্তীরা। অন্যদিকে, কামাখ্যাগুড়ি-১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ঘোড়ামারা চৌপথিতে পথসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি ধীরেশচন্দ্র রায় প্রমুখ।

বেতন মিলল

জটেশ্বর, ৯ জুলাই : তাসাটি চা বাগানের শ্রমিকরা বেতন পেলেও দুই মাস থেকে বেতন পাচ্ছিলেন না চা বাগানের স্টাফ ও সাব-স্টাফরা। সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তারপর নড়েচড়ে বসল তাসাটি চা বাগান মালিকপক্ষ। মঙ্গলবার রাতে চা বাগান কর্মচারীদের অ্যাকাউন্টে ১ মাসের বেতন পৌঁছে যায়। দুই মাসের বদলে এক মাসের বেতন পাওয়ায় ক্ষুব্ধ অনেকে। তবে চলতি মাসেই আরও এক মাসের বকেয়া বেতনও দেওয়ার কথা জানিয়েছে মালিকপক্ষ। চৌকিদার জলসু পান্না, অফিস কর্মচারী আনন্দ মাহালি জানালেন, এক মাসের যে বেতন মিলেছে তা দিয়ে সংসার চালানো মুশকিল। শীঘ্র বাকি টাকাও মিটিয়ে দিক মালিকপক্ষ।

কাজ হল

শামুকতলা, ৯ জুলাই : তুরতুরি বাগান মঙ্গলবার খুললেও মজুরির বকেয়া টাকা পেতে সেদিন দুপুর গড়িয়ে যায়। তাই শ্রমিকরা সেদিন আর কাজে যাননি। তবে বুধবার থেকে বাগান স্বাভাবিক হল। বাগানের মালিকপক্ষের তরফে জয়ন্ত সাহা এখবর জানিয়েছেন। তবে অনেকেই এদিনও কাজে যোগ দেননি। কারণ বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে চলে গিয়েছেন। তবে দু'-একদিনের মধ্যে তাঁরা ফিরে কাজে যোগ দেবেন।

মেলার প্রস্তুতি

শালকুমারহাট, ৯ জুলাই : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটে শ্রাবণীমেলার জোরদার প্রস্তুতি চলছে। বৃহস্পতিবার হবে শিবপুজো। আগামী সোমবার থেকে শুরু হবে শ্রাবণীমেলা। শালকুমারহাটের প্রধানপাড়া মৌজার হলদিটারিতে গত কয়েকবছর ধরেই শ্রাবণীমেলায় ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। এবারের মেলা অষ্টম বর্ষ।

কুঞ্জনগর কাণ্ডের চারদিন পর মিছিল

নারীদের সমর্থনের আশায় বিজেপি

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৯ জুলাই : ফালাকাটায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ইস্যু পেয়ে গেল বিজেপি। সম্প্রতি কুঞ্জনগরে তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যর হাতে আক্রান্ত হওয়া মহিলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন থেকে শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করল পদ্ম শিবির। বুধবার সন্ধ্যায় এদিন বিজেপির ফালাকাটা ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির ডাকে কসবা কাণ্ড ও কুঞ্জনগরের ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয় কুঞ্জনগরে। সেখানে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক দীপক বর্মন, সাংসদ মনোজ টিপ্পা, জেলা সভাপতি মিঠু দাস প্রমুখ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল।

যদিও স্থানীয় মহিলাদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল গত শুক্রবার। তার চারদিন পর মাঠে নামায় পদ্মের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে। তবে কয়েকদিন পরে প্রতিবাদ শুরু করলেও আগামীতে ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির সব রাজনৈতিক কর্মসূচিতেই কুঞ্জনগর ইস্যু তুলে ধরা হবে বলে নেতারা জানিয়েছেন। বিজেপির জেলা সভাপতির কথায়, 'গোটা রাজ্যে মা, বোনরা সুরক্ষিত নন। কসবার পর কুঞ্জনগরের ঘটনা সেটাই প্রমাণ করল। অথচ কুঞ্জনগরের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য এখনও অধরা। এই ঘটনায় ফালাকাটার মা, বোনেরা তৃণমূলকে বর্জন করতে চলেছেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেই তা প্রমাণিত হবে। তাই কুঞ্জনগর ইস্যু নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে।'

কুঞ্জনগরে বিজেপির প্রতিবাদ। বুধবার সন্ধ্যায়।

যদিও তৃণমূলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাস বলছেন, 'পুরো ঘটনাটাই বিজেপির চক্রান্ত। শান্ত কুঞ্জনগরকে অশান্ত করার চেষ্টা। বিজেপির প্ররোচনায় এলাকার মা, বোনেরা আমাদের দলের পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে কিছুটা ধস্তাধস্তিতে যদি আঘাত পেয়ে থাকেন সেজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।'

এদিনও পঞ্চায়েত সদস্যের পাশে দাঁড়িয়ে সঞ্জয়ের বক্তব্য, 'সেদিন প্রথমে আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যই আক্রান্ত হন। পরে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু এটা নিয়ে বিজেপির নোংরা রাজনীতি ফালাকাটায় ফলপ্রসূ হবে না।'

বুধবার ছিল কুঞ্জনগরে সাপ্তাহিক হাট। বিজেপির মিছিল গোটা হাট পরিক্রমা করে। তারপর হাটের পাশের মাঠে হয় পথসভা। তৃণমূলের আমলে নারীরা যে কোথাও সুরক্ষিত নয়, তা একের পর এক বিজেপির নেতার বক্তব্যে উঠে আসে। এদিকে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে ফালাকাটা অবশ্য বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। কিন্তু গত চার বছরে ফালাকাটার রাজনৈতিক ছবিটা বদলেছে। ফালাকাটা পুরসভা তৃণমূলের দখলে। অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতও শাসকদলের দখলে। তাই ছাব্বিশের লড়াইটা বিজেপির কাছে যে সহজ নয় তা স্পষ্ট। আর সেক্ষেত্রে রাজ্যের পাশাপাশি স্থানীয় স্তরের ইস্যুকেও বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছে পদ্ম শিবির।

কুঞ্জনগরে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে আপত্তি ছিল স্থানীয়দের। আর আপত্তি করায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য স্থানীয় মহিলাদের প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর করেন বলে অভিযোগ। সেই মারধরের ভিডিও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেন। তবে বিধানসভা ভোট তো আরও কয়েক মাস বাকি। তাই কুঞ্জনগরের ঘটনায় বিজেপি আদৌ কোনও ফায়দা তুলতে পারে কি না এখন সেটাই দেখার।

ধর্ষণের অভিযোগ

কালচিনি, ৯ জুলাই : কাজের টোপ দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কালচিনি থানার পুলিশ। কালচিনি থানা এলাকার চা বাগানের বাসিন্দা এক মহিলা পুলিশের কাছে বুধবার ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। এরপর পুলিশ এদিন সন্ধ্যায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা জানিয়েছেন, ধৃতকে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলার বয়স প্রায় ৪৫। অভিযুক্ত তাঁর প্রতিবেশী। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রস্তুতি

কুমারগ্রাম, ৯ জুলাই : ডুয়ার্স স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কুমারগ্রাম চা বাগানের ১৮ নম্বর লাইন ফুটবল মাঠে গত কয়েকদিন ধরেই ডুয়ার্স গোল্ড কাপ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। খেলা পরিচালন কমিটির সভাপতি বিনোদ মিঞ্জ বলেন, '১৩ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই টানা ৫ দিন চলবে প্রতিযোগিতা। নেপাল, দার্জিলিং, অসম, ঝাড়খণ্ড সহ দূরদূরান্ত থেকে মোট ১৬টি দল খেলায় অংশ নেবে।'

কর্মশালা

কালচিনি, ৯ জুলাই : কালচিনি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বনছায়া বস্তিতে 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্প শুরু হয়েছে। ওই প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রামে বুধবার নবনির্মিত হোমস্টের মালিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখানে পর্যটকরা এলে তাঁদের সঙ্গে কীভাবে আতিথেয়তা করতে হয়, তা শেখানো হয়। বিভিন্ন খাবার পরিবেশন কীভাবে করতে হয় এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার তিনদিনের ওই কর্মশালা শেষ হবে।

প্লাস্টিক বর্জন

কালচিনি, ৯ জুলাই : প্লাস্টিকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে কালচিনি ব্লক প্রশাসনের তরফে ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার চলছে। বুধবার কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদার ব্লকের বনছায়া বস্তিতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে প্লাস্টিক পণ্য বর্জন করার জন্য সচেতন করেন। তিনি বলেন, 'বনছায়া বস্তিকে মডেল পর্যটন গ্রাম হিসেবে তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে বাসিন্দাদের প্লাস্টিক পণ্য বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে।'

হেঁটে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের সংকল্প

আলিপুরদুয়ার ছুঁয়ে গেলেন নবজ্যোতি

আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাই : এক বছরের মধ্যে হেঁটে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের সংকল্প নিয়েছেন অসমের নবজ্যোতি রায়। বুধবার তিনি আলিপুরদুয়ার চৌপথি এলাকায় এসে পৌঁছান। মিনিট দশেক সেখানে কাটানোর পর পুলিশের থেকে ঠিকানা জেনে ফালাকাটা হয়ে রওনা দেন বাবাধামের উদ্দেশ্যে। চৌপথিতে অনেক সাধারণ মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

পেশায় ব্যবসায়ী বছর তেত্রিশের নবজ্যোতি এক সপ্তাহ আগে অসম থেকে যাত্রা শুরু করেছেন। দিনে প্রখর রোদ। তাই তিনি ভোর ভোর হাঁটা শুরু করেন। রাত কাটাচ্ছেন বিভিন্ন মন্দির প্রাঙ্গণে। পেট ভরছে প্রসাদে। কখনও কখনও আবার হোটেলেও খাচ্ছেন। এদিন নবজ্যোতির পরনে ছিল হলুদ টি-শার্ট, ধূসর প্যান্ট। হাতে লাঠি। মাথায় কালো টুপি। পিঠে বেশ ভারী একটি রুকস্যাক। তার একপাশে জাতীয় পতাকা। অন্যদিকে, বারো জ্যোতির্লিঙ্গের ছবি। সঙ্গে রেখেছেন একটি ছাতা ও দুই জোড়া জুতো।

নবজ্যোতি রায়। আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে। বুধবার।

কাছে টাকা-পয়সা রাখছেন না। অনলাইনে বেশিরভাগ আদানপ্রদান করছেন।

নবজ্যোতির বাড়িতে বাবা, মা, ভাই সহ স্ত্রী ও শিশুসন্তান রয়েছে। তিনি বলেন, 'হঠাৎ করে মহাদেবের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ দেখার ইচ্ছে হয়। প্রথমে পরিবারের কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম। তারা রাজি হতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। সন্তানের কথা মনে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্যপূরণ করে তবেই বাড়ি ফিরব। পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।'

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে প্রথম বাবাধাম দর্শন করবেন নবজ্যোতি। শ্রাবণ মাসে প্রথম সপ্তাহে বাবাধামে পুজো দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি। এরপর দক্ষিণ ভারতের দিকে যাত্রা করে এক এক করে বাকি জ্যোতির্লিঙ্গগুলো দর্শন করবেন। নবজ্যোতি জানান, হেঁটেই দেশের সব জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করতে চেয়েছিলেন তিনি। আপাতত সেই যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছে। হার মানতে চান না নবজ্যোতি।

এক রাতেই কুঞ্জনগরে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৯ জুলাই : কোথাও দিনের পর দিন খাঁচা পাতা থাকলেও বাঘ ধরা দেয় না। তবে ফালাকাটা ব্লকের কুঞ্জনগরে এক রাতেই সাফল্য পেল জলদাপাড়া বন দপ্তর। এখানে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি খাঁচা বসানো হয়। রাতে খাঁচায় রাখা হয় ছাগল। সেই ছাগলের টোপেই চিতাবাঘ ঢুকে পড়ে খাঁচার ভেতর। বুধবার সকালেই খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দা ও বনকর্মীরা। তারপর বাঘ দেখতে এলাকায় ভিড় করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে বন দপ্তর তড়িঘড়ি চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এত তাড়াতাড়ি চিতাবাঘ ধরা পড়ায় স্বস্তিতে এলাকার মানুষ।

জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের কুঞ্জনগরের বিট অফিসার সনৎ শূরের কথায়, 'বাসিন্দাদের দাবি অনুযায়ী খাঁচাটি বসানো হয়। এক রাতেই যে বাঘ খাঁচাবন্দি হবে তা ভাবাই যায়নি। তবে, এদিন দ্রুত চিতাবাঘটি উদ্ধার করে মাদারিহাটে পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

সাফল্য বন দপ্তরের

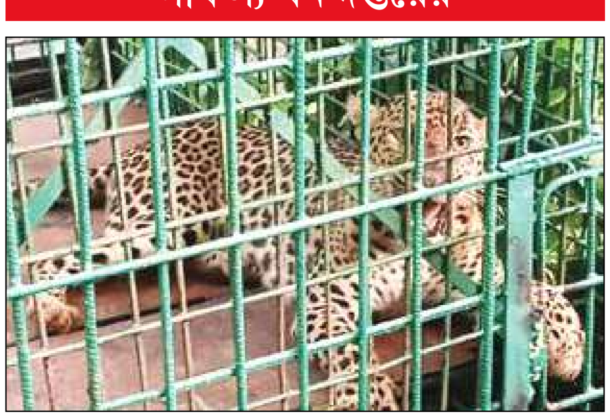

খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। বুধবার ফালাকাটার কুঞ্জনগরে।

এতে সব থেকে স্বস্তি পেয়েছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয় শশাঙ্ক বর্মন বলছেন, 'গত কয়েকদিন ধরেই চিতাবাঘ নিয়ে এলাকায় আতঙ্ক চলছিল। এই চিতাবাঘটি শিকার ধরতেই গ্রামে চলে আসত। ইতিমধ্যে অনেকের ছাগল টেনে নিয়েছে। তাই বন দপ্তরের কাছে চিতাবাঘ ধরার খাঁচা পাতার আবেদন করা হয়। আমাদের আশঙ্কা যে সত্যি তা এক রাতের ঘটনাতেই প্রমাণিত।'

গণেশ বর্মন নামে আরেক বাসিন্দার কথায়, 'কিছু উপার্জনের জন্য বাড়িতে ছাগল পালন করি। কিন্তু তা যদি চিতাবাঘের পেটে চলে যায় তাহলে তো আমাদের আর্থিক ক্ষতি। তাছাড়া যে কোনওদিন মানুষও বিপদে পড়তে পারত। তাই বাঘ ধরা পড়ায় আমরা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব।' জলদাপাড়া বনাঞ্চলের কুঞ্জনগর প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রের পাশেই গ্রামের জনবসতি। তবে, এই গ্রামের পূর্ব দিকে যেমন রয়েছে বনাঞ্চল তেমনি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কাদম্বিনী চা বাগান। কয়েক মাস আগে কাদম্বিনী চা বাগানেও খাঁচাবন্দি হয়েছিল একটি চিতাবাঘ। তাই সেই বাগান থেকে এবারের বাঘটি কুঞ্জনগর গ্রামে প্রায় রাতে শিকার ধরতে আসত বলে স্থানীয়দের দাবি। বন দপ্তর সূত্রের খবর, পূর্ণবয়স্ক মাদি চিতাবাঘটি কুঞ্জনগরে কোথাও আশ্রয় নিয়ে থাকত না। তবে গ্রামের পাশেই পড়ে রয়েছে রোজভ্যালির একটি পরিত্যক্ত রিসর্ট। সেই রিসর্টের চারপাশে ঝোপঝাড় হয়েছে। তাই গ্রামের কারও বাড়ি থেকে শিকার ধরে নিয়ে এসে ওই রিসর্টের ঝোপঝাড়ে কিছুটা সময় থাকত। আবার দিনের আলো ফোটার আগেই চলে যেত নিজ গন্তব্যস্থলে। দিনকয়েক আগে ওই রিসর্টের ওখানে চিতাবাঘের পায়ের ছাপ দেখেন বনকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাই বন দপ্তর স্থির করে, রিসর্টের ঝোপঝাড়ের ওখানেই খাঁচা বসানো হবে। আর তাতেই মিলল সাফল্য। বাঘটি ছাগল খেকো তা স্পষ্ট। কারণ, ছাগলের টোপেই সে ঢুকে পড়ে খাঁচায়।

> **যা ঘটেছে**
>
> - কুঞ্জনগরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি খাঁচা বসানো হয়, রাতে খাঁচায় রাখা হয় ছাগল
> - বুধবার সকালে সেখানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা ও বনকর্মীরা
> - বন দপ্তর তড়িঘড়ি চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়
> - এত তাড়াতাড়ি বাঘ ধরা পড়ায় স্বস্তিতে এলাকার মানুষ

অ্যাডভাইজারি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ১৭০টি কলেজের জন্য অ্যাডভাইজারি জারি করতে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার কথা ভেবে এই পদক্ষেপ বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে বলা হয়েছে।

শীর্ষে কলকাতা বন্দর

আবারও মালপত্র ওঠানো-নামানোর ব্যাপারে শীর্ষে কলকাতা বন্দর। বর্তমান নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর। চলতি আর্থিক বছরে প্রথম তিন মাসে এই বন্দর দেশের সব বন্দরের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে।

প্রতিনিধি চন্দ্রিমা

পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

তৎপর রাজ্য

র‍্যাশন বিতরণে রাজ্যজুড়ে বাড়ছে সমস্যা। একাধিক অভিযোগ জমা পড়ছে খাদ্য দপ্তরে। সমস্যা সমাধানে চলতি মাস থেকে প্রতিটি পুরসভা ও ব্লকে মাসিক বৈঠক আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছে দপ্তর।

বামেদের ধর্মঘটে বিক্ষিপ্ত অশান্তি

কলকাতা, ৯ জুলাই : কেন্দ্রের শ্রম কোড বাতিল সহ একাধিক দাবিতে বুধবার বাম শ্রমিক সংগঠনগুলির ধর্মঘটের ডাকে বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছড়ায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। সকাল থেকেই পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বাম কর্মী-সমর্থকরা। তবে পরিষেবা সচল রাখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে পুলিশ প্রশাসন। বিভিন্ন জায়গায় চলে রেল অবরোধ। কোথাও পুলিশের সঙ্গে, আবার কোথাও শাসকদলের সঙ্গে ধর্মঘট সমর্থনকারীদের বচসা বাধে। পুলিশ বহু ধর্মঘটিকে আটকও করে।

যাদবপুরের গাঙ্গুলিবাগান থেকে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিলের ডাক দেয় বামেরা। দোকানপাট বন্ধ রাখার কথা বলতেই এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বচসা বাধে পুলিশের। সৃজন সহ ১৯ জন কর্মী-সমর্থককে আটক করে পুলিশ। প্রেসিডেন্সি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এসএফআই সহ বিভিন্ন বাম সংগঠন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। যাদবপুরের ৮বি বাসস্ট্যান্ডে ধর্মঘটের সমর্থনে কুশপুতুল ও টায়ার জ্বালানোর সময় রাস্তার ধারে কয়েকটি দোকানে আগুন ছড়ায়।

বেলঘরিয়া, যাদবপুর, শ্যামনগর, দুর্গাপুর, ব্যারাকপুর, হলদিয়া স্টেশনে রেল অবরোধের চেষ্টা করা হলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন অবরোধকারীরা। আসানসোলের সিটি বাসস্ট্যান্ডেও বাম কর্মী-সমর্থকরা মিছিল করেন। পুরুলিয়ায় সকাল থেকেই দোকানপাট খোলা ছিল। বীরভূমের কীর্ণাহারে চৌরাস্তা মোড়ে ধর্মঘটের সমর্থনে বেরোলে বাম কর্মী-সমর্থকদের বেধড়ক মারধর ও লাঠিপেটা করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

ওড়িশায় বাঙালি হেনস্তা

কলকাতা, ৯ জুলাই : বাংলা বলার কারণে এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওড়িশায় ফের হেনস্তা করা হল বলে অভিযোগ উঠল। এই রাজ্যের ২০০ জনের বেশি শ্রমিককে ওড়িশার ঝাড়সুগুদা জেলার পুলিশ আটক করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম ও কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বিষয়টি নিয়ে ওড়িশার মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছেন এই রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং সেই রাজ্যের ডিজিকে চিঠি দিয়েছেন এই রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমার।

নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ ওই শ্রমিকদের ঠিকানা যাচাই করে ওড়িশা পুলিশের কাছে পাঠিয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই এই রাজ্যের। ওড়িশা সরকারের সঙ্গে কথা বলার পর সেই রাজ্যের পুলিশ ওই শ্রমিকদের ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ধর্মঘটেও ছন্দে জীবন

বুধবার মৌলালি এবং শিয়ালদার কোলে মার্কেটের দুই মুহূর্ত। ছবি : আবির চৌধুরী এবং রাজীব মণ্ডল

কলেজে বিয়ের আসর

সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ে নেতাদের ভিন্ন 'দাদাগিরি'

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৯ জুলাই : কলেজই ছাঁদনাতলা! ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়েই বিয়ে সারলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা। কাকদ্বীপের সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যেই বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা ঘনিষ্ঠ টিএমসিপি নেতা অশোক গায়েনের বিয়ের আসরের ছবি বুধবার প্রকাশ্যে আসতেই প্রবল চাপে শাসকদল। অবশ্য মন্টুরামের বক্তব্য, তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। কলেজের অধ্যক্ষ শুভঙ্কর চক্রবর্তী স্বীকার করে নিয়েছেন ঘটনাটি। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজেও এদিন খোঁজ পাওয়া গেল 'মনোজিৎ মডেল'-এর।

টিএমসিপির ছাত্র পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আলি ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তন্ময় দত্তের কলেজ ছাত্রীদের প্রতি 'অশালীন' আচরণের ছবি ও ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে ফের নাম জড়িয়েছে দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিজেপির তুলে ধরা অভিযোগকে 'মিথ্যা' দাবি করে

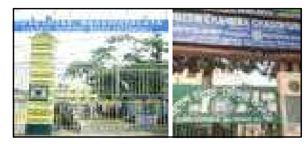

গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন তিনি। ক্ষতিপূরণ হিসেবে চেয়েছেন ১ কোটি টাকা।

সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ে 'বিয়ে' কাণ্ডে অভিযুক্ত অশোক কলেজের ছাত্র না হয়েও কীভাবে ক্যাম্পাসে ঢুকে কলেজ ছাত্রীকে বিয়ে করলেন সেই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর বক্তব্য, 'আমি কলেজের বাইরেই বিয়ে করেছিলাম। বন্ধুরা ডাকায় কলেজে গিয়ে দুটো ছবি তুলেছিলাম শুধু।' টিএমসিপি নেতা সৌম্যদীপ গায়েন জানিয়েছেন, 'ওঁরা বিয়ের পর দেখা করতে এসেছিলেন।' হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত টিএমসিপির সহ সভাপতি সৌভিক রায়কে গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিজেপি। মনোজিৎ ঘনিষ্ঠ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সাব্বিরের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় তন্ময়ের মতো 'দাদা'-দের বাড়বাড়ন্ত বলেই অভিযোগ বিজেপির।

দক্ষিণ কলকাতার টিএমসিপির সহ সভাপতি সাব্বির ২০২১ সালে কলেজ পাশ করলেও বিগত ৪ বছর ধরে ক্যাম্পাসে সরস্বতী পুজো ও দোল সহ একাধিক উৎসবে শামিল হয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের পাশাপাশি গায়ে অভব্যভাবে রং দিতেন বলেই অভিযোগ। পড়ুয়াদের বক্তব্য, থানায় বারবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি।

কসবা কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রকে আড়াল করার পিছনে অন্যতম কান্ডারি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বলেই অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। এদিন সার্থক বিজেপিকে তাঁর বিরুদ্ধে করা সমস্ত 'কুরুচিকর' ও 'মিথ্যা' পোস্ট সরানোর জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই কাজ শীঘ্র না করলে ১০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিজেপিকে ১ কোটি টাকা জনকল্যাণমূলক নানা খাতে অনুদান হিসেবে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

মোদির সফরের তৎপরতা

কলকাতা, ৯ জুলাই : একুশে জুলাই তৃণমূলের সভার ঠিক আগে রাজ্যে সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মাত্র ২ মাসের মধ্যেই আবার রাজ্য সফরে আসছেন তিনি। এর আগে ২৯ মে আলিপুরদুয়ারে সভা করেছিলেন মোদি।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর সেখানকার নেহরু স্টেডিয়ামে জনসভা করবেন মোদি। রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি নির্বাচনের পর রাজ্যে এটাই প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সভা। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রীর সেই সভাকে ঘিরে রাজ্য বিজেপির তৎপরতা তুঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী ওইদিন বিহারের মতিহারিতে নির্বাচনি জনসভা সেরে দুর্গাপুরে আসবেন।

তবে এবারের প্রেক্ষাপট আগের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। বিহার নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে কমিশনের ভূমিকায় তৃণমূল সহ বিরোধীরা একজোট্টা। নীতি আয়োগের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের জায়গায় বিহারকে দেখানো নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই ওই সভা থেকে এই সব প্রশ্নে পালটা জবাব দিতে পারেন মোদি। দুর্গাপুর শিল্প শহরের সভা থেকে বিজেপির বিকাশের বিকল্প মডেলকেই এবার আরও বেশি করে তুলে ধরবেন মোদি, এমনটাই মনে করছে রাজ্য বিজেপি।

এদিকে, রাজ্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবারই প্রথম ৪ দিনের সফরে দিল্লি যাচ্ছেন শমীক ভট্টাচার্য। সেখানে জেপি নাড্ডা, বিএল সন্তোষ, সুনীল বনসলের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। শমীক বলেন, 'অমিত শার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়েছি।' ইতিমধ্যেই বুধবার দিল্লি গিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘনিষ্ঠ এক নেতার মতে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই দিলীপকে কোনও পদ দেওয়ার কথা ভাবছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সামনেই সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচন। সেটা মাথায় রেখেই দিলীপের এই দিল্লি সফর।

কাঞ্চনের 'দুর্ব্যবহার'

কলকাতা, ৯ জুলাই : ফের বিতর্কে উত্তরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক। কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের এক চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও কাঞ্চনের দাবি, 'ওই চিকিৎসক আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন। আমার দিদিশাশুড়ির রক্তচাপ মাপার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তাতেই তিনি বলেন, 'আপনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন?' যদিও ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম দাবি করেছে, কাঞ্চনের বিরুদ্ধে বৌবাজার থানায় দ্রুত এফআইআর দায়ের করতে হবে।

নীতি আয়োগকে চিঠি ক্ষুব্ধ মমতার

নবনীতা মণ্ডল ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৯ জুলাই : নীতি আয়োগের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'সামারি রিপোর্ট ফর দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর মানচিত্রে এই রাজ্যের যে অংশটি চিহ্নিত করা হয়েছে সেটি আদতে বিহারের। এই মানচিত্র নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল।

বুধবার সকাল থেকেই এই বিষয়টিকে সামনে এনে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডেলে একের পর এক পোস্ট করা হয়। এদিনই নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারপার্সন সুমন বেরিকে চিঠি পাঠিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এই ভুল শুধু একটি তথ্যগত ত্রুটি নয়, এটি বাংলার অস্তিত্ব ও মর্যাদার প্রতি সরাসরি আঘাত। যা নীতি আয়োগের রিপোর্ট ও প্রকাশনার নির্ভরযোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও মান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে।' অবিলম্বে এই বিষয়ে সরকারি ব্যাখ্যা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মানচিত্রে বাংলার অংশ বিহারে

নীতি আয়োগ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বয়ের সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা মঞ্চ। সেই সংস্থার প্রকাশিত একটি চার পাতার বার্ষিক রিপোর্টের প্রচ্ছদে এই চরম গাফিলতি ধরা পড়েছে। এদিন সকালে এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে পোস্ট করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে, রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এদিন দুপুরেই নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারপার্সনকে চিঠি দেন মমতা। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার রিপোর্টে এমন ভয়ংকর ভুল গভীর উদ্বেগের বিষয়। এটা শুধুমাত্র দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রমাণ নয়, বরং কেন্দ্রীয় সাংবিধানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির প্রতি অসম্মানও বটে।'

কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ভুলের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।' অবিলম্বে রিপোর্ট সংশোধনের দাবি জানিয়ে মমতা লিখেছেন, 'ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে।'

নবান্নে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান

কলকাতা, ৯ জুলাই : বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন টাটা সন্স এবং টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরণ। এদিন তাঁদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও শিল্পদপ্তরের আধিকারিকরা।

নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, এটি সৌজন্য বৈঠক হলেও শিল্পক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারি গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তা প্রতিফলিত হয়েছে এই বৈঠকে।

আর্জি খারিজ

কলকাতা, ৯ জুলাই : আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বাবা-মা ঘটনাস্থলে যেতে চেয়ে শিয়ালদা আদালতে আবেদন করেছিলেন। বুধবার এই মামলার শুনানিতে নির্যাতিতার পরিবারের সেই আবেদন খারিজ করলেন বিচারক। একইসঙ্গে সিবিআইকে চরম ভর্ৎসনা করে আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার নিজের তদন্তের ওপরই ভরসা নেই।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কোনও আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না।

ফিরে গিয়েছে ইলিশের ঝাঁক

পুলকেশ ঘোষ

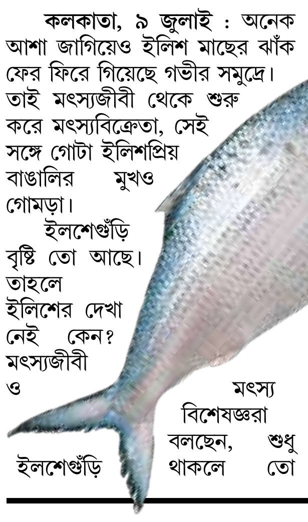

কলকাতা, ৯ জুলাই : অনেক আশা জাগিয়েও ইলিশ মাছের ঝাঁক ফের ফিরে গিয়েছে গভীর সমুদ্রে। তাই মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে মৎস্যবিক্রেতা, সেই সঙ্গে গোটা ইলিশপ্রিয় বাঙালির মুখও গোমড়া।

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি তো আছে। তাহলে ইলিশের দেখা নেই কেন? মৎস্যজীবী ও মৎস্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু ইলশেগুঁড়ি থাকলে তো হবে না। সঙ্গে চাই পুবালি হাওয়া। মরশুমের প্রথম কয়েক দিন এই দুইয়ের যুগলবন্দিই প্রচুর ইলিশ তুলে দিয়েছিল জালে। কিন্তু তারপর হাওয়া ঘুরে গিয়েছে পশ্চিমে। তাই ইলিশ মুখ ঘুরিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার এডিএফ (মেরিন) সুরজিৎ কুমার বাগ বলেন, 'হাওয়া পশ্চিমে ঘুরতেই ইলিশের ঝাঁক আবার গভীর সমুদ্রের দিকে রওনা দিয়েছে। প্রথম ক'দিনে এত ইলিশ উঠেছিল জালে যে, সবার মনেই আশা জেগেছিল। কিন্তু তারপর থেকে আর ইলিশের দেখা নেই।'

একই পরিস্থিতি দিঘার উপকূলেও। সেখানকার মৎস্যজীবী ও মৎস্য বিক্রেতা সমিতির নেতা শ্যামসুন্দর দাস বলেন, 'সবারই মুখ শুকনো। শুধু সমুদ্রে আসা-যাওয়াই চলছে। ইলিশের দেখা নেই। শুধু তাই নয়। কোনও মাছই সেভাবে উঠছে না।' মৎস্যজীবীদের হিসেব, সমুদ্রে একবার ট্রলার নিয়ে পাড়ি দিলে কয়েকদিনের মাছ শিকারে খরচ হয় দেড় থেকে দু'লাখ টাকা। কিন্তু গত দিন পনেরো এককে সফরে ৫০ হাজারের মাছও উঠছে না। এই পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবীদের অনেকেই সমুদ্রপাড়ি না দিয়ে অলস দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, আবার একটা বড়সড়ো ঝড়বৃষ্টি হলে হাওয়া ঘুরতে পারে। নইলে এবার রুপোলি শস্য পাতে পড়ার আশা ছাড়তে হবে। সুরজিৎবাবুর মতে, 'জুলাই মাসের শেষ থেকে অগাস্ট মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত আরেকবার হাওয়া ঘোরার আশা আছে।'

এবার বাংলাদেশ ও এদেশের সরকার একই সময়ে দু'দেশের সমুদ্র উপকূলে মৎস্য শিকার বন্ধ রেখেছিল। মৎস্যজীবীদের আশা ছিল, শিকার শুরু হলেই বড় মাপের প্রচুর মাছ জালে পড়বে। প্রথম তিনদিনে আশানুরূপ মাছও উঠেছিল। কিন্তু তারপরই হাওয়া ও মৎস্যজীবীদের ভাগ্য ঘুরে গেল।

হাওড়া মাছ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কর্তা শেখ আনোয়ার বলেন, ইলিশ উঠলে তো পাবেন। বাজারে অল্প যেটুকু জোগান তার দামও চড়া। ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রামের মাছের দাম ১০০০ টাকা কিলো। কিলোটাক ওজনের ইলিশের দাম দেড় হাজার টাকা। তবে অন্যান্য মাছের জোগান ঠিকঠাক থাকায় সামুদ্রিক মাছের অভাব তেমন বড় ব্যাপার হচ্ছে না।

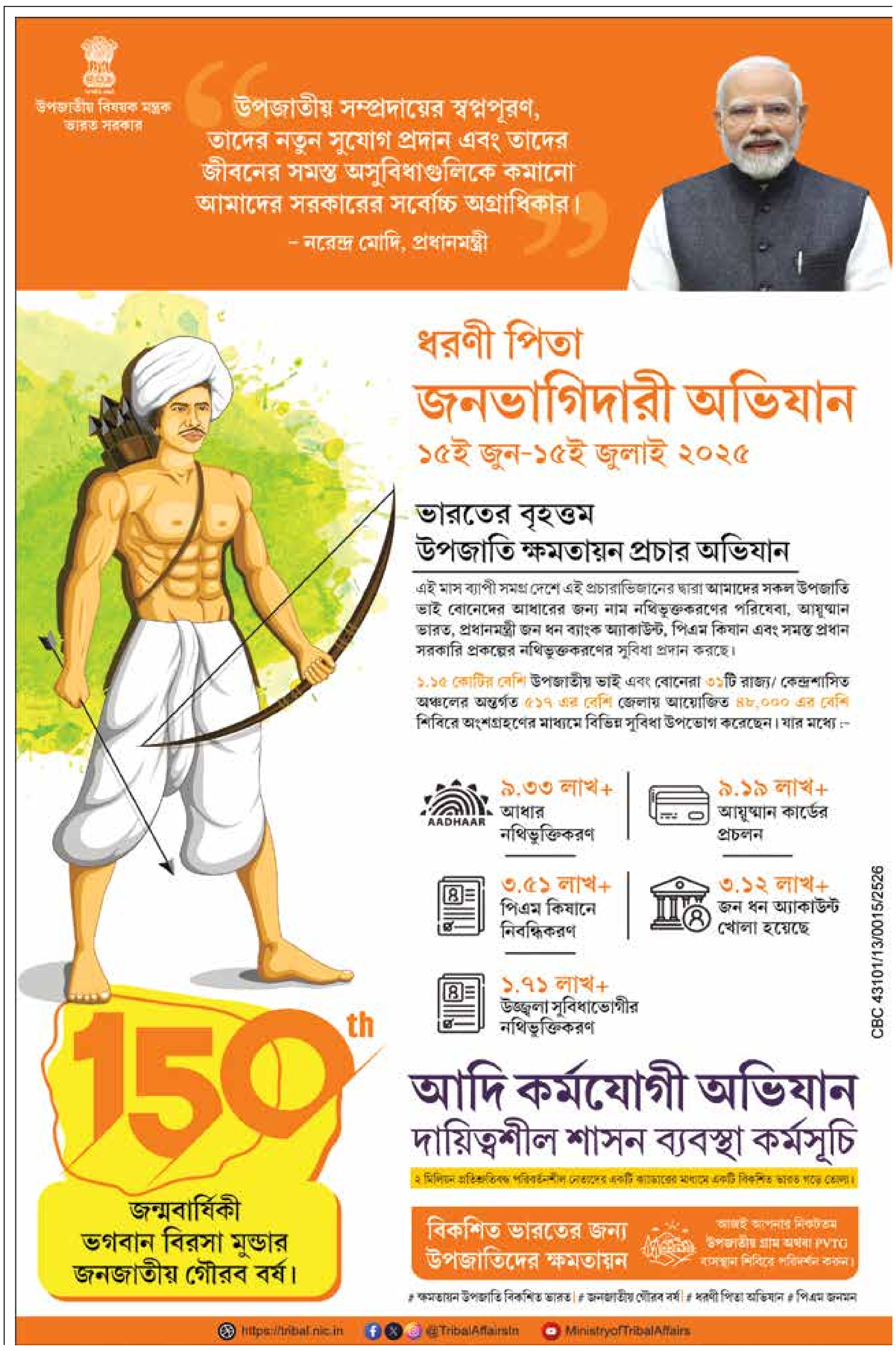

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫ আষাঢ় ১৪৩২

নিশানায় যখন নাগরিক

রাষ্ট্র এবং নাগরিকের সম্পর্ক সবসময় মসৃণ থাকে না। তবে সেজন্য রাষ্ট্র এবং নাগরিকের পরস্পরকে শত্রু হিসেবে দেখা উচিত নয়। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিহারে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা সাধারণ ভোটারদের ধন্দে ফেলে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নয়া নির্দেশে আঠারোর্ধ্ব নাগরিকদের ভোটদানের অধিকার টিকে থাকবে কি না, সেটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

বিরোধীরা ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার। সুপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়েছে। পাটনার রাস্তায় বিক্ষোভও দেখিয়েছেন রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদবরা। অন্যদিকে তৃণমূলের আশঙ্কা, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বৈধ ভোটারদের ছাঁটাইয়ের এই চেষ্টা আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গেও হতে পারে। বিষয়টিকে সামনে রেখে বাংলায় এনআরসি করার অভিযোগও তুলছে তৃণমূল।

অনুপ্রবেশের অভিযোগে দিনহাটার বাসিন্দা উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে অসম সরকার এনআরসি নোটিশ পাঠানোয় এতে আরও ঘৃতাহুতি পড়েছে। রাজ্যের শাসকদল, খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ হোক বা বিহার, যে কোনও রাজ্যের বৈধ বাসিন্দাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

যদিও এটা ঘটনা যে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা কাঁটাতার পেরিয়ে এদেশে ঢুকে জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন। বাড়িগাড়ি করছেন। বৈধ নাগরিকদের সন্দেহের চোখে না দেখে এই অনুপ্রবেশকারীদের সবার আগে শনাক্ত করা দরকার। আবার সেই কাজটি করার নামে দেশের বৈধ নাগরিকদের কাঠগড়ায় তোলা, তাদের নাগরিকত্বকে সন্দেহের চোখে দেখা অনুচিত। নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকার যন্ত্রণা অপরিসীম।

অনুপ্রবেশকারীদের শাস্তি দেওয়ার নামে দেশের নাগরিকদের কষ্টার্জিত ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া অপরাধ। নির্বাচন কমিশন বিহারে যেভাবে ধর তক্তা মার পেরেক মনোভাব নিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চাইছে, তাতে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। ভুয়ো ভোটার বাদ দিতে হলে অনেক আগেই তা করা যেত। বিহারে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা অক্টোবর-নভেম্বরে। এই অবস্থায় মাত্র তিন-চার মাসের মধ্যে ওই রাজ্যের ৮ কোটি ভোটারের মধ্যে ভুয়োদের যাচাই করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।

যাচাইয়ের জন্য যে নথিগুলিকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আধার, প্যান, ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। জন্মের শংসাপত্র, পাসপোর্ট, ম্যাট্রিক পরীক্ষার শংসাপত্র, জাতিগত শংসাপত্রের মতো ১১টি নথিকে প্রামান্য নথি হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। কমিশনের যুক্তি, আধার, প্যান বা ড্রাইভিং লাইসেন্স নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। অথচ ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য কমিশনের ৬ নম্বর ফর্মে অন্যতম নথি হিসেবে আধার ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

কেন্দ্রীয় সরকার আধার কার্ডকে সমস্ত পরিষেবার জন্য কার্যত বাধ্যতামূলক করেছে। অন্য সমস্ত নথির সঙ্গে আধার সংযোগ বাধ্যতামূলক। তারপরও আধার ঘিরে এই আঁধার ঘনানোর ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় সরকারই দিতে পারে। আধার যে নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, তা মোটা হরফে কার্ডের পিছনে লেখা আছে। তাহলে আধার কার্ডকে সবকিছুর সঙ্গে সংযোগ করার কী দরকার পড়ল? কেনই বা তাতে আবালবৃদ্ধবনিতার আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়, চোখের মণি স্ক্যান করা হয়!

এই বিভ্রান্তির মাশুল গুনছেন সাধারণ মানুষ। দেশের বৈধ নাগরিকদেরই একমাত্র ভোটাধিকার আছে। সেই বৈধতার মাপকাঠি খুঁজে বের করতে সরকার কার্যত নাগরিকদের গোলকধাঁধায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। নাগরিকদের সন্দেহের জালে জড়িয়ে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হলে তা রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের সংঘাতই তৈরি করবে।

বিরোধীদের অভিযোগ, নথিপত্রের গোলকধাঁধায় ঢুকিয়ে গরিব, দলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে সরকার। এই শ্রেণির মানুষের অনেকের হাতেই বহু নথিপত্র নেই। থাকলেও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নাগরিককে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলে দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠবে।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

পরিকাঠামোয় প্রশ্ন সত্ত্বেও ঢালাও অনুমোদন

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজগুলির বেশিরভাগেরই পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও 'ব্যবসা' কিন্তু চলছেই।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

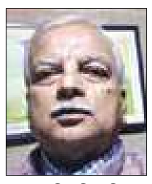

বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েক বছর পড়িয়ে এবং গবেষণা করে দেশের টানে কলকাতায় ফিরেছিলেন এক প্রযুক্তি বিজ্ঞানী। রাজ্যের একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে লুফে নিয়েছিল। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেশ কিছু অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ রয়েছে। সেগুলির বেশিরভাগই বেসরকারি কলেজ। কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে শিক্ষক নিয়োগ করছে কি না, পরিকাঠামো ঠিক আছে কি না তা নজরদারিতে ওই চৌকশ অধ্যাপকের ওপরে দায়িত্ব পড়ল।

লেখার পরবর্তী অংশে যাওয়ার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ আসলে কী? বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনেক কলেজ যুক্ত থাকে যারা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে স্বাধীনভাবে পঠনপ্রক্রিয়া চালায়। ডিগ্রি দেয় ওই বিশ্ববিদ্যালয়। অর্থাৎ ওই কলেজগুলি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েটেড। বেসরকারি অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলি নতুন শাখা খুলতে চাইলে কিংবা পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়াতে চাইলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্পেকটর অফ কলেজের কাছে আবেদন করে। ইনস্পেকটর অফ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে পরিদর্শক পাঠিয়ে আবেদনের সঙ্গে জমা দেওয়া নথি যাচাই করে দেখেন। আবেদনকারীর আবেদন মান্যতা পাবে কি না ওই পরিদর্শক দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে ঠিক হয়। যে প্রযুক্তি বিজ্ঞানীর কথা দিয়ে প্রতিবেদনের সূত্রপাত, তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শকের ভূমিকায় কাজে লাগাল। আর তার পরপরই চলে এল কোভিড। ফলে পরিদর্শন শুরু হল আন্তর্জাতিক মাধ্যমে। কোভিড চলে গেল। সব স্বাভাবিক হল। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিদর্শন কিন্তু চলতেই থাকল। রোগী না দেখে শুধু কথা শুনে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লেখার মতো অনেকটা।

খবরের কাগজে চাকরি করার সময় জাতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শনের সময় দেখতাম নিজেদের যোগ্যতা মান যে যথাযথ তা প্রমাণ করার জন্য মেডিকেল কলেজগুলি বাইরে থেকে চিকিৎসক ভাড়া করে আনত। চেয়ার-টেবিল ভাড়া করে আনত ডেকোরেটারের কাছ থেকে। পরিদর্শকরা 'খুশি' হয়ে নম্বর দিয়ে চলে যেতেন। যথাযথ শিক্ষক পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও আসন সংখ্যা বাড়ত মেডিকেল কলেজগুলির। তখন অবশ্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজ তেমন ছিল না। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন কাটিয়ে আসা প্রযুক্তি বিজ্ঞানী দেখলেন কলেজে নতুন বিষয় পড়ানো কিংবা আসন সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব করা কলেজগুলি ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট কিংবা প্রশাসনিক কাজ করা ব্যক্তিদের পেশ করছে। আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিকাঠামো দেখার কোনও সুযোগই থাকছে না। আর তারপরেও ওই কলেজের আবেদন অনুমোদন লাভ করত বিশ্ববিদ্যালয়ের। সদ্য ঘাটের কোঠায় ঢোকা ওই অধ্যাপক-ঘনিষ্ঠ মহলে তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা নিয়ে এই 'ছেলেখেলা' বন্ধ হয়নি। যা পৌঁছে গিয়েছিল বিকাশ ভবনে।

ওই অধ্যাপক জানতেন এভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য পরিদর্শকের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অচিরেই সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তার থেকেও বড় ঘটনা ঘটে গেল। বিকাশ ভবন সূত্রের খবর, তিন বছরের চুক্তি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়ে দিল, 'আপনাকে আমাদের আর প্রয়োজন নেই।' ওই অধ্যাপকের একটাই দোষ ছিল, যেভাবে শিক্ষার মানের সঙ্গে আপস করা হচ্ছিল, তিনি তার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। যে কথা বিকাশ ভবনে পৌঁছে গিয়েছিল। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, 'যে সময় থেকে অস্থায়ী উপাচার্যদের জমানা শুরু হয়েছে তখন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি, কর্মসমিতির বৈঠক হচ্ছে না। উচ্চশিক্ষা রাজভবন থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কয়েকটি বেসরকারি কলেজ পরিদর্শন প্রক্রিয়ার 'অনিয়ম' নিয়ে সরাসরি বিকাশ ভবনে অভিযোগ পর্যন্ত জানিয়েছে। অস্থায়ী উপাচার্যদের কারও কারও বিরুদ্ধে এইসব 'অনৈতিক' কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগও উঠেছে। ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টি স্থায়ী উপাচার্য না পেলে পুরো বিষয়টি নিয়ে তাঁরা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না বলে বিকাশ ভবনের সূত্রটি জানিয়েছে। পরিদর্শক নিয়োগের পদ্ধতি, তাঁদের কাজের মান, এগুলি নিয়ে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তবে অনিয়মের অভিযোগ পেলে তদন্তের নির্দেশ দিতেই পারে বিকাশ ভবন।

বিকাশ ভবনের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্তা শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং দুই মেদিনীপুরের কলেজ পরিদর্শন প্রক্রিয়ার উদাহরণ দিয়ে গেলেন পরপর। তারপর বললেন, 'এসব নিয়ে লিখতে গেলে ইতিহাস হয়ে যাবে।' বিভিন্ন পরিদর্শক দলে ওই প্রাক্তন উচ্চশিক্ষা কর্তার পরিচিতরা ছিলেন। বিকাশ ভবনে নিজের চেয়ারে বসেই ওই সব গল্প তিনি শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। একটি পরিদর্শক দল একবার তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনে গিয়ে দেখে, ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই ঠিকানা 'এক'। শহর থেকে অনেক দূরে। নির্জন জায়গায় পরিত্যক্ত তিনটি বাড়ি। সেখানে কস্মিনকালেও কেউ পড়তে আসে কি না সেই প্রশ্ন তুলতেই সেটিংয়ের তত্ত্ব উঠে আসে। টাকার খাম, দামি উপহার তুলে দেওয়া হয় গাড়িতে। একাধিক পরিদর্শক ওই পরিদর্শনের কাগজপত্রে সই করতে চাননি। কিন্তু তাতে একসঙ্গে ওই তিন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বৃদ্ধি আটকে থাকেনি। বিকাশ ভবনের ওই প্রাক্তন কর্তার কথায়, 'হঠাৎ করে যে এই দুর্নীতি শুরু হয়েছে তা কিন্তু নয়। এই প্রক্রিয়া চলে আসছে বহুদিন ধরেই। তবে পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় টাকার খেলা এবং উপঢৌকনের বহর বেড়েছে দিনকেদিন। বিশেষ করে অনলাইনে পরিদর্শন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে। পরিদর্শনে দিব্যি পাশ করে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। আবার ওই চক্রের মাথাদের সন্তুষ্ট করতে না পেরে যথাযথ পরিকাঠামো এবং যোগ্যতাসম্পন্ন যথেষ্ট শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর অনুমোদনই পাচ্ছে না।'

শুধু পরিদর্শন প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতাই নয়, অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীদের নিবন্ধীকরণ এবং পরীক্ষা পদ্ধতি, ফল প্রকাশেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ বিকাশ ভবনের কানে এসেছে। কীসের ভিত্তিতে কোনও কলেজকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তা নিয়েও উচ্চশিক্ষা দপ্তর চিন্তিত। এক আধিকারিকের মন্তব্য, 'শুধু কলেজ পরিদর্শন প্রক্রিয়াকে দোষারোপ করলে হবে না, দূরশিক্ষা নিয়েও একটি চক্র সক্রিয়। সেখানে আবার শিক্ষকদের যে তালিকা অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলি দিচ্ছে, যাঁদের নামে টাকা উঠছে, আদতে তাঁরা অনেকেই এই পঠনপাঠনের সঙ্গে যুক্ত নন। এতে ওইসব কলেজ যেমন কৃতী শিক্ষক দেখিয়ে ছাত্রদের আকর্ষণ করছে, তেমনই ওই সব কৃতী শিক্ষকের নামে তোলা সরকারি টাকা বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে। সবাই সব জানছে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।' এক আধিকারিকের কথায়, 'এই অ্যাফিলিয়েশন প্রথার বিলোপ না ঘটলে সমস্যা পুরোপুরি মিটবে না। যতদিন সেটা না হচ্ছে সেটা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্থায়ী উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারদের সঙ্গে বৈঠকে বসে প্রয়োজনে নয়া নীতি প্রণয়ন করতে হবে।'

সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য কবে নিযুক্ত হবেন সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। *(লেখক সাংবাদিক)*

আজ

১৯৪৯

আজকের দিনে ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকারের জন্ম হয়।

২০১৪

অভিনেত্রী জোহারা সেহগল প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

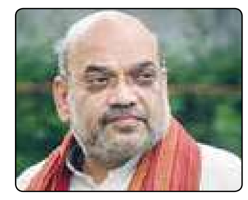

যখন আমি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলাম, প্রত্যেকে বললেন আমি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক পেয়েছি। কিন্তু সমবায়মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পর অনুভব করলাম, এটা এই দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের থেকেও বেশি। এই মন্ত্রক গরিব, কৃষক, পশুদের জন্য কাজ করে। আমি অবসরের পর প্রাকৃতিক চাষাবাদ নিয়ে দিন কাটাব।

- অমিত শাহ

ভাইরাল/১

মাদি হাতির পিঠে বসে মাহুত। পাশে হেঁটে চলেছে শাবকটি। রাস্তায় কাটা তরমুজের থালা হাতে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। মহিলার কাছে তরমুজ খাওয়ার আবদার করে বাচ্চা হাতিটি। মহিলাও থালা থেকে একটি করে টুকরো বাচ্চাটিকে দিচ্ছেন।

ভাইরাল/২

বছর একুশের এক ইনফ্লুয়েন্সার ফলোয়ার বাড়াতে চলন্ত ট্রেনের গেটে বিপজ্জনক স্টান্ট দেখাচ্ছিলেন। একজন তা রেকর্ড করেন। হঠাৎ মা এসে ইনফ্লুয়েন্সার মেয়ের ঝুঁটি ধরে সেখান থেকে টেনে নিয়ে সবার সামনেই উত্তম-মধ্যম দেন।

জনমন জনমত

বিষিয়ে যাচ্ছে কিশোর মন

বেশ কিছুদিন যাবৎ সংবাদপত্র থেকে সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত কয়েকটি খবরে সাধারণ শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজ বিচলিত। বিশেষ করে চিন্তাশীল অভিভাবক সমাজ। তা হল- শ্লীলতাহানি থেকে ধর্ষণে অভিযুক্ত কিশোর সমাজ। আক্রান্ত পরিচিত সহপাঠী বা সমাজমাধ্যমের বন্ধু কিশোরী। জলপাইগুড়ি থেকে শীতলকুচি বা কলকাতা মহানগরের একের পর এক ঘটনা প্রত্যেকদিন সামনে আসছে। আমরা বিচলিত। ঘটনা যে ঘটাচ্ছে এবং যে আক্রান্ত হচ্ছে উভয়ের বয়সের কথা ভেবে আমাদের চোখ কপালে উঠছে। মনে প্রশ্ন জাগছে, এ কোন সমাজ? এ কোন যুগ? কী হতে চলেছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে?

আজকাল কিশোররা কি শাসন ও সংস্কারহীন? নাকি স্মার্টফোনে, সমাজমাধ্যমে অবাধ বিচরণ এর জন্য দায়ী।

আজকের বিশ্বায়নের যুগে সমাজমাধ্যমের ব্যবহার বা স্মার্টফোনের গুরুত্বকে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। প্রশ্ন হল নজরদারির। অপরিণত বয়সে সন্তান বৈদ্যুতিন যন্ত্র কতটা ব্যবহার করবে, কীভাবে ব্যবহার করবে তা সিদ্ধান্ত নেবেন বাবা-মা। অপত্যস্নেহের মাঝেও উপযুক্ত শাসন অতীব প্রয়োজন। শিক্ষাঙ্গনেও শিক্ষকের কড়া শাসন, নজরদারি ও স্নেহ উভয়ই দরকার। পাশাপাশি পরিণত বয়সের সীমা না পেরোনো পর্যন্ত দরকার উপযুক্ত নজরদারি। সমাজমাধ্যমের অবাধ যৌনতার বিচরণ এভাবেই শিশু মনগুলোকে বিষিয়ে তুলছে। হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও সন্তানকে দিতে হবে উপযুক্ত পরিচর্যা ও সময়। সঙ্গে প্রয়োজন সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা এবং উন্নত চিন্তন-মননের বিকাশের সুযোগ এবং প্রয়োগ। তা না হলে বাণিজ্যের নামে, বিশ্বায়নের নামে, ভোগবাদের হাত ধরে এই অবাধ যৌনতা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। অভয়া থেকে কসবা কাণ্ড ঘরে ঘরে ঘটবে। সুন্দর ফুলের মতো শৈশব অকালে বিষময়, কণ্টকময় হয়ে উঠবে।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ছাপার অক্ষরের প্রতি ভালোবাসাটা ফিরছে

ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের দাপটের মধ্যেও বইয়ের পাতায় আমাদের অনেকের নজর। এই প্রবণতাকে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন

সৌমিক চক্রবর্তী

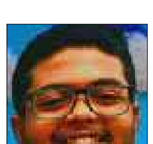

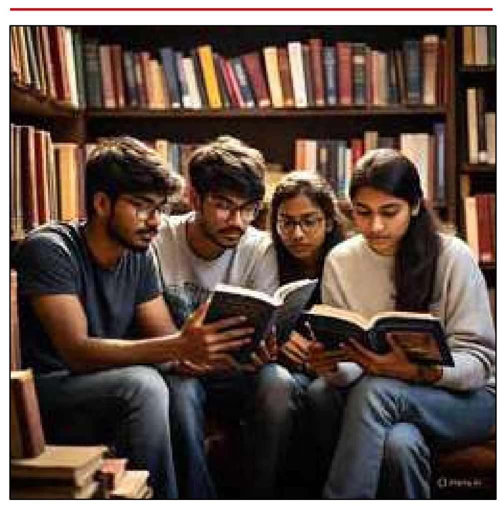

শুরুটা প্রযুক্তিকে দিয়েই করা যাক। একে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু এর ব্যবহার ঠিকমতো হচ্ছে, নাকি করা হচ্ছে না তা ব্যবহারকারীর ওপরই নির্ভরশীল। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম কিংবা ইউটিউব ঠিক কীভাবে মানুষকে যুক্ত করছে তা আমার জানা নেই। এসব প্ল্যাটফর্ম-এ স্ক্রল আর অযথা রিল-এর পর রিল, স্টোরির পর স্টোরি...আমার তো মনে হয় না যে আমরা যুক্ত হচ্ছি। বরং উলটোটাই। সমানে মনে হচ্ছে যে, আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি। লাইকের আশায় আমরা নিজেদের যেন 'পণ্য করে তুলেছি।' আজকাল মন খারাপ হলে মানুষ চ্যাটজিপিটির কাছে সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজে।

কিন্তু যখন এসব সোশ্যাল মিডিয়া বা চ্যাটজিপিটি ছিল না? বই ছিল। সবাই মিলে সাপ্তাহিক, মাসিক, পত্রিকায় গল্প উপন্যাসে ডুবে যেত। একটা গল্পে ডুবে যাওয়া মানে শুধু সময় কাটানো নয়, বরং ওই গল্পের চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজের আত্মার এক আশ্চর্য সংযোগ স্থাপন। এই সংযোগ স্থাপন যে কতটা আন্তরিক তা যাঁরা কখনও বইয়ের পাতায় ডুব দেয়নি তা কখনও বুঝতে পারবে না। প্রযুক্তি মানুষকে আধুনিক করে তুলছে ঠিকই কিন্তু কখনোই 'আন্তরিক' করে তুলতে পারছে না। আমার এই বক্তব্যে কেউ কেউ আপত্তি জানাতে পারেন। কিন্তু আমার এই দাবিকে তাঁরা কখনোই উড়িয়ে দিতে পারবেন না।

খোদ বইয়ের কি মন খারাপ? হয়তো না। বলা ভালো নিশ্চিতভাবে না। ফেসবুকে বহু গ্রুপ আছে। এদের মধ্যে আবার একটি বড় অংশ বই বিক্রি সংক্রান্ত। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে পুরোনো বই বিক্রির সঙ্গে জড়িয়ে। ভালোভাবে এই গ্রুপগুলি দেখলে দেখা যাবে, পুরোনো বই সংক্রান্ত এক একটি পোস্ট সেখানে দেওয়ার পরই কত দ্রুত প্রতিক্রিয়া আসে। এমনকি, মনোমতো বই কিনতে না পারলে ক্রেতাদের মধ্যে প্রকাশ্য মনোমালিন্যের বিষয়টিও পরিষ্কার। হারিয়ে যাওয়া ইন্দ্রজাল কমিকস, বা সবার প্রিয় চাচা চৌধুরী, তাঁদের সেই কমিকস কিনতে সবার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আমাদের ঘরের বাঁটুল, হাঁদা ভোঁদা, নন্টে ফন্টেদের কথা না হয় বাদই দিলাম। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দীদের উপন্যাসের কথা তো মনে হয় না আলাদাভাবে উল্লেখের প্রয়োজন রয়েছে।

নতুন বইয়ের দোকানে গিয়ে বইয়ের সম্ভার দেখতে দারুণ ভালো লাগে। পুরোনো বই বিক্রির দোকানগুলি আজ সংখ্যায় অনেক কমে গিয়েছে। সেই দোকানগুলিতে গিয়ে যদি খুব কমদামে মনোমতো বই পাওয়া যায় তবে তো সোনায় সোহাগা। পকেটে টাকা থাকলে মনের মতো বইগুলিকে বাড়ি না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। আরেক প্রিয় জায়গা হল বইমেলা। বইয়ের প্রতি টান কমে যাচ্ছে বলে আমাদের অনেকেরই উদ্বেগ। লক্ষ করে দেখুন, প্রতি বছর কিন্তু নিয়ম করে বইমেলা হয়। কত নতুন লেখকের বই প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বইয়ের প্রতি টানটা আছেই। সবার মধ্যে এই উপলব্ধিটা আরও বেশি করে জাগিয়ে তোলাটা প্রয়োজন। ছাপার অক্ষরের প্রতি মানুষের টান টানটান হলে জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। হতে বাধ্য।

(লেখক কলেজ পড়ুয়া। আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৮

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। মুক্ত, খোলা, অকৃপণ, উদার, প্রশস্ত্র ৩। ভূ-সম্পত্তি ৪। ছাগী ৫। বিরাট মারপিট ৭। লাক্ষা, গালা, আলতা ১০। গাছের কচি ডাল, লাঠি, দণ্ড ১২। অস্থির, চঞ্চল, আকুল, উচাটন ১৪। কোকাগাছের পাতা থেকে তৈরি মাদকদ্রব্যবিশেষ ১৫। জলের স্রোত ১৬। কখনও, কোনও এক সময়ে

উপর-নীচ : ১। সরকারি শিলমোহরযুক্ত দলিল, নথিপত্র ২। জাঁকালো, চমৎকার, উৎকৃষ্ট, জোরালো ৩। কোনও ভুল বা অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড ৬। পুত্র, বালক ৮। প্রবল ঝড় ৯। সম্পূর্ণ নতুন, টাটকা, অমলিন ১১। গোপনতা ১৩। সোনা

সমাধান ■ ৪১৮৭

পাশাপাশি : ২। একহারা ৫। করকা ৬। যমজাঙ্গাল ৮। শশ ৯। কর ১১। বরণমালা ১৩। তম্বুর ১৪। কামধেনু।

উপর-নীচ : ১। একছুট ২। একা ৩। হারেম ৪। কাবিল ৬। যশ ৭। জাহির ৮। শরণ ৯। কলা ১০। কসরত ১১। বনাত ১২। মালুম ১৩। তনু।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সেতু ভেঙে দুই ভাগ। যাত্রীদের উদ্ধার চলছে। বুধবার ভদোদরার মুজপুরে।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাব বলে অভিযোগ

গুজরাটে ফের সেতু ভেঙে হত ১১

ভদোদরা, ৯ জুলাই : মোরবি দুর্ঘটনার পর ফের সেতু বিপর্যয়ের সাক্ষী হল গুজরাট। এবার ভদোদরায়। বুধবার মহিসাগর নদীর ওপর ৪০ বছরের পুরোনো গম্ভীরা সেতু ভেঙে পড়ল। সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ সেতুটি ভেঙে পড়ার সময় সেখানে লাইন দিয়ে গাড়ি পারাপার করছিল। সেতুর সঙ্গে কমপক্ষে ৫টি গাড়ি নদীতে পড়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ১১ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ১০ জনকে। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নদীতে তল্লাশি চালিয়েছেন উদ্ধারকর্মীরা। আনা হয়েছে ক্রেন ও ডুবুরি। ভাইরাল ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, জলের মধ্যে কোনওরকমে ভেসে থাকার চেষ্টা করছেন এক মহিলা। চিৎকার করে বলছেন 'আমার স্বামী, আমার ছেলে।'

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। নামিবিয়া সফরের মাঝে এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লিখেছেন, 'গুজরাটের ভদোদরা জেলায় একটি সেতু ভেঙে পড়ার জেরে প্রাণহানি গভীরভাবে দুঃখজনক। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাই।' মৃতদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন তিনি।

ভদোদরার কালেক্টর অনিল ধামেলিয়া জানিয়েছেন, সেতু ভেঙে পড়ার কারণে দুটি ট্রাক, দুটি ভ্যান এবং একটি অটোরিকশা নদীতে পড়ে গিয়েছে। ভাঙা সেতুর মাঝে একটি ট্রাক ঝুলে রয়েছে। দুর্ঘটনার পর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই ৪ দশকের পুরোনো সেতুটি ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। সেতুর দুরবস্থার ব্যাপারে একাধিকবার প্রশাসনকে সতর্ক করা হলেও লাভ হয়নি বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন। গুজরাটে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। বিরোধী দলের অভিযোগ, ২০১৭ সালেই তারা সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু সরকার তাতে রাজি হয়নি। পরিণামে ১১টি প্রাণ অকালে ঝরে গিয়েছে।

ফেসবুক পেজে তৃণমূল কংগ্রেস লিখেছে, 'মোরবি বিপর্যয়ের স্মৃতি ফিরিয়ে দিল ভদোদরা। যেখানে ভেঙে পড়েছে গুজরাটের ভদোদরা এবং আনন্দ শহরকে সংযুক্তকারী মহিসাগর নদীর ওপর গম্ভীরা সেতু, বিপজ্জনকভাবে আটকে রয়েছে তেলের ট্যাংকার। মোদিজি এবার কি বলবেন এই ঘটনা 'অ্যাক্ট অফ গড' নাকি 'অ্যাক্ট অফ ফ্রড'?' সরকারি গাফিলতির কথা অস্বীকার করেছেন গুজরাটের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হৃষীকেশ প্যাটেল। তিনি বলেন, '১৯৮৫ সালে সেতুটি তৈরি হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। তারপরেও কেন দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে গুজরাট সরকার। বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট পেশ করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্যাটেল। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৩ মাস আগে মহিসাগর নদীতে নতুন সেতু তৈরির জন্য ২১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন তিনি। পুরোনো সেতুটি ৯০০ মিটার দীর্ঘ। সেটির ২৩টি স্প্যানের মধ্যে একটি ভেঙে পড়েছে।

বিপর্যয়

- বুধবার মহিসাগর নদীর ওপর ৪০ বছরের পুরোনো গম্ভীরা সেতু ভেঙে পড়ল
- ঘটনাস্থল থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ১০ জনকে
- উদ্ধারকাজে নেমেছে ক্রেন ও ডুবুরি
- মৃতদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর
- দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

আধারই প্রথম পরিচয়পত্র নয়

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে উত্তাপের মধ্যেই আধার কার্ড নিয়ে বার্তা দিলেন ইউআইডিএআই-এর সিইও ভুবনেশ কুমার।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'যখন একজন ব্যক্তির কাছে আগে থেকে কোনও বৈধ পরিচয়পত্র এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র থাকে, তখনই তাঁর আধার কার্ড তৈরি করা হয়। কোনও নথির মাধ্যমে আগে আপনার পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়, তারপরই আধার কার্ডের মাধ্যমে সেই পরিচয়ের ডিজিটাল রূপ দেওয়া হয়।' তাঁর কথাতেই পরিষ্কার, আধার কোনওমতেই কোনও ব্যক্তির প্রধান বা প্রথম পরিচয়পত্র হতে পারে না।

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য আধার, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো নথিগুলি প্রামাণ্য বলে গণ্য করা হবে না জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই সিদ্ধান্তে বিহারের সাধারণ মানুষ তো বটেই, বিরোধীরাও সরব

ইউআইডিএআই কর্তার বার্তা

হয়েছেন। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'আধার কার্ড তৈরির ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক যাচাই করা হয়। ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার সংযোগও করতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। অথচ এহেন আধার কার্ডকেই গ্রহণ করা হচ্ছে না। এর থেকে বিভ্রান্তিকর আর কিছু হতে পারে না।' ভোটবন্দির প্রতিবাদে বুধবার পাটনার রাস্তায় নেমে একসঙ্গে প্রতিবাদ দেখান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদব, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ। কমিশন অবশ্য নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড়। ভুয়ো আধার কার্ডের রমরমা ঠেকাতে ইউআইডিএআই সিইও বলেন, নতুন যে আধার কার্ডগুলি গুলিতে কিউআর কোড থাকছে। আধার কিউআর স্ক্যানার অ্যাপও তৈরি করা হচ্ছে। যদি কেউ ভুয়ো আধার কার্ড দেখান তাহলে তা সহজেই আটকানো সম্ভব।

ঘটনা হল, আধারকে ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন মান্যতা না দিলেও সেটির ভিত্তিতেই আঠারোর্ধ্ব ভোটাররা প্রথমবার নাম নথিভুক্ত করেন। কমিশন যে ৬ নম্বর ফর্মটি দেয় তাতে ভারতীয়রা যে ভারতীয়, সেটা প্রমাণের জন্য আধারকেই মান্যতা দিয়ে থাকে।

বিবিসি'র প্রতিবেদনে হাসিনার নির্দেশেই গুলি

দিল্লিকে সতর্কবার্তা ঢাকার

ঢাকা, ৯ জুলাই : জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান দমনে বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাতে এবং প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিবিসির একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। তাতে একটি অডিও ক্লিপিংয়ে হাসিনা নিরাপত্তা বাহিনীকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা শোনা গিয়েছে।

বিবিসির দাবি অনুযায়ী, গতবছর ১৮ জুলাই গণভবন থেকে শেখ হাসিনাকে ফোনে বলতে শোনা যায়, তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের এবং যেখানেই বিক্ষোভকারীদের দেখা যাবে, সেখানেই গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিবিসি জানিয়েছে, হাসিনার নির্দেশের পরই সামরিক বাহিনী যে ধরনের রাইফেল ব্যবহার করে, নিরাপত্তা বাহিনীকে সেই অস্ত্র ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মানবতাবিরোধী অপরাধ করার একাধিক অভিযোগে মামলা শুরু হয়েছে। আওয়ামি লিগ সভানেত্রী বর্তমানে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন। তাঁকে ফেরত চেয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।

> মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত একজনকে রক্ষা করার সুযোগ ভারতের আর নেই। আমরা ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলছি, তারা যেন বিবেক ও নৈতিক স্পষ্টতা নিয়ে কাজ করে।
>
> **শফিকুল আলম**
> *ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেসসচিব*

বুধবার হাসিনার প্রত্যর্পণের ব্যাপারে নয়াদিল্লির ওপর চাপ তৈরি করেছে ঢাকা। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেসসচিব শফিকুল আলম বলেন, 'মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত একজনকে রক্ষা করার সুযোগ ভারতের আর নেই। আমরা ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলছি, তারা যেন বিবেক ও নৈতিক স্পষ্টতা নিয়ে কাজ করে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ সরকার শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের যে আইনগত অনুরোধ জানিয়ে আসছে, তা মেনে নিতে ভারত অস্বীকার করেছে।' নয়াদিল্লিকে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়ে শফিকুল আলম বলেন, 'ভারতের এই অবস্থান আর গ্রহণযোগ্য নয়। আঞ্চলিক বন্ধুত্ব, কৌশলগত হিসাব কিংবা কোনও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার-কোনও কিছুই অসামরিক নাগরিকদের পরিকল্পিত হত্যার অজুহাত হতে পারে না।'

হাসিনাকে নিয়ে বিবিসির প্রতিবেদনকে সমর্থন জানিয়ে প্রেসসচিব বলেন, এই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যখন বাংলাদেশে সংঘটিত অপরাধ উদঘাটনে তাদের পূর্ণ তদন্ত ক্ষমতাকে কাজে লাগায়, তখন বিশ্বকে তা আমলে দিতেই হয়। রাষ্ট্রীয় মদতে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শেখ হাসিনার সরাসরি যুক্ত থাকার বিষয়টি ওই তদন্তে উঠে এসেছে।' বিবিসির প্রতিবেদনকে গুরুত্ব দিয়ে ভারত যাতে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখায়, সেই বার্তাও দিয়েছেন শফিকুল আলম। রাষ্ট্রসংঘের হিসেব অনুযায়ী, গতবছর জুলাই-অগাস্টে নিরাপত্তা বাহিনী অন্তত ১৪০০ মানুষকে হত্যা করেছে।

ব্রাজিলেও মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান

ব্রাসিলিয়া, ৯ জুলাই : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাঁকে নানা সম্মানে ভূষিত করেছে। এবার পাঁচদেশীয় সফরের শেষে তিনি সম্মানিত হলেন ব্রাজিলেও। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল মোদিকে এদেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'দ্য গ্র্যান্ড কলর'-এ ভূষিত করল। মঙ্গলবার মোদির গলায় সাউদার্ন ক্রস মেডেল পরিয়ে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাকিও লুলা দ্য সিলভা বললেন, 'ভারতের সঙ্গে ব্রাজিলের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হল।' আপ্লুত মোদি বলেছেন, 'ব্রাজিলের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হওয়া কেবল আমার জন্য নয়, এই সম্মান ১৪০ কোটি ভারতবাসীর কাছে গর্বের। ব্রাজিল সরকার ও ব্রাজিলের জনগণের জন্য রইল আমার কৃতজ্ঞতা।' অপরদিকে নামিবিয়ার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানও পেয়েছেন মোদি। এই নিয়ে তাঁর ঝুলিতে ২৭টি আন্তর্জাতিক সম্মান এল। ব্রিকস সম্মেলনের শেষে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন মোদি।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি।

অপসারণের প্রস্তুতি

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার সরকারি বাসভবন থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তাঁকে অপসারণের প্রস্তাব আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনে এই প্রস্তাব পেশ করা হবে বলে খবর। বিরোধী ইন্ডিয়া জোট ইতিমধ্যে মোদি সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে। ২১ জুলাই থেকে ১২ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে এই বাদল অধিবেশন। যদি এর মধ্যে বিচারপতি ভার্মা নিজে থেকে পদত্যাগ না করেন, তা হলে আসন্ন অধিবেশনেই তাঁকে অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু করবে কেন্দ্র। এই অপসারণ করতে হলে লোকসভার অন্তত ১০০ জন সাংসদের স্বাক্ষর প্রয়োজন। আর রাজ্যসভায় সম্মতি প্রয়োজন ৫০ জন সদস্যের। সেই স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্র। প্রস্তাবটি সংসদে পেশ হলে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে। অপসারণের গোটা প্রক্রিয়াটি চলবে ১৯৬৮ সালের 'বিচারপতি (তদন্ত) আইন' মোতাবেক।

বায়ুসেনার বিমান ভেঙে মৃত ২

জয়পুর, ৯ জুলাই : এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবিমানের ভেঙে পড়ার ভয়াবহতা মানুষ এখনও ভোলেনি। এর মধ্যেই আকাশে ফের বিপর্যয়। বুধবার রাজস্থানের চুরু জেলার ভানুদা গ্রামের কৃষিখেতে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার জাগুয়ার যুদ্ধবিমান। ঘটনায় পাইলট সহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধবিমানটি রুটিনমাফিক প্রশিক্ষণের সময় ভেঙে পড়ে। কারণ জানা যায়নি।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাস্থলের কাছে মৃতদেহের অংশ মিলেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আচমকা বিকট শব্দ শুনে তাঁরা ছুটে এসে দেখেন বিমান ভেঙে পড়েছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। চারপাশ ধোঁয়ায় ঢাকা। তাঁরাই আগুন নেভাতে উদ্যোগী হন। খবর পেয়ে জেলাশাসক ও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন। এই ঘটনায় গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সেনার তরফে কোনও বিবৃতি মেলেনি।

ব্রহ্মপুত্রে দানব বাঁধ নিয়ে সতর্কবার্তা

চিনের 'জল-বোমা' ভারতের জন্য : খান্ডু

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : ভারতকে বিপাকে ফেলতে প্রকৃতি ও প্রযুক্তির জোড়া ফলা ব্যবহার করতে পারে চিন। দিল্লিতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছেন অরুণাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। তিনি জানিয়েছেন, অরুণাচলপ্রদেশের খুব কাছে ইয়ারলুং সাংপো নদীর (ব্রহ্মপুত্রের চিনা নাম) ওপর বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধ তৈরি করছে চিন। ভবিষ্যতে দানবাকৃতি বাঁধটি ভারতের পক্ষে একটি জল-বোমায় পরিণত হতে পারে। বিপুল পরিমাণ জলধারণে সক্ষম বাঁধে যদি কোনওভাবে ফাটল ধরে অথবা বাঁধের সব জল একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বড় অংশ বিপর্যয়ের কবলে পড়বে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ব্রহ্মপুত্র নদীর তিব্বতি নাম ইয়ারলুং সাংপো। সেই নদীর ওপর বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধ প্রকল্পটি গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করেছে। কারণ, চিন আন্তর্জাতিক জলচুক্তিতে স্বাক্ষরকারী নয়, যা দেশটিকে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য করতে পারত।' তাঁর কথায়, 'চিনকে বিশ্বাস করা যায় না। কেউ জানে না ওরা কী করতে পারে।' তিনি জানিয়েছেন, চিন যদি আন্তর্জাতিক জলচুক্তিতে স্বাক্ষর করত তাহলে বাঁধটি চিন, ভারত এবং বাংলাদেশের পক্ষে আশীর্বাদ হতে পারত। ৩ দেশই এই বাঁধের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে জল পেত এবং বর্ষায় বন্যার হাত থেকে বাঁচতে পারত। কিন্তু চিন চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর আশঙ্কা, 'বাঁধটি তৈরি হয়ে গেলে এবং চিন হঠাৎ করে জল ছেড়ে দিলে আমাদের গোটা সিয়াং বেল্ট ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশেষ করে উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সব সম্পত্তি, জমি এবং মানুষের জীবন ধ্বংসাত্মক প্রভাবের সম্মুখীন হবে।' খান্ডু বলেন, 'আমার ধারণা, চিন ইতিমধ্যে বাঁধের কাজ শুরু করে দিয়েছে। ওরা কোনও তথ্য ভাগ করতে চায় না। দীর্ঘমেয়াদে বাঁধের কাজ শেষ হলে ব্রহ্মপুত্র অনেকাংশে শুকিয়ে যেতে পারে।'

জল্পনার মধ্যেই দিলীপ দিল্লিতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : বঙ্গ বিজেপির ঘরোয়া রাজনীতিতে ফের চর্চায় দিলীপ ঘোষ। শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করার পরেই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির দিল্লি গিয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। মঙ্গলবার সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে গিয়ে নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন দিলীপ। পরদিনই স্ত্রী রিঙ্কুকে নিয়ে চলে যান দিল্লি। বিজেপির সদর দপ্তরে দেখা করেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শিব প্রকাশের সঙ্গে। রিঙ্কুকে গেরুয়া উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান শিব প্রকাশ, যার মধ্যে 'সাংগঠনিক বার্তা' খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে।

দিলীপ ঘোষ অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই সফর ব্যক্তিগত। কিন্তু ব্যক্তিগত সফরে দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতার সঙ্গে বৈঠক? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ক্ষোভ উগরে দিলীপ বলেন, 'যাঁরা আমায় দল ছাড়াতে চেয়েছিলেন, তাঁরা অনেক চেষ্টা করেছেন। এমনকি দলের বৈঠকে বসার চেয়ার পর্যন্ত দেওয়া হয়নি আমাকে। তাও আমি দল ছাড়িনি। নিজের হাতে গড়া দল কী করে ছেড়ে দেব?'

দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, 'একুশে যেটা হয়নি, ছাব্বিশে সেটা পূরণ করার চেষ্টা হচ্ছে। আরও ১০০ দরকার।' এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি দলীয় প্রস্তুতির কথা যেমন বললেন, তেমনি ইঙ্গিত দিলেন যে এখনও তিনি মূলস্রোতের বাইরে নন। রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে দিলীপ জানান, দলে তাঁর ওপরে বিশ্বাস ফিরলে তিনি নতুন করে দায়িত্ব নিতে তৈরি। তাঁর কথায়, 'দল যদি মনে করে আবার দায়িত্ব দেবে, আমি সেই দায়িত্ব নেব। এক বছর কিছু দায়িত্ব দেয়নি।' দিলীপ ঘোষের তৃণমূলে যোগদান নিয়ে যে গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি আরও বলেন, 'আমি আগেও বিধানসভা ও লোকসভায় লড়েছি। খড়্গপুর আমার পরিচিত জায়গা। যদি দল আমাকে লড়াইয়ের সুযোগ দেয়, তাহলে আমি খড়্গপুর থেকেই লড়তে চাই। দুর্গাপুরে পাঠানো হয়েছিল, লাভ-ক্ষতি কী হয়েছে, দল বুঝেছে।' দীঘায় জগন্নাথ ধাম উদবোধনে মমতার সঙ্গে হাজির ছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাতে দলের কিছু লোকের সমস্যা হয়েছে, সকলের নয়। সমস্যা হয়েছে তাদের যারা চায় আমি দলে না থাকি।'

রাস্তায় রাহুল-তেজস্বী

পাটনা, ৯ জুলাই : ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ভারত বনধের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রতিবাদ। বুধবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাটনার রাজপথে নেমে নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁদের সঙ্গে সুর চড়ালেন ইন্ডিয়া তথা মহাজোটের অপর চার শরিক সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য এবং ভিআইপি নেতা মুকেশ সাহানি। মহাজোটের অগুনতি কর্মী-সমর্থকদের ভিড়কে সঙ্গে নিয়ে পাটনায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দপ্তর পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করেন তাঁরা।

বিহারের তরুণদের উদ্দেশে রাহুল বলেন, 'এটা শুধু আপনাদের ভোট চুরি হচ্ছে না, আপনাদের ভবিষ্যৎকেও চুরি করা হচ্ছে। একে রুখতে হবে আপনাদের। ইন্ডিয়া জোট বিহারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা কিছুতেই এই চুরি হতে দেব না।' কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'নির্বাচন কমিশন তাদের কাজ করছে না। কমিশন ভুলে গিয়েছে তারা কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নয়। ভারতের সংবিধানকে রক্ষা করাই কমিশনের একমাত্র কাজ।'

রাহুলের হুঁশিয়ারি, 'মহারাষ্ট্রে যেভাবে ভোট চুরি হয়েছিল বিহারেও ঠিক একইভাবে ভোট চুরির চেষ্টা হচ্ছে।' অপরদিকে তেজস্বী যাদবের তোপ, 'ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিয়ম বদলাচ্ছে কমিশন। তাদের লক্ষ্য, যাঁরা বিজেপিকে ভোট দেন না সেই সম্প্রদায়ের ভোটারদের ভোটাধিকার ও ভোটার কার্ড কেড়ে নেওয়া। তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে দেওয়া। বিজেপি, নীতীশ কুমার, নির্বাচন কমিশনের দাদাগিরি চলবে না।' এদিন পাটনা সহ বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে ভারত বনধের ভালো প্রভাব পড়েছে। আরজেডি সমর্থকরা চাক্কা জ্যাম কর্মসূচিও পালন করেন।

হস্তীশাবক ভূমিষ্ঠ লাইনে, দাঁড়াল ট্রেন

রাঁচি, ৯ জুলাই : রেললাইনে ঠায় দাঁড়িয়ে ট্রেন। কয়েক হাত দূরে ট্র্যাকের ওপর আছাড়িপিছাড়ি খেতে খেতে এক মা জন্ম দিল ফুটফুটে হস্তীশিশুর। ঝাড়খণ্ডে এমনই এক হৃদয়ছোঁয়া ঘটনার সাক্ষী রইলেন যাত্রী ও রেলকর্মীরা।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ঝাড়া দু'ঘণ্টা ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখলেন রেল কর্তৃপক্ষ, যতক্ষণ না মা হাতি ও নবজাতক নিরাপদে বনের পথে মিলিয়ে যায়। অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি হয়েছে এবং তা ভাইরালও হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাগ করে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব লিখেছেন, 'মানব-বন্যপ্রাণ সংঘাতের খবরের বাইরে এই ধরনের ঘটনা ভাগ করে নিতে পেরে ভালো লাগছে। এটি মানুষ-প্রকৃতির সহাবস্থানের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।'

মন্ত্রী আরও জানান, পরিবেশ মন্ত্রক ও রেল মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে দেশের ৩,৫০০ কিলোমিটার রেলপথ সমীক্ষা করে ১১০টিরও বেশি বন্যপ্রাণ সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। লক্ষ্য, বন্যপ্রাণী করিডরে দুর্ঘটনা এড়ানো।

ডালে দুর্গন্ধ, ক্যান্টিন কর্মীকে চড় বিধায়কের

মুম্বই, ৯ জুলাই : তাঁকে পচা খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। ডাল থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। এই অভিযোগে মুম্বইয়ের আকাশবাণী বিধায়ক ভবনের এক ক্যান্টিন কর্মীকে সপাটে চড় কষালেন শিবসেনা বিধায়ক সঞ্জয় গায়কোয়াড়। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন দলের দু'বারের বিধায়কের কীর্তির ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। গায়কোয়াড়ের সাফাই, এর আগেও তাঁকে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। একাধিকবার ক্যান্টিন কর্মীদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু সমস্যা মেটেনি। এ ব্যাপারে বিধানসভায় সরব হবেন বলে জানিয়েছেন বুঢানার বিধায়ক।

তাঁর কথায়, 'আমি অন্তত ২-৩ বার খারাপ খাবারের ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। সেদিন আমাকে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল তা মুখে তোলার যোগ্য ছিল না।' তিনি আরও বলেন, 'আকাশবাণী বিধায়ক ভবনের ক্যান্টিনে প্রতিদিন ৫ থেকে ১০ হাজার লোক খেতে আসেন। অনেকেই খাবার মান নিয়ে অভিযোগ করেন। কখনও কখনও

এখানে ১৫ দিনের বাসি খাবারও দেওয়া হয়।' ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক ক্যান্টিন কর্মীকে ডেকে ডালের গন্ধ শুঁকে দেখতে বলেন গায়কোয়াড়। কর্মীটি একটু নীচু হতেই তাঁকে চড় মারেন বিধায়ক। তারপর মারেন ঘুসি। সেই সময় শিবসেনা বিধায়ককে বলতে শোনা যায়, 'এটা হল আমার সহবত শেখানোর স্টাইল।'

রাজ্যের শাসক জোটের বিধায়ক নিজের পক্ষে যুক্তি সাজালেও চড় মারার ঘটনাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি বলেন, 'এ ধরনের আচরণ ভুল বার্তা দেয়। এটা অগ্রহণযোগ্য এবং সবার পক্ষে অসম্মানজনক। গায়কোয়াড়ের এই কাজ সব বিধায়কের সুনাম নষ্ট করেছে। জনগণের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে যে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে।' খাবারের মান নিয়ে অভিযোগ থাকলে তা জানানোর নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গায়কোয়াড় এর আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির জিভ কেটে আনতে পারলে ১১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন তিনি। উদ্ধব ঠাকরের বিরুদ্ধেও আপত্তিকর মন্তব্য করেন শিন্ডেপন্থী এই নেতা।

প্রশ্নোত্তরে অভিব্যক্তি বা বিবর্তন

সৌম্যজিৎ দে *শিক্ষক, ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি*

১) RNA পৃথিবী প্রকল্প বা RNA ওয়ার্ল্ড হাইপোথিসিস কী?

উত্তর : মনে করা হয়, প্রোটোসেল বা আদিকোষে প্রথম জেনেটিক উপাদান ছিল RNA। পরবর্তীকালে DNA মূল জেনেটিক উপাদানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ, RNA থেকে DNA-এর অবির্ভাব ঘটে। এই ধারণাকে বলে RNA পৃথিবী প্রকল্প বা RNA ওয়ার্ল্ড হাইপোথিসিস।

২) মিলার ও উরের পরীক্ষায় কন্ট্রোল সেটআপ বলতে কী বোঝায়? এর উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : কন্ট্রোল সেটআপে সাধারণত একই গ্যাস মিশ্রণ (CH_4, NH_3, H_2, H_2O) ও একই ধরনের যন্ত্রপাতি থাকে, তবে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ (electric spark) প্রয়োগ করা হয় না।

উদ্দেশ্য : এটি বোঝানোর জন্য যে জৈব যৌগগুলির উৎপত্তি শুধুমাত্র বিদ্যুতের প্রভাবে হয়েছে, বায়বীয় গ্যাসের কারণে নয়।

৩) হেকেলের বায়োজেনেটিক সূত্রটি লেখো।

উত্তর : বিজ্ঞানী হেকেল (১৮৬৮) তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে বায়োজেনেটিক সূত্র প্রকাশ করেন। এই সূত্রটি হল 'Ontogeny recapitulates phylogeny'। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট প্রাণীর ভ্রূণের বিকাশ (ব্যক্তিজনি বা ontogeny) তার পর্বের সব প্রাণীর ভ্রূণের বিকাশকে (জাতিজনি বা phylogeny) অনুসরণ করে। এই মতানুযায়ী, সকল প্রাণী, ভ্রূণের পরিণতির সময়ে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও উদবংশীয় জীবের বিবর্তনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

৪) প্রোটিনয়েড কী?

উত্তর : Sidney W Fox (১৯৫৭)-এর মতে প্রোটিনয়েড থেকেই জীবকোষের উৎপত্তি হয়। প্রোটিনয়েড হল, প্রোটিন সদৃশ একটি গঠন যা অনেকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রস লিংকেজের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী Fox এবং তাঁর সহকর্মীগণ দেখেন ১৪০^{0}C উষ্ণতায় অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমারাইজেশন হয়। এই বিক্রিয়ায় ফসফরিক অ্যাসিড অনুঘটকের কাজ করে এবং ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিডযুক্ত প্রোটিনয়েড গঠিত হয়।

৫) অনুকূল ও প্রতিকূল প্রকরণ কাকে বলে?

উত্তর : ডারউইনের তত্ত্ব অনুসারে, জীবের যেসব বৈশিষ্ট্য তাকে জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে সাহায্য করে, তাদের অনুকূল প্রকরণ বলে।

অপরপক্ষে, জীবের যেসব বৈশিষ্ট্য জীবকে কোনওভাবেই জীবনসংগ্রামে টিকে থাকায় সাহায্য করে না, বরং কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের প্রতিকূল প্রকরণ বলে।

৬) নিও-ডারউইনিজম বা নয়া ডারউইনবাদ কাকে বলে?

উত্তর : পরিব্যক্তি তত্ত্ব ও মেন্ডেলীয় জেনেটিক্স দ্বারা ডারউইনের মতবাদটির আধুনিক ব্যাখ্যাকে বলা হয় নয়া ডারউইনবাদ বা নিও-ডারউইনিজম। মরগ্যান, দ্য ভিস, ডবজ্যানস্কি, হ্যালডেন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই মতবাদ প্রণয়ন করেন।

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

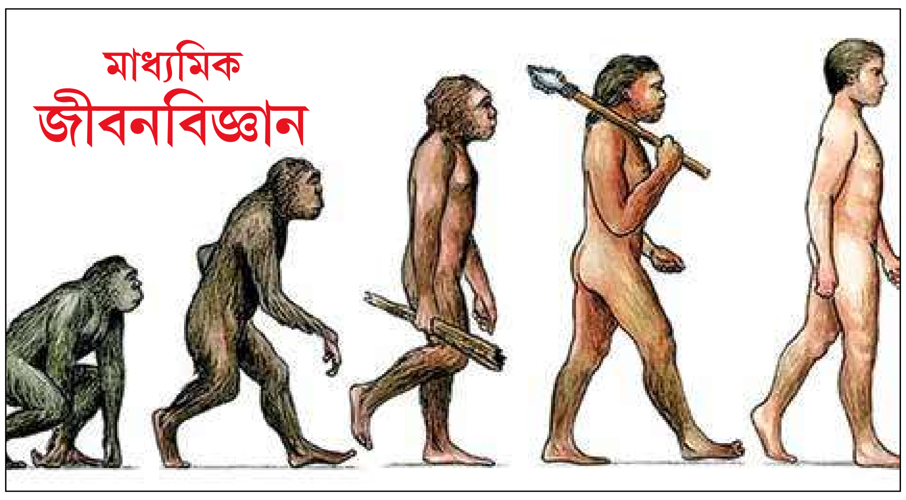

নব্য ডারউইনবাদের প্রস্তাবনায় বিজ্ঞানীরা প্রধানত যে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, সেগুলি হল-১) জিনগত প্রকরণ ২) প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং ৩) জননগত পৃথককরণ।

৭) মানুষের কক্সিসকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে কেন?

উত্তর : লেজের কশেরুকাগুলিকে (৪টি) অণুত্রিকাস্থীয় কশেরুকা বলে। এই কশেরুকাগুলি একত্রিত হয়ে যে অস্থি গঠন করে, তাকে বলে কক্সিস। মানুষের কক্সিসের কোনও কাজ নেই, কিন্তু এদের পূর্বপুরুষে (এপ জাতীয় প্রাণী) এটি সক্রিয় ছিল, তাই একে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে। এটি মানুষের কঙ্কালতন্ত্রে অবস্থিত।

৮) উদ্ভিদের সমসংস্থ অঙ্গের উদাহরণ দাও।

উত্তর : বেলের শাখাকণ্টক, চুপড়ি আলুর বুলবিল, ফণীমনসার পর্ণকাণ্ড, আলুর স্ফীতকন্দ ও আদার গ্রন্থিকাণ্ড, হাড়জোড়ার শাখা আকর্ষ, শতমূলীর একক পর্ণকাণ্ড এগুলির উৎপত্তি এক (সবই পরিবর্তিত কাণ্ড) কিন্তু কাজ ভিন্ন।

এর থেকে বোঝা যায় যে অঙ্গগুলির উৎপত্তি একটি সাধারণ উদবংশীয় প্রজাতি থেকে হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশগত পার্থক্যর কারণে তাদের কাজও পরিবর্তিত হয়েছে। এই অভিযোজনগুলিই নানা নতুন জীবপ্রজাতি সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ, অভিব্যক্তি ঘটেছে।

৯) অভিব্যক্তির প্রমাণরূপে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের গুরুত্ব লেখো।

উত্তর : নিষ্ক্রিয় অঙ্গগুলি পূর্বে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হলেও পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে সেগুলির কাজ ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। অভিব্যক্তির ধারণা থেকে বলা যায় যে, লুপ্তপ্রায় অঙ্গগুলির উৎপত্তি ঘটেছে এমন একটি উদবংশীয় জীব থেকে যাদের দেহে উক্ত অঙ্গগুলি সক্রিয় ছিল। অর্থাৎ, নতুন জীব তৈরি হলেও এই অঙ্গগুলি উদবংশীয় জীব থেকে তাদের উৎপত্তি সূচিত করে।

১০) কীভাবে তুমি প্রমাণ করবে যে সরীসৃপ থেকে পক্ষী শ্রেণির আবির্ভাব হয়েছে?

উত্তর : আর্কিওপটেরিক্স নামক একটি প্রাণীর জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সরীসৃপের মতো চোয়ালে দাঁত আছে, আঙুলে নখ আছে এবং লম্বা লেজ আছে। আবার ওই একই প্রাণীতে পাখির মতো পালক আছে, অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। পাখিদের মতো ক্রেনিয়ামটি গোলাকার। এর দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, সরীসৃপ থেকে পাখির আবির্ভাব হয়েছে।

১১) আচরণ ও অভিব্যক্তির সম্পর্ক কী?

উত্তর : পরিবেশের কোনও ইঙ্গিত বা উদ্দীপকের প্রভাবে বা অন্য কোনও জীবের ক্রিয়ার ফলে কোনও একটি জীব স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে যে ক্রিয়া করে সেটাই হল আচরণ। অর্থাৎ, জীব যা করে তাই হল আচরণ। পরিবেশের এই ইঙ্গিত হতে পারে গন্ধ, শব্দ বা দৃষ্টিনির্ভর কোনও সংকেত। আচরণ জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় ও জনন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। আচরণের ফল সুদূরপ্রসারী। জীবের অভিব্যক্তি ঘটাতে আচরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জীবের আচরণ তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যদি ধরা হয় যে আচরণ হল কারণ, তাহলে বলা যায়, সেই আচরণের ফলে ধীরে ধীরে জীবের দেহে এবং জীবনের প্রক্রিয়ায় যে পরিবর্তন ঘটে, তাই অভিযোজন- অর্থাৎ, অভিযোজন হল আচরণের ফল।

১২) ট্রানজিশনাল ফসিল কাকে বলে? কেন এগুলো বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ? উদাহরণ দাও।

উত্তর : ট্রানজিশনাল ফসিল হল এমন জীবাশ্ম যা দুটি শ্রেণির জীবের মধ্যে মধ্যবর্তী রূপ প্রকাশ করে। এগুলির মাধ্যমে একটি শ্রেণির জীব কীভাবে অন্য শ্রেণিতে বিবর্তিত হয়েছে, তা বোঝা যায়।

উদাহরণ :

আর্কিওপটেরিক্স : সরীসৃপ ও পাখির মধ্যে মধ্যবর্তী।

১৩) জীববিজ্ঞানীরা কেন বলেন যে, 'Mutation drives evolution'? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : Mutation হল জিনগত পরিবর্তনের একটি আকস্মিক ও স্থায়ী রূপ। এটি জীবের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, যার ফলে নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

যদি সেই পরিবর্তন উপযোগী হয়, তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তা প্রজন্মান্তরে স্থায়ী হয়।

এই প্রক্রিয়াই নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটাতে পারে।

১৪) জীবাশ্ম গবেষণায় 'কার্বন-ডেটিং' পদ্ধতির ভূমিকা কী?

উত্তর : কার্বন-ডেটিং (Carbon dating) হল জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

জীবের শরীরে উপস্থিত কার্বন-১৪ আইসোটোপ ক্ষয়ের ভিত্তিতে বয়স অনুমান করা হয়।

এটি জীবাশ্মের সময়কাল নির্ধারণে সাহায্য করে, ফলে বিবর্তনের ধারাবাহিকতা বোঝা যায়।

১৫) বিবর্তনের ক্ষেত্রে জিনগত রিকম্বিনেশন ও মিউটেশনের ভূমিকা কী?

উত্তর : রিকম্বিনেশন : যৌন জননের সময় পিতামাতার জিন মিশ্রিত হয়ে (ক্রসিং ওভার) নতুন বৈচিত্র্য তৈরি করে।

মিউটেশন : জিনে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়।

উভয়ই নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, যা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

১৬) টিকটালিক জীবাশ্মটি বিবর্তনের কোন ধরনের প্রমাণ দেয়?

উত্তর : টিকটালিক হচ্ছে এক ট্রানজিশনাল ফসিল, যা মাছ ও উভচরের মধ্যবর্তী রূপ। এর মধ্যে মাছের মতো পাখনা এবং উভচরের মতো পায়ের গঠন রয়েছে। এটি জলজ থেকে স্থলজ জীবের বিবর্তনের প্রমাণ দেয়।

বিষয় পরিচিতি

পর্যটন ব্যবস্থাপনা

অনুজ ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক
দ্য আইসিএফএআই ইউনিভার্সিটি, সিকিম

বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কিছু প্র্যাকটিকাল ও স্কিলভিত্তিক বিষয়ে পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এরকমই একটি বিষয় হচ্ছে 'পর্যটন ব্যবস্থাপনা' বা 'ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট'। উচ্চমাধ্যমিকের পর এই বিষয়টি আজকের দিনে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং ভবিষ্যৎমুখী এক শিক্ষাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

পর্যটন ব্যবস্থাপনা শুধু একটি বিষয় নয়, এটি একটি বৃহৎশিল্পের দ্বার উন্মোচন করে দেয়। এই শিল্পের ছাতার নীচে রয়েছে হোটেল ও আতিথেয়তা ব্যবস্থাপনা এবং বিমানচালনা বা এভিয়েশন ক্ষেত্রও। অর্থাৎ, পর্যটন বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করলে একসঙ্গে হোটেল ইন্ডাস্ট্রি, রিসর্ট, রেস্টুরেন্ট, ট্রাভেল এজেন্সি, এয়ারলাইন্স, ট্যুর অপারেটর, ক্রুজ কোম্পানি সহ বিভিন্ন খাতে

> **বর্তমান যুগ প্রযুক্তিনির্ভর। পর্যটনের ক্ষেত্রেও এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা(AI), অগমেন্টেড রিয়ালিটি(AR), ভার্চুয়াল রিয়েলিটি(VR), বিগ ডেটা অ্যানালাইটিক্স-এর মতো প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ছে।**

কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়। শুধু তাই নয়, কেউ চাইলে নিজেই একটি ট্রাভেল কোম্পানি বা হোমস্টে গড়ে তুলতে পারেন এবং এক্ষেত্রে তিনি একজন চাকরিপ্রার্থী নন, বরং চাকরিদাতা হয়ে উঠতে পারেন।

বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচুর সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট তৈরি হলেও, তাঁদের অনেকেই বাস্তব জীবনে চাকরির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারেন না। মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো কঠিন বিষয়গুলিতে সুযোগ পাওয়াও সবার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ পর্যটন ব্যবস্থাপনা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সহজেই প্রবেশ করা যায় এবং কিছু বছরের মধ্যেই নিজেকে গড়ে তোলা যায় একজন পেশাদার হিসেবে।

বিশ্ব যতই পরিবর্তিত হোক, মানুষ তার কাজ, শিক্ষা, ধর্মীয় কাজ, চিকিৎসা, বিনোদন কিংবা অন্য প্রয়োজনের জন্য ভ্রমণ করবেই। আর সেই ভ্রমণের সঙ্গে যুক্ত থাকে অসংখ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো যা পরিচালনা করে পর্যটন শিল্প। ফলে এই শিল্পের চাহিদা কখনোই বন্ধ হয় না, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়ে যায়। এই দিকটি পর্যটন ব্যবস্থাপনাকে অন্য অনেক বিষয়ের তুলনায় অধিক নিরাপদ ও স্থায়ী করে তোলে।

বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) কার্যকর হওয়ার পর পর্যটন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে পড়াশোনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এখন একজন শিক্ষার্থী চাইলে শংসাপত্র (Certificate), ডিপ্লোমা (Diploma), স্নাতক (Bachelor's Degree) এবং সম্মান সহ গবেষণামূলক ডিগ্রি (Honours with Research) অর্জন করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থী তার পছন্দ, আর্থিক অবস্থা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিজস্ব শিক্ষাপথ বেছে নিতে পারছেন।

পর্যটন ব্যবস্থাপনায় পড়াশোনা করলে শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রিভিত্তিক চাকরির সুযোগ নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে শিক্ষাজগতের অংশ হয়ে উঠতে পারেন। বিশেষ করে আজকের দিনে পর্যটন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক/প্রশিক্ষকের চাহিদা খুবই বেশি।

বিশ্বজুড়ে পর্যটন শিল্পে দক্ষ পেশাজীবীর চাহিদা ক্রমবর্ধমান। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের হোটেল, এয়ারলাইন্স, ট্যুর অপারেটর সংস্থা, থিম পার্ক, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত কর্মী খুঁজছে, যাঁরা ব্যবহারিক জ্ঞান, ভাষা দক্ষতা, আতিথেয়তা ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে পারদর্শী।

বর্তমান যুগ প্রযুক্তিনির্ভর। পর্যটনের ক্ষেত্রেও এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা(AI), অগমেন্টেড রিয়ালিটি(AR), ভার্চুয়াল রিয়েলিটি(VR), বিগ ডেটা অ্যানালাইটিক্স-এর মতো প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ছে। ট্রাভেল বুকিং, ভার্চুয়াল ট্যুর, গ্রাহক বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এসব প্রযুক্তির ব্যবহার পর্যটন ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিক ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। ফলে প্রযুক্তির সঙ্গে অভ্যস্ত শিক্ষার্থীদের জন্যও এই বিষয়টি উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটে পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স চালু রয়েছে। যেমন BTTM (Bachelor of Tourism and Travel Management), BBA in Tourism, BHM (Bachelor of Hotel Management) ইত্যাদি। এইসব কোর্সে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুম শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব প্রশিক্ষণ, সফট স্কিল উন্নয়ন, ইন্ডাস্ট্রি ইন্টার্নশিপ ও ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে থাকেন।

সব মিলিয়ে বলা যায়, পর্যটন ব্যবস্থাপনা উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি সময়োপযোগী, বাস্তবসম্মত ও ভবিষ্যৎবান্ধব শিক্ষাক্ষেত্র। যাঁরা মানুষকে ভালোবাসেন, ভ্রমণকে উপভোগ করেন এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তাঁদের জন্য পর্যটন একটি আদর্শ পেশা ও জীবনের পথ হতে পারে। এটি শুধু চাকরি পাওয়ার উপায় নয়, বরং আত্মনির্ভর হয়ে ওঠারও একটি সম্ভাব্য পথ।

মানবীয় ভূগোল : জনসংখ্যা ও জনবসতি

অরবিন্দ ঘোষ, *শিক্ষক*
অক্রূরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা

পূর্ব প্রকাশের পর

প্রশ্ন : জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন

(A) ম্যলথাস
(B) কার্ল মার্কস
(C) সাইমন কুজনেটস
(D) থম্পসন

উত্তর : (C) সাইমন কুজনেটস

প্রশ্ন : বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়

(A) ১১ জুন
(B) ১১ জুলাই
(C) ১০ জুলাই
(D) ১ জুলাই

উত্তর : (B) ১১ জুলাই

প্রশ্ন : Malthus-এর তত্ত্ব অনুসারে

(A) খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়
(B) জনসংখ্যা গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়
(C) খাদ্য উৎপাদন জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়
(D) জনসংখ্যা হ্রাস পায়

উত্তর : (A) খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়

প্রশ্ন: আদমশুমারি করে কোন সংস্থা?

(A) পরিকল্পনা কমিশন
(B) নীতি আয়োগ
(C) Registrar General of India
(D) ভারতীয় পরিসংখ্যান বিভাগ

উত্তর : (C) Registrar General of India

প্রশ্ন : ভারতের জনসংখ্যা বণ্টনের ধরনটি কীরকম?

(A) অসমবণ্টিত
(B) সমবণ্টিত
(C) সমতলভূমিতে সীমাবদ্ধ
(D) উপত্যকাভিত্তিক

উত্তর : (A) অসমবণ্টিত

প্রশ্ন : ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ কোনটি?

(A) অধিক জন্মহার
(B) কম মৃত্যুহার
(C) অভিবাসন
(D) উপরের সবক'টি

উত্তর : (D) উপরের সবক'টি

প্রশ্ন : ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধি ঘটে

(A) 1911-1921
(B) 1951-1961
(C) 1981-1991
(D) 2001-2011

উত্তর : (B) 1951-1961

প্রশ্ন : ভারতে 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' বলা হয়

উচ্চমাধ্যমিক তৃতীয় সিমেস্টার

(A) 1921 সালকে
(B) 1951 সালকে
(C) 1971 সালকে
(D) 1981 সালকে

উত্তর : (A) 1921 সালকে

প্রশ্ন : ভারতের জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় গঠন হল

(A) লিঙ্গ গঠন
(B) শিক্ষাগত গঠন
(C) পেশাগত গঠন
(D) বয়সগত গঠন

উত্তর : (D) বয়সগত গঠন

প্রশ্ন : উন্নয়নশীল দেশগুলির বয়স-লিঙ্গ পিরামিডের আকৃতি হল

(A) তীক্ষ্ণ শীর্ষ পিরামিড
(B) উত্তল পিরামিড
(C) নাসপাতি আকৃতির পিরামিড
(D) গম্বুজ আকৃতির পিরামিড

উত্তর : (A) তীক্ষ্ণ শীর্ষ পিরামিড

প্রশ্ন : ব্রেন-ড্রেন বলতে বোঝায়

(A) মানুষের এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন
(B) অতি উন্নত মেধার এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন
(C) যুদ্ধের কারণে মানুষের গমন
(D) দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষের গমন

উত্তর : (B) অতি উন্নত মেধার এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন

প্রশ্ন : কোনটি সঠিক?

(i) জনাধিক দেশ– জার্মানি
(ii) জনবিরল দেশ– চিন
(iii) আদর্শ জনসংখ্যার দেশ– বাংলাদেশ
(iv) জনবিস্ফোরণের দেশ– ব্রাজিল

(A) (i), (ii), (iii), (iv) সবক'টিই সঠিক নয়
(B) (ii), (iii), (iv) সঠিক
(C) (iv) সঠিক, বাকিগুলি নয়
(D) সবক'টিই সঠিক

উত্তর : (A) সবক'টিই সঠিক নয়

প্রশ্ন : শহরের কেন্দ্রীয় অংশকে বলে

(A) পুরবসতি
(B) হ্যামলেট
(C) CBD
(D) বাজার

উত্তর : (C) CBD

প্রশ্ন : যে প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় না তাকে বলা হয়

(A) শূন্য বৃদ্ধি হার
(B) ঋণাত্মক বৃদ্ধি
(C) ধনাত্মক বৃদ্ধি
(D) ধীরগতি বৃদ্ধি

উত্তর : (A) শূন্য বৃদ্ধি হার

প্রশ্ন : অভ্যন্তরীণ পরিব্রাজন বলতে বোঝায়

(A) এক দেশ থেকে আরেক দেশে গমন
(B) গ্রাম থেকে শহরে গমন
(C) শহর থেকে গ্রামে গমন
(D) দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন

উত্তর : (D) দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন

প্রশ্ন : সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

(i) কাম্য জনসংখ্যা– জীবনধারণের মান উন্নত
(ii) জনবিরলতা– অর্থনীতি উন্নত ও অনুন্নত উভয়ই হয়
(iii) জনবিস্ফোরণ– বেকারত্ব, অপুষ্টি, অশিক্ষা অত্যধিক
(iv) জনাকীর্ণতা– খাদ্যসংকট, অপুষ্টি, বেকারত্ব

(A) (ii), (iii), (iv) সঠিক; (i) নয়
(B) (i), (ii), (iii) সঠিক; (iv) নয়
(C) (i), (ii), (iv) সঠিক; (iii) নয়
(D) সবক'টিই সঠিক

উত্তর :(D) সবক'টিই সঠিক

প্রশ্ন : কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পরিব্রাজনকে বলে

(A) মৌলিক পরিব্রাজন
(B) অর্থনৈতিক পরিব্রাজন
(C) সামাজিক পরিব্রাজন
(D) রাজনৈতিক পরিব্রাজন

উত্তর : (B) অর্থনৈতিক পরিব্রাজন

প্রশ্ন : জনসংখ্যা পিরামিডের প্রস্থ বাড়তে থাকলে বোঝায়

(A) বয়স্কদের সংখ্যা বেশি
(B) শিশুদের সংখ্যা বেশি
(C) নারীদের সংখ্যা বেশি
(D) পুরুষদের সংখ্যা বেশি

উত্তর : (B) শিশুদের সংখ্যা বেশি

প্রশ্ন : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ভারতে শুরু হয়

(A) ১৯৪৭ সালে
(B) ১৯৫২ সালে
(C) ১৯৬১ সালে
(D) ১৯৭১ সালে

উত্তর : (B) ১৯৫২ সালে

প্রশ্ন : কোনটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিব্রাজনের কারণ নয়?

(A) যুদ্ধ
(B) দুর্ভিক্ষ
(C) উচ্চশিক্ষা
(D) প্রাকৃতিক দুর্যোগ

উত্তর : (C) উচ্চশিক্ষা

ভারতের নারী-ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন

মধুরূপা ব্যানার্জী
শিক্ষক, স্প্রিংডেল হাইস্কুল
কল্যাণী, নদিয়া

১. আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গোপনে কংগ্রেসের বেতার কেন্দ্র কে পরিচালনা করেন?
উঃ ঊষা মেহতা।

২. 'গোলা দিঘির গোলামখানা' বলতে কোন প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হত?
উঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. কোন মামলায় ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির আদেশ হয়?
উঃ মোজাফফরপুর ষড়যন্ত্র মামলা।

৪. আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর নারী বাহিনীর নাম কী ছিল?
উঃ ঝাঁসির রানি ব্রিগেড।

৫. লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ সরলা দেবী চৌধুরানি।

৬. রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সংঘ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ সরোজিনী নাইডু।

৭. নারী কর্মসমিতি কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ ঊর্মিলা দেবী।

৮. দীপালি সংঘ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ লীলা নাগ।

৯. বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়ে

মাধ্যমিক ইতিহাস

'ফুলতার' ছদ্মনামটি কে গ্রহণ করেন?
উঃ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

১০. গান্ধিজি হিন্দু দলিতদের কী নামকরণ করেন?
উঃ হরিজন।

১১. কাকে 'গান্ধি বুড়ি' বলা হয়?
উঃ মাতঙ্গিনী হাজরাকে।

১২. আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসির রানি বাহিনীর প্রধান নেত্রী কে ছিলেন?
উঃ লক্ষ্মী সায়গল।

১৩. মতুয়া ধর্ম কে প্রবর্তন করেন?
উঃ হরিচাঁদ ঠাকুর।

১৪. কোন আন্দোলনের সময় গুজরাটের স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে 'বানরসেনা' বাহিনী গড়ে ওঠে?
উঃ ভারত ছাড়ো আন্দোলন।

১৫. মানিকতলার বোমা তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা কে ছিলেন?
উঃ হেমচন্দ্র কানুনগো।

১৬. মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র কোনটি ছিল?
উঃ ওড়াকান্দি।

১৭. ভারতের প্রথম ছাত্রী সংগঠন কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
উঃ কলকাতায়।

১৮. 'জয়শ্রী' পত্রিকাটি কে প্রকাশ করেন?
উঃ বিপ্লবী লীলা নাগ।

১৯. রাসবিহারী বসু কী ছদ্মনামে জাপানে পালিয়ে যান?
উঃ পি.এন. ঠাকুর।

২০. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলায় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অধীনে গঠিত মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম কী?
উঃ ভগিনী সেনা।

পথ দেখান যাঁরা...

তিনজনই গুরু

আমার কাছে অহিংসা ও মানবতাই গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একমাত্র পন্থা। সেক্ষেত্রে আমার জীবনচর্চায় আমি তিনজন ব্যক্তিকেই গুরু হিসেবে মান্যতা দিই। প্রথমজন রবীন্দ্রনাথ যিনি বিশ্বমানবতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের পথ দেখিয়েছেন, এরপর গান্ধিজি যিনি অহিংসার বার্তা দিয়েছেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যিনি ভারতবর্ষকে সমাজতন্ত্রের পথ দেখিয়েছেন। তাই একজন শিষ্য হয়ে আজও আমি তাঁদের গুরুর স্থানে রাখি।

- পরিমল দে *বিশিষ্ট সাহিত্যিক*

মা-বাবাই সব

একজন শিল্পী হিসেবে আমাকে গড়ে তোলার পক্ষে সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে আমার বাবা ও মায়ের। তাঁদের কাছেই আমার হাতেখড়ি। ছোটবেলা থেকে যা কাজ শিখেছি সবই তাঁদের শেখানোর ফল। শিলিগুড়িতে আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছেন আমাকে অনেকভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁরাই গুরু।

- সুশান্ত পাল *মৃৎশিল্পী*

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারিগর বাবা

সমাজে এই দিন নিজ গুরুকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করার দিন। আমার চেতনার স্ফুরণ থেকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে প্রধান কারিগর আমার সদ্যপ্রয়াত বাবা উপেন্দ্রনাথ রায়। তিনিই আমার গুরু। এহেন গুরুকে স্মরণ করার বিশেষ দিন হয় না।

- অমিতাভ রায় *অধ্যক্ষ আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজ*

বৃহস্পতিবার গুরুপূর্ণিমা। হিন্দু সনাতনী ধর্মানুযায়ী সনাতন ধর্মের চিরন্তন গুরু বেদব্যাসকে স্মরণ ও সম্মান জানানোর দিন। কিন্তু বাঙালির সংস্কৃতিতে 'গুরু'র তাৎপর্য শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয় বরং আমাদের জীবনযাপনের কোনও না কোনও ক্ষেত্রে গুরুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই গুরুপূর্ণিমার আগের দিন আলিপুরদুয়ার শহরের ছয় নাগরিকের সঙ্গে তাঁদের গুরুর সম্পর্কে কথা বললেন সায়ন দে

সম্মানের আলাদা দিন নেই

গুরুকে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদনের কোনও আলাদা দিন হয় বলে আমি মনে করি না। তাই ছোটবেলা থেকেই যার আদর্শে আমি বড় হয়েছি, সেই বাবা-মা'ই আমার গুরুতুল্য। যাঁরা আমায় শিক্ষাদান করেছেন তাঁদেরও আমি প্রণাম জানাই।

- রাকা ঘোষ *গৃহবধূ*

স্বামীর অবদান

আমি একজন ব্যবসায়ী হওয়ার দরুন প্রথম থেকেই আমি আমার পরিবারের সকল সদস্যের পাশাপাশি বিশেষ করে আমার স্বামীর সাপোর্ট সবচেয়ে বেশি করে পাই। কাজেই আমার স্বামীই আমার কাছে গুরু।

- মীনাক্ষী ঘোষ *ব্যবসায়ী*

কৃতজ্ঞ সবার কাছে

গুরু বলতে ভগবানের পর মা-বাবাকেই বুঝি। একজন ফুটবলার হিসেবে মাঠ পরিচিতি থেকে শুরু করে প্রথম খেলায় হাতেখড়ি সবই বাবার হাত ধরে। এছাড়াও পরিবারের সবাই বিশেষ করে আমার বড় মামা আমায় খুব সাহায্য করেছেন, এমনকি আমি যখন সাই-এ ছিলাম, তখন দাদুর কাছেই প্র্যাকটিস করতাম। তিনি ইনচার্জ ছিলেন। আমি যে ক্লাবগুলোয় খেলেছি, সেখানকার কোচরাও ভীষণ সাপোর্ট করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ।

- শুভম রায়, *ফুটবলার*

একসময় 'গুরু কালচার' ছিল বাঙালির বাঁধা ধরা। 'ওফ গুরু কী দিল', এমন মন্তব্য শোনা যেত অহরত। অনেকের মুখে। তা সে ময়দানে কৃশানু দে'র ঠিকানা লেখা পাস হোক, অথবা উত্তমকুমারের মোহিনীমোহন হাসি, বাঙালির কাছে সবই 'গুরুর কৃপা'। তারপর এল সেই বিখ্যাত ডায়ালগ, হাফপ্যান্টে গুরু, ফুলপ্যান্টে মহাগুরু। সবাই একবাক্যে মেনে নিলেন মিঠুনের 'গরিমা'। এখন যে জায়গাটা নিয়ে নিয়েছেন ইনফ্লুয়েন্সাররা।

ডিমা ব্রিজে 'ছুটি'র মেজাজে শহরবাসী। (নীচে) ফালাকাটায় দিনভর দাপিয়ে বেড়িয়েছে টোটো। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও ভাস্কর শর্মা

অকাল ছুটির আমেজে আলিপুরদুয়ার

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাই : বুধবার রাজাভাতখাওয়ায় গিয়ে দেখা গেল সারি সারি বাইক আর গাড়ির ভিড়। কেউ এসেছেন পরিবারের সঙ্গে, কেউ বা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে। রাজাভাতখাওয়া রেললাইনের ধারের দোকানগুলোতে কেউ মোমো খাচ্ছেন, তো কেউ চায়ে চুমুক দিয়ে গল্প জুড়েছেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই লোকজনের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে এলাকা। চেনা সেই উইকএন্ড আমেজ, তবে আজ দিনটা ছিল সপ্তাহের মাঝামাঝি, বুধবার। তবে বুধবার হলেও তা তো আর অন্য পাঁচটা বুধবারের মতো নয়। ধর্মঘটের দিন। তাই ছুটির আমেজ।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ কমিটির ডাকে বুধবার ছিল দেশব্যাপী ধর্মঘট। তারই প্রভাব পড়ে আলিপুরদুয়ারেও। সরকারি দপ্তরগুলো খোলা থাকলেও বেশিরভাগ দোকানপাট, বিশেষ করে ছোট দোকান বন্ধই ছিল। শহরের স্কুলগুলো খুললেও পড়ুয়াদের দেখা মেলেনি বললেই চলে। বড়বাজারে সকালের দিকে অনেক দোকান খোলা থাকলেও বেলা বাড়তেই তা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

এই ছুটির ফাঁকে অনেকে বেছে নেন কাছাকাছি বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ। বিশেষ করে শহর সংলগ্ন রাজাভাতখাওয়া, পানিঝোরা, ডিমা নদীর ব্রিজ, কিংবা পাম্পুবস্তি এলাকায় জমজমাট হয়ে ওঠে ভিড়। কেউ সঙ্গে এনেছেন ক্যামেরা, কেউ চটজলদি মোবাইলে তুলেছেন ফ্যামিলি গ্রুফি। একদিকে হুহু করা হাওয়া, অন্যদিকে মোমো-চা-চপের লোভনীয় গন্ধ, দুইয়ে মিলে জমজমাট হয়ে ওঠে শহরের আশপাশে থাকা এইসব ঘুরতে যাওয়ার জায়গাগুলি।

নিউটাউন এলাকার ব্যবসায়ী নিখিল সরকার এদিন নিজের দোকান বন্ধ রেখে দিন কাটিয়েছেন পরিবারের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'সকালবেলা বাজারে গিয়েছিলাম। তারপর বাড়িতে জমিয়ে খাওয়াদাওয়া করে বিকেলে রাজাভাতখাওয়ায় ঘুরে এলাম। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়নি, ওরাও ছুটির দিনে ঘুরতে যাওয়ার বায়না করে। কিন্তু খুব একটা সময় পাওয়া যায় না। এদিন একেবারে পরিবারের সঙ্গে দিনটা কাটিয়ে মনটা ভালো হয়ে গেল।'

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটাতে সেখানে হাজির হয়েছিলেন শহরের বাসিন্দা সায়ন ঘোষও। তিনি বললেন, 'এদিন তো ধর্মঘট ছিল। পড়ে পাওয়া ছুটি। তাই ভাবলাম সবাই মিলে একটু ঘুরে আসা যাক। এখানে এসে খাওয়াদাওয়াও হল। আবার ভালোমতো আড্ডাও দিলাম। এমন একটা দিন মাঝেমাঝে দরকার হয়।'

শহরের একাংশ আবার চলে গিয়েছিল একটু দূরের সফরে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া অর্ণব মহন্ত তাঁর দাদা-দিদিদের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন কোচবিহারে সিনেমা দেখতে। 'ধর্মঘটের খবর আগেই জানা ছিল, তবে সিনেমা দেখার প্ল্যানটা হঠাৎই হল।' বললেন তিনি। এদিন রাস্তায় গাড়িঘোড়া ছিল কম। সরকারি স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল নামমাত্র। ক্লাসও সেভাবে হয়নি। ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের গেটে সকালে তো তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন বামপন্থীরা। পরে নিজেরাই সেই তালা খুলে দেন। তবে তালা খুললেও পড়ুয়াদের দেখা সেভাবে মেলেনি।

ছ-এ ছুটি

- সরকারি দপ্তরগুলো খোলা থাকলেও বেশিরভাগ দোকানপাট, বন্ধই ছিল
- স্কুলগুলো খুললেও পড়ুয়াদের দেখা মেলেনি
- বড়বাজারে সকালের দিকে অনেক দোকান খোলা থাকলেও বেলা বাড়তেই বন্ধ হয়ে যায়

ফালাকাটায় দ্বিগুণ ভাড়া হাঁকল টোটো

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ জুলাই : বুধবার রাস্তায় সরকারি বাস নামলেও বন্ধ রইল অন্য যানবাহন। ফলে অফিস যাতায়াতের সময় চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয় সকলকে। তবে ফালাকাটার রাস্তায় রাজত্ব করল টোটো। গাড়ি কম থাকার সুযোগে টোটোই ছিল সকলের ভরসা। তবে অভিযোগ, এই সুযোগে যাত্রীদের থেকে দ্বিগুণ ভাড়া হাঁকিয়েছেন টোটোচালকরা। উপায় না পেয়ে অনেকেই জটেশ্বর, ধূপগুড়ি, ফুলবাড়িতে বেশি ভাড়া দিয়েই যাতায়াত করেন। যদিও বেশি ভাড়া নেওয়ার সেই অভিযোগ মানতে চায়নি টোটো ইউনিয়নগুলি।

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি অশোক সাহা বলেন, 'আমরা ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছি। তাই সংগঠনের সব টোটোই এদিন পথে নেমেছিল। যা ন্যায্য ভাড়া তাই যাত্রীদের থেকে নেওয়া হয়।'

শ্রমিক নেতা এমন কথা বললেও নিত্যযাত্রীরা কিন্তু অন্য কথা বলছেন। ফালাকাটা থেকে জটেশ্বরে যাবেন বলে গাড়ির অপেক্ষায় ছিলেন কলম রায়। গাড়ি না পেয়ে শেষে তিনি টোটোয় চেপে বসেন। বললেন, 'অন্য দিন ২০ টাকাতেই জটেশ্বর যাই। কিন্তু এদিন ৪০ টাকা নিয়েছে। গাড়ি কম থাকায় বাধ্য হয়ে ওই ভাড়াতেই চলে যাই।' ফুলবাড়ির যাত্রী কাকলি রায়ের কথায়, 'যে টোটোয় ২০ টাকায় যাতায়াত করি, ওই টোটোই আজ ৩০ টাকা নিয়েছে। আমার মতো সব যাত্রীই এদিন বেশি টাকা দিয়েই যাতায়াত করেছেন।'

ফালাকাটায় ধর্মঘটের সাড়া বেশ ভালোই পড়ে। সকালে একটি মিছিল বের করা হয়। ফালাকাটা হাইস্কুলের সামনে বামেদের ছাত্র-যুব সংগঠনের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক ঝামেলা হয়। পরে পুলিশ তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে তেমন বড় ঘটনা ঘটেনি। তবে জোর করে স্কুল বন্ধ করার অপরাধে এবং আরও কয়েকটি ঘটনায় মোট ২৬ জনকে আমরা আটক করেছিলাম।'

সিপিএমের ফালাকাটা ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অনির্বাণ রায় বলেন, 'ফালাকাটায় ধর্মঘট সফলভাবেই হয়েছে। প্রায় সবকিছুই বন্ধ ছিল।' কংগ্রেসের ফালাকাটা ব্লক সভাপতি মৃন্ময় সরকার বলেন, 'ধর্মঘটের সমর্থনে আমরা মিছিল করেছি।'

এদিকে, ফালাকাটায় এদিন প্রায় সব ব্যাংকই বন্ধ ছিল। স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি কম থাকলেও ক্লাস হয়েছে। ফালাকাটা কলেজেও এদিন যথারীতি পরীক্ষা হয়েছে। ফালাকাটার টোটোচালকরা অবশ্য এদিন দাবি করেছে, তাঁরা কারও থেকেই এদিন ভাড়া বেশি নেননি। বরং রাস্তায় গাড়ি কম থাকায় তাঁরাই ত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন।

উদ্ধার ৬ নাবালক

আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাই : নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে বুধবার দুপুরে ৬ কিশোরের হুল্লোড়, ছোটাছুটি আর লাফালাফিতে চমকে উঠলেন যাত্রীরা। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের স্লিপার কোচে উঠে যায় সেই কিশোররা। কেউ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চ্যাঁচামেচি করছে। বিষয়টি নজরে পড়তেই এগিয়ে আসেন কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মীরা। তাদের জিজ্ঞাসা করে উঠে আসে চমকপ্রদ তথ্য। সেই ছয় কিশোরের মধ্যে দুইজন অসম রাজ্যের বাসিন্দা। সম্প্রতি তারা আলিপুরদুয়ারের শামুকতলায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। সেখানেই তারা আরও চার বন্ধু মিলে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয়, সাইকেলে করে নিউ আলিপুরদুয়ার যাওয়ার। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে পৌঁছায় নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে। সেখানে ট্রেন দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে সকলে। আরপিএফ বিষয়টি জানায় সিডব্লিউসি-কে। পরে ৬ কিশোরকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'তাদের হোমে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।'

শিক্ষিকাকে হেনস্তা

আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাই : সহকর্মীদের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ তুললেন কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুলের এক শিক্ষিকা। ওই স্কুলের ইংরেজি বিষয়ের সহকারী শিক্ষিকা মনোরমা নার্জিনারি এব্যাপারে আলিপুরদুয়ার জেলা শাসক ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। বুধবার আলিপুরদুয়ারে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি জানান, প্রায় ২০ বছরের চাকরি জীবন তাঁর। গত ৪ বছর কাজ করছেন কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুলে। শিক্ষিকার কথায়, 'জাতিগত পরিচয়কে কেন্দ্র করে আমাকে বারবার অপমান করা হয়েছে। আমার মাতৃভাষা নিয়ে উপহাস করা হয়েছে। কর্মস্থলে নিপীড়নমূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তাই শেষপর্যন্ত বিচার চেয়ে কর্তৃপক্ষর দ্বারস্থ হয়েছি।' অভিযোগের তির স্কুলের টিচার ইনচার্জ ও তাঁর স্ত্রীর প্রতি। টিচার ইনচার্জ মুস্তাক আহমেদকে ফোন করা হলেও ধরেননি। স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবিনা তামাং বলেন, 'খোঁজখবর নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।'

ফের চুরি

আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ফের চুরির ঘটনার অভিযোগ উঠল। বেশ কয়েকদিন থেকে হাসপাতালে পকেটমারের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। বুধবার আবার হাসপতালে রোগী নিয়ে আসা একটি গাড়ি থেকে সাউন্ড সিস্টেম চুরি হয় বলে অভিযোগ। রামপুর এলাকার এক ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁর গাড়ি থেকে ওই সাউন্ড সিস্টেম চুরি গিয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষর কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

কুপ্রস্তাব, ধৃত

ফালাকাটা, ৯ জুলাই : ভাড়াটিয়া মহিলাকে কুপ্রস্তাব দেওয়ায় বুধবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম নবীন বিশ্বাস (৫৮)। তাঁর বাড়ি ফালাকাটার নৃপেন মিত্র কলোনিতে। মহিলার স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই ব্যক্তিকে মারধরের পর পুলিশের হাতে তুলে দেন। যদিও ধৃত অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানান ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য।

ধর্মঘটের সারাদিন...

১) ফাঁকা আলিপুরদুয়ার শহরের রাস্তাঘাট। বন্ধ দোকানের সামনেই আড্ডায় মশগুল তরুণরা।

২) 'নিস্তব্ধ' মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ড। নিয়মিত ভিড়ের দেখা মেলেনি বুধবার।

৩) কলেজ হল্টে এবিভিপির বিক্ষোভ।

ছবিগুলি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

মহিলা কলেজে স্প্যানিশ ভাষায় পাঠ

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাই : স্পেনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কখনও পাবলো পিকাসো বা সালভাদোর দালির তুলির মাধ্যমে, আবার কখনও ফুটবলের মাঠে। সংস্কৃতি হোক বা সংগীত, স্প্যানিশ জাদুতে বারবার মজেছে বাঙালি। কয়েকদিন আগেও ডেসপাসিতো গানের সুরে নেচে উঠেছিল একটা গোটা প্রজন্ম। সেই দেশের ভাষার প্রাথমিক পাঠ এবার মিলবে আলিপুরদুয়ারেও। উদ্যোক্তা আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়।

আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'জেলার কলেজগুলির মধ্যে এই প্রথম আমরা স্প্যানিশ ভাষার বেসিক সার্টিফিকেট কোর্স চালু করছি। এর আগে আমরাই স্প্যানিশ অনুবাদের ওপর কোর্স শুরু করেছিলাম। আমাদের আশা, পর্যটনের এই জেলায় অনেক গাইডরাও স্প্যানিশ ভাষার কোর্সটি করবেন। এর জন্য আমরা তাঁদের মধ্যে প্রচারও করছি।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় একাধিক ট্যুরিস্ট স্পট রয়েছে। সেসব জায়গায় দেশ তো বটেই বিদেশ থেকেও অনেকে ঘুরতে আসেন। স্পেন থেকেও আসেন অনেকে। সেইসব পর্যটকদের সঙ্গে কথোপকথনে সুবিধা হবে এই কোর্সটি করা থাকলে, দাবি কলেজ কর্তৃপক্ষের। বিদেশি পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে স্থানীয়রা এই ভাষা শিখলে সুবিধা হবে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করছে। সেই কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সান্তালাবাড়ির পর্যটক গাইড জেমস ভুটিয়া বলেন, 'আমি নিজে কাজ চালানোর মতো বেশ কয়েকটি ভাষা রপ্ত করতে পেরেছি। তবে স্প্যানিশ ভাষা জানা নেই। সুযোগ পেলে এই ভাষাও শেখার ইচ্ছে আছে।'

কলেজ সূত্রে খবর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক তন্দ্রিমা নন্দী মিত্র এই কোর্সের মূল দায়িত্বে থাকবেন। এমনকি মাতৃভাষা স্প্যানিশ এমন একজন অধ্যাপকও অনলাইনে ক্লাস নিতে পারেন। ৬ মাসের এই সার্টিফিকেট কোর্সটি করতে খরচ হবে ৫ হাজার টাকা। আগে আবেদনের ভিত্তিতে সিট বুক করা যাবে। গোটা কোর্সটি হবে অনলাইনে।

আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ে গত বছর স্প্যানিশ থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদের ওপর কোর্স শুরু হয়েছিল। সেই কোর্সে ভালো সাড়া পড়েছিল। সেবারই এই ভাষার ওপর সার্টিফিকেট কোর্স চালুর দাবি ওঠে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এবার তাই এই কোর্স চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে। অনুমোদন মিলতেই বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে।

এখান থেকে এই কোর্স করলে লাভ কী? কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, এই ভাষা জানা থাকলে বিভিন্ন স্কুল, কলেজে স্প্যানিশ ভাষা পড়ানো, অনুবাদ করা, দূতাবাসে চাকরি এবং আইটি সেক্টরে চাকরির জন্যও আবেদন করা যাবে। আবার ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি সেক্টরেও এই কোর্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

জলদাপাড়ার পর্যটন ব্যবসায়ী মিঠুন সরকার বলেন, 'পর্যটনশিল্পের ক্ষেত্রে একাধিক ভাষা জানাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এদিকে সে সুযোগ তেমন ছিল না। তবে আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজ যে উদ্যোগ নিয়েছে তা প্রশংসনীয়।'

উদ্যোগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক তন্দ্রিমা নন্দী মিত্র এই কোর্সের মূল দায়িত্বে

মাতৃভাষা স্প্যানিশ এমন একজন অধ্যাপকও অনলাইনে ক্লাস নিতে পারেন

৬ মাসের এই সার্টিফিকেট কোর্সটি করতে খরচ হবে ৫ হাজার টাকা, কোর্সটি হবে অনলাইনে

জঙ্গলপথে মদের আসরে তৃণমূল নেতা, বিজেপি নেত্রী

ক্রান্তি, ৯ জুলাই : মঙ্গলবার রাতে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদ জঙ্গল লাগোয়া গজলডোবা যাওয়ার রাস্তায় গাড়িতে মদের পার্টি চলাকালীন স্থানীয় গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের পঞ্চানন রায় ও বিজেপি মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী দীপা বণিক। তাঁদের সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। পঞ্চাননের দাবি, ক্রান্তি বিডিও অফিসের জন্য জায়গা নিয়ে আলোচনা করতে দীপা এসেছিলেন তাঁর কাছে। দীপার বক্তব্য, বিডিও অফিসের জায়গার বিষয়ে আলোচনার জন্য পঞ্চানন তাঁকে ডাকেন। কিন্তু অত রাতে হঠাৎ এত লোক কীভাবে জড়ো হয়ে গেল, তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না।

গত শনিবার রাতে ধূপগুড়িতে তৃণমূল ও বিজেপির নেতারা একসঙ্গে মদের আসর বসিয়েছিলেন। কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা আপত্তি করায় তাঁরা দলবেঁধে চড়াও হন পুলিশকর্মীদের ওপর। রাতে তাঁদের থানায় আনা হলেও 'রাজনৈতিক চাপে' তৃণমূল নেতাদের রাতে এবং বিজেপি নেতাদের পরদিন সকালেই ছেড়ে দিতে হয় পুলিশকে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার রাস্তায় তৃণমূল নেতা ও বিজেপি নেত্রীর একসঙ্গে মদের আসর বসানোর অভিযোগ উঠল।

এসএসসি'র

প্রথম পাতার পর

এখনও তদন্ত চলছে। সিবিআই ৭, ১০, ১২ বছর ধরে তদন্ত চালাবে। সেজন্য জনস্বার্থ প্রভাবিত হতে পারে না।

ডিভিশন বেঞ্চ পালটা প্রশ্ন তোলে, 'শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যাঁরা দুর্নীতি করেছেন ও প্রতারণার জন্য যাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাঁরা এই নিয়োগে কী করে অংশ নিতে পারেন? অযোগ্যদের নিয়ে আদালতে সওয়াল করার আইনি অধিকার এসএসসি'র আছে কি? এসএসসি তো রিক্রুটিং অথরিটি। এসএসসি'র নীতিতে কি অযোগ্যদের নিয়ে এমন আইনি যুক্তি তুলে ধরার কথা আছে?'

যদিও কল্যাণ বলেন, 'এসএসসি দিনের শেষে জনস্বার্থে কাজ করে। নীতি নির্ধারণের সিদ্ধান্ত রাজ্য বা এসএসসি নিতেই পারে।' তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্য জনগণের হয়ে ভাববে না তো কে ভাববে। সংবিধান আমাদের ন্যায়বিচারের সুযোগ দিয়েছে। এঁরা আবেদন করা মানেই নিয়োগ পেয়ে যাওয়া নয়।' একই সওয়াল করা রাজ্য সরকারের পক্ষে। সরকারের বক্তব্য, 'যেটা কেড়ে নেওয়ার ছিল, সেটা সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্টভাবে কেড়েছে। যেটা দেওয়ার ছিল, সেটাও নির্দিষ্টভাবে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এঁদের ভবিষ্যৎ অধিকার কেড়ে নিতে চায়নি।'

গত সোমবার হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ চিহ্নিত দাগিদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার ওপর দাঁড়ি টেনে দিলে দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের আবেদন করেছিল রাজ্য সরকার ও এসএসসি। বুধবার ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলার শুনানিতে এইসব সওয়াল-জবাব চলে।

কতজন চিহ্নিত দাগি এখনও পর্যন্ত আবেদন করেছেন, জানতে চায় ডিভিশন বেঞ্চ। এসএসসি জানায়, এখনও পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। দাগিদের ১০ শতাংশ আবেদন করেছেন। চিহ্নিত দাগির মোট সংখ্যা ১৮০১।

ব্যাগহীন চা

প্রথম পাতার পর

চাহিদা বাড়তে থাকায় দ্রুত দিনে তা ১ লক্ষে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে নিত্যনতুন স্বপ্ন দেখা ওই তরুণ ব্যবসায়ীর। উপমন্যু জানাচ্ছেন, এক সময়ে চা শিল্প সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল না।

অসমে হলে উত্তরবঙ্গেও কি এই ধরনের চায়ের ট্যাবলেট তৈরি করা যেতে পারে না? এখানকার চা মহল জানাচ্ছে, সদিচ্ছা ও কিছু করার মানসিকতা থাকলে এখানেও তা সম্ভব। যাঁরা এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে তাঁরা হলেন উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। বর্তমানে সমবায় গড়ে ক্ষুদ্র চা চাষিরা বাড়িতে নিজেদের হাতে গ্রিন, হোয়াইট, মুনলাইট, পার্পেল-এর মতো স্পেশাল চা তৈরিও করছেন। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'উপমন্যুদের দেখানো নতুন পথ আমাদের অনুসরণ করতে কোনও বাধা নেই। এতে আখেরে উপকৃত হবে এখানকার চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য মানুষ। দ্রুত কাজ শুরু হবে বলে বিশ্বাস করি।' আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মার কথায়, 'চা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুনত্ব রয়েছে এই ধরনের প্রয়াস বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে। প্রয়োজন শুধু উদ্যমের।'

বন্ধ ঘরে তরুণের সঙ্গে শিক্ষিকা

মাথাভাঙ্গা, ৯ জুলাই : বহিরাগত তরুণের সঙ্গে বন্ধ ঘরে পাওয়া গেল শিক্ষিকাকে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ল মাথাভাঙ্গা কলেজে। অভিযুক্ত তরুণ ও তরুণী, দুজনকেই বুধবার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের তরফে একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে পুলিশে। কলেজ সূত্রে খবর, পড়ুয়াদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য তিন বছর আগে একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হয়। ওই সংস্থাই এই শিক্ষিকাকে নিয়োগ করেছিল কম্পিউটার শেখানোর জন্য। বুধবার কলেজ চলাকালীন ওই শিক্ষিকাকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের বন্ধ ঘরে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে হাতেনাতে ধরে ফেলে কলেজ কর্তৃপক্ষ। পুলিশ তাঁদের অভিভাবকদের ডেকে পাঠানোর পাশাপাশি প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত থানায় আটক রেখেছে দুজনকে। বিষয়টি প্রথমে নজরে আসে কলেজের নিরাপত্তারক্ষীর। তাঁর মাধ্যমে কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস দত্ত বিষয়টি জানতে পারেন।

পরিদর্শন

ফালাকাটা, ৯ জুলাই : বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি বুধবার ফালাকাটায় এল। এদিন ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নানান দিক কমিটির সদস্যরা খতিয়ে দেখেন। নেতৃত্বে ছিলেন ডাঃ নির্মল মাঝি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময় পর্বে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে নানা সমস্যার কথা বুঝতে পারেন কমিটির সদস্যরা। এখবর জানিয়েছেন হাসপাতালের সুপার ডাঃ শুভাশিস শী।

উদ্বোধন

জটেশ্বর, ৯ জুলাই : বুধবার জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাংকান্দি এলাকায় একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। দুপুরবেলা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায়। উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি সুজয় সাহা রায় সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা। সুভাষ বলেন, 'গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ যাতে আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পান সেজন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে।'

আশ্রয়স্থল যখন ধ্বংসস্তূপ। অবাক দৃষ্টিতে প্যালেস্তিনীয় তরুণী। গাজা সিটিতে শরণার্থী শিবিরে।

কামাখ্যাগুড়ির কলেজে টিউশন কাণ্ড

অধ্যক্ষের দ্বারস্থ ছাত্র নেতারা

কামাখ্যাগুড়ি, ৯ জুলাই : দিনদুয়েক আগে শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক রঞ্জিত রায়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন কলেজের এক ছাত্রী সহ কুমারগ্রাম ব্লকের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা। সেদিন একাধিক ছাত্রছাত্রী কলেজের একাধিক বিষয়ের অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন সংবাদমাধ্যমের কাছে। সেই অভিযোগের রেশ ধরেই বুধবার কামাখ্যাগুড়ি শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্লক ও জেলা স্তরের নেতারা শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামলচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। কলেজের একাধিক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যে টিউশন পড়ানোর নাম করে অনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ, তা নিয়ে কথা বলেন। কলেজে নিয়মিত ক্লাস হয় না বলে অভিযোগ করেন। সেইসঙ্গে তাঁরা শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের পঠনপাঠন সহ ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। কথায় ওঠে পড়ুয়াদের হাজিরার প্রসঙ্গও। ছাত্র নেতারা জানিয়েছেন, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ক্লাসে নিয়মিত আসার ব্যাপারে সংগঠনের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এদিন এই বিষয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কুমারগ্রাম ব্লকের সভাপতি বিকি দাস বলেন, 'কলেজের একাধিক অধ্যাপক দীর্ঘদিন ধরেই টিউশন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তাঁরা প্রতিনিয়ত কলেজে ক্লাসে ফাঁকি দেন। এমনকি কলেজ চলাকালীন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে টিউশন পড়ান।' এই অভিযোগ এদিন তাঁরা অধ্যক্ষকে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন। ওই অধ্যাপকরা যেন কলেজের পঠনপাঠন সুষ্ঠুভাবে চালান সেই বিষয়ে অধ্যক্ষের কাছে আবেদন রেখেছেন। বিকি জানিয়েছেন, তাঁরা ওই অধ্যাপকদের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানাবেন যেন তাঁরা কলেজে নিয়মিত পাঠদান করেন। তারপরেও যদি পরিস্থিতি না বদলায়, তাহলে ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে বিকি জানান।

> আমি কলেজের সকল অধ্যাপকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসব।
>
> **শ্যামলচন্দ্র রায়** অধ্যক্ষ

শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামল বলেন, 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা কলেজের অধ্যাপকদের টিউশন পড়ানোর বিষয়টি নিয়ে মৌখিকভাবে আমাকে জানিয়েছেন। আমি কলেজের সকল অধ্যাপকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসব।'

শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের কয়েকজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অধ্যাপক তাঁদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা ওই অভিযোগগুলি মেনে নিয়েছেন। তাঁদের মতে, টিউশন পড়ানোকে কেন্দ্র করে কলেজের পঠনপাঠন শিকেয় উঠেছে। অবিলম্বে এই ধরনের সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত।

সাপ নিয়ে খেলা, ছোবলে মৃত্যু বালিকার

বাড়ির উঠোনে খেলছিল তিন ভাইবোন। হঠাৎ তারা একটি সাপ ধরে ফেলে। বাড়ির বড়দের অলক্ষে ঘটে যায় বিপত্তি। লেজে টান পড়ায় আচমকা সাপটি ছোবল মারে আনিকার পায়ে।

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ জুলাই : মামার বাড়িতে ঘুরতে এসে বিষধর সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক নাবালিকার। তিন ভাইবোন মিলে খেলার ছলে সাপের লেজ ধরে টানাটানি করছিল। ঠিক তখনই ঘটে এই অঘটন। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীয়া গ্রামে। মৃত নাবালিকার নাম আনিকা মাহাতো (৬)। তার বাড়ি করণদিঘি থানার কামারতোর এলাকায়।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনদিন আগে মা দীপ্তি মাহাতোর সঙ্গে দুই ভাই ও আনিকা মামার বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ির উঠোনে খেলছিল তিন ভাইবোন। হঠাৎ তারা একটি সাপ ধরে ফেলে। উৎসাহে মেতে ওঠে নতুন 'খেলায়'। বাড়ির বড়দের অলক্ষ্যে সেই খেলার ছলেই ঘটে যায় বিপত্তি। লেজে টান পড়ায় আচমকা সাপটি ছোবল মারে আনিকার পায়ে। মুহূর্তের মধ্যেই অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে।

দুই ভাইয়ের চিৎকারে ছুটে আসেন পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা। ততক্ষণে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সাপটিকে জঙ্গলের দিকে ছুটে যেতে দেখে ধরে ফেলেন কয়েকজন গ্রামবাসী। একটি হাঁড়ির মধ্যে বন্দি করা হয় বিষধরকে। সঙ্গে সঙ্গে আনিকাকে নিয়ে যাওয়া হয় মহারাজা গ্রামীণ হাসপাতালে। কিন্তু অবস্থার দ্রুত অবনতি হওয়ায় চিকিৎসক তাকে রেফার করেন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। দীর্ঘক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর মেডিকেলের চিকিৎসক আনিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ছবি : এআই

মর্মান্তিক

- উঠোনে একটি সাপ দেখতে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয় তিন ভাইবোন
- সাপটির লেজ ধরে টানাটানি করে খেলা শুরু করে তিন শিশু
- আচমকা ফনা তুলে ছোট্ট আনিকার পায়ে পরপর দু'বার ছোবল মারে বিষধর

বুধবার বিকেলে ছোট্ট বালিকার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছাতেই নেমে আসে শোকের ছায়া। কান্নায় ভেঙে পড়েন শিশুটির মা দীপ্তি মাহাতো। বারবার সংজ্ঞা হারান তিনি। মেয়ের অকালমৃত্যুর খবর পেয়ে কেরলে কর্মরত বাবা রাজেশ মাহাতো বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। বুধবার দুপুরে হাঁড়িবন্দি সাপটিকে পিটিয়ে মেরে পুড়িয়ে দেন গ্রামবাসীরা।

আনিকার মামা রাম মাহাতো বলেন, 'তিনদিন আগে বোন তার তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। সাপ নিয়ে খেলার ছলেই ভাগ্নির এই মৃত্যু হয়েছে। ছোবল মারার পর সাপটিকে ধরে হাঁড়িতে রেখেছিলাম। আজ সকালে সবাই মিলে মেরে ওটাকে পুড়িয়ে দিয়েছি।' ঘটনার পর রায়গঞ্জ থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি মামলা রুজু হয়েছে।

অসম পুলিশের ভয়ে ঘরছাড়া উত্তম

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৯ জুলাই : অসম পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে, এই ভয়ে কার্যত ঘরছাড়া দিনহাটা চৌধুরীহাটের সীমান্তবর্তী গ্রাম সাদিয়ালকুঠির বাসিন্দা উত্তমকুমার ব্রজবাসী। দিনে বাড়িতে থাকলেও রাতে কখনও আত্মীয়, কখনও বা বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটাচ্ছেন উত্তম। প্রশাসনের ভরসার পরেও আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁকে। ভয় একটাই, যেভাবে নোটিশ অসম থেকে দিনহাটায় এসেছে, সেভাবে যদি অসম পুলিশও আসে তাই বাধ্য হয়ে রাত কাটাচ্ছেন বাইরে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'ভয় হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সবরকম কথা হয়েছে যাতে তারা উত্তমকে যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান করে।' দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, 'ওঁর আইনি সহযোগিতা আমরা করছি। তবে উনি অহেতুক ভয় পাচ্ছেন, কেননা অসম পুলিশ এলে আমাদের না জানিয়ে কখনোই আসবে না।'

গত বছরের ডিসেম্বরে কামরূপ ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। যা জেলা পুলিশের মাধ্যমে উত্তমের হাতে পৌঁছায়। আর সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই হইচই শুরু হয়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। এনআরসি ইস্যুকে সামনে রেখে মাঠে নেমে পড়েছে তৃণমূল। এখন রীতিমতো নিয়ম করে উত্তমের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন গ্রাম প্রধান থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। আবার প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রধান নিজেই গাড়িতে চাপিয়ে উত্তমকে নিয়ে যাচ্ছেন শহরে। কিন্তু তারপরেও যেন আশ্বস্ত হতে পারছেন না উত্তম।

দিনহাটা মহকুমা শাসকের দপ্তরে উত্তমকুমার ব্রজবাসী (মাঝে)।

বুধবার জাতিগত শংসাপত্রর কাজে উত্তম দিনহাটা মহকুমা শাসকের করণে গিয়েছিলেন। সেখানে উত্তম জানান, মঙ্গলবার রাতে তিনি বাড়িতে ছিলেন না। কেন বাড়িতে থাকছেন না? তাঁর উত্তর, 'যদি রাতে অসম পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যায়। সেকারণেই রাতে বাড়িতে থাকার সাহস পাচ্ছি না।' আজও রাতে বাড়িতে থাকবেন না বলে উত্তম জানিয়েছেন। রাজ্য প্রশাসন থেকে জেলা পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃত্ব আশ্বস্ত করার পরেও কেন আতঙ্ক কাটছে না? উত্তমের কথায়, 'মন্ত্রী ও প্রশাসন বলেছে বাংলায় এনআরসি নেই তাই ভয় নেই। কিন্তু পরিবারের প্রশ্ন যেভাবে অসম থেকে দিনহাটায় নোটিশ চলে এসেছে, যা সাত মাসেও কেউ টের পায়নি, সেভাবেই যদি অসম পুলিশ চলে আসে। সেই কারণে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছি না।'

এদিন স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা প্রধান রাধারানি বর্মনের স্বামী বাবলু বর্মন বলেন, 'আমরা উত্তমের পাশে আছি, সবরকমভাবে ওঁকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি।'

এদিকে, উত্তমের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে বিশ্ব রাজবংশী উন্নয়ন মঞ্চ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পার্থ বর্মন বলেন, 'এনআরসি'র নাম করে কোচবিহারের ভূমিপুত্রদের হয়রানি করা চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি যাতে গুরুত্ব দিয়ে দেখে সেই দাবি করা হয়েছে।'

আওয়ামী লিগ

প্রথম পাতার পর

নিপীড়ন শুরু হয়। তাঁর ঘরবাড়ি ভাঙচুর, শারীরিক নিগ্রহ তো ছিলই, এমনকি খুনের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তাঁকে। সোহেল দাবি করেন, 'আমি এলাকায় থাকলে মেরে ফেলত আমাকে। শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। আমিও সেই পথ অবলম্বন করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ভারতে প্রবেশ করেছি।'

পুলিশের কাছে সোহেল স্বীকার করেন, তাঁর অনুপ্রবেশের মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ। পুলিশ সূত্রে খবর, মধ্যরাতে চুপিসারে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকেন সোহেল। তাঁকে ঘাট এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। সোর্স মারফত নিশ্চিত হতেই হরিরামপুর থানার পুলিশ তাঁকে ঘিরে ফেলে। জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়। সোহেল জানিয়েছেন, তিনি পাবনা সদর থানার কাছারিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। আওয়ামী লিগের জেলা পরিষদের সদস্যও ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে ওপার থেকে অনুপ্রবেশ বেড়েছে। তাই তাঁরা সব সময় সজাগ থাকছেন। সন্দেহজনক কাউকে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই তৎক্ষণাৎ সেই বিষয় প্রশাসনকে জানানো হচ্ছে।

লুকোচুরির যাত্রা বক্সায়

প্রথম পাতার পর

তাহলে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার ক্ষেত্রে বাধা কেন দেওয়া হচ্ছে?

বর্ষার মরশুমে ডুয়ার্সজুড়ে পর্যটকদের সংখ্যা অনেকটাই কম থাকে। আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া, বক্সা, জয়ন্তী, কোদালবস্তি, চিলাপাতার মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলোতেও পর্যটকদের সংখ্যা এখন অনেকটাই কম। বন দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ষায় তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকায় প্রভাব পড়ে পর্যটনশিল্পে। রাজাভাতখাওয়া গেট বর্তমানে বন্ধ করা হয়েছে সেই নিয়ম মেনেই। কোনও গাড়ি এলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পর্যটক হলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এদিকে, জঙ্গলে ঢোকা নিষেধ হলেও সংলগ্ন এলাকায় তো প্রবেশে নিষেধ নেই। একেবারেই পর্যটকদের বড় গাড়ি নিয়ে ঢুকতে না দিলে আবার বক্সা, জয়ন্তী এলাকার বাসিন্দারা ক্ষতি হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। জয়ন্তীর বাসিন্দা তথা হোমস্টে মালিক শুভজ্যোতি বসুর কথায়, 'তিন মাস জঙ্গল বন্ধ। সেটা আমরা মানছি। তবে কিছু লোক নিয়ম মেনে এলে তো মানুষের অল্প হলেও উপার্জন হয়। সেটা হচ্ছে না।' তাঁর আরও অভিযোগ, সরকারি আধিকারিকরা পরিবার নিয়ে ঘুরতে আসছেন। অথচ জয়ন্তী বা বক্সা এলাকার স্থানীয় কারও বাড়িতে কোনও আত্মীয় এলেও তাঁকে গেট দিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

অন্যদিকে, বন দপ্তর বলছে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই সব কিছু করা হচ্ছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পূর্ব) দেবাশিস শর্মার কথায়, 'শুধু বক্সা নয়, গোটা দেশে তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকে। সেই নিয়ম মেনেই কাজ করা হয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আবার পর্যটকদের জন্য গেট খুলে দেওয়া হবে।' তবে গাড়ি আটকালেও অটো করে যে পর্যটকরা যাচ্ছেন, সেই নিয়ে কিছু বলতে চাননি বক্সার বনকর্তারা।

খেলা নিয়ে বচসায় রণক্ষেত্র শিলিগুড়ি

তাণ্ডবের পর। শিলিগুড়ির বাগরাকোটে। বুধবার।

রাহুল মজুমদার ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : পাড়ার ক্রিকেটে হারজিত নিয়ে বচসার সূত্রপাত। আর তাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের গণ্ডগোলে রণক্ষেত্রে হয়ে উঠল শিলিগুড়ির বাগরাকোট ও টিকিয়াপাড়া। দুই পাড়ার সংঘর্ষে একাধিক বাড়িতে চলে ভাঙচুর। ভাঙা হয় টোটো, গাড়ি। ব্যাপক ঢিলবৃষ্টিতে জখম হন বেশ কয়েকজন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে গোটা এলাকায় দফায় দফায় লাঠিচার্জ করতে হয়।

পুলিশ এলাকায় ঢুকলে তাদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে শুরু করে দুই পক্ষই। ওই সময় উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে হয় পুলিশকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে খোদ পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর সহ তিন ডেপুটি কমিশনার বিশালবাহিনী নিয়ে এলাকায় আসেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার পর টিকিয়াপাড়া এবং বাগরাকোটে পৃথকভাবে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঝামেলা পাকানোর অভিযোগে আটক করা হয়েছে ১২ জনকে।

পুলিশ কমিশনার বলছেন, 'ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে সমস্যার সূত্রপাত। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কোনও ঝামেলা বরদাস্ত করা হবে না।'

গত ২৯ তারিখ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের এক কিশোরের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা নিয়ে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ডাঙ্গিপাড়ার কয়েকজন কিশোরের ঝামেলা হয়। ওই সমস্যা মেটানোর জন্য দুই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুই পক্ষকে নিয়ে বসে আলোচনা করেন। অভিযোগ, এরপর থেকেই ডাঙ্গিপাড়ার কয়েকজন বাগরাকোটের ওই কিশোরকে হুমকি দিচ্ছিল। অভিযোগ, মঙ্গলবার দুপুরে ওই কিশোরকে নিবেদিতা মার্কেট এলাকা থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় ডাঙ্গিপাড়ার অভিযুক্তরা। সেখানে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। কোনওমতে সেখান থেকে পালিয়ে বাড়িতে আসে কিশোর। এরপর শিলিগুড়ি থানায় গিয়ে কিশোরের পরিবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে আটকও করে পুলিশ। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার শিলিগুড়ি থানার সামনে ওই কিশোরের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। শিলিগুড়ি থানার সামনে ওই সময় পথ অবরোধও করা হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মূল অভিযুক্ত সহ বাকিদের গ্রেপ্তার না করা হলে শিলিগুড়ি অচল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

অবস্থান বিক্ষোভ শেষ হওয়ার পরই ওই কর্মসূচিতে থাকা কয়েকজন তরুণ টিকিয়াপাড়ায় ঢুকে শিশু, মহিলাদের নির্বিচারে মারধর করে এবং ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। রেললাইন থেকে পাথর তুলে একের পর এক বাড়িতে ঢিল ছোড়া হয়। এর জেরে শিশু, মহিলা সহ বেশ কয়েকজন আহতও হয়। খবর পেয়ে প্রথমে শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরপর দ্রুত আসেন থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। কিন্তু ততক্ষণে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায় এবং টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দারা একজোট হয়ে এসে লাইন পার করে বাগরাকোটে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং ঢিল ছুড়তে থাকে। ওই সময় ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দেখা ছাড়া পুলিশের আর কোনও উপায় ছিল না। মিনিট ১৫ পুলিশকে বাড়তি ফোর্সের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ততক্ষণে দুই পক্ষের মধ্যে লাঠিসোঁটা নিয়ে মারপিট চলতে থাকে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল, গুলি চলল

প্রথম পাতার পর

প্রথমে বাদানুবাদ হওয়ার পর পাটকাপাড়া হাটখোলায় একটি সালিশি বৈঠক ডাকে তৃণমূল। সেখানেই শুরু হয় মারপিট।

অবশ্য জেলার বেশিরভাগ চা বাগানে এদিন দিব্যি কাজ হয়েছে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের গোপালপুর জয়বীরপাড়া, নাংডালা চা বাগানগুলিতে শ্রমিকদের কাজ করতে দেখা গিয়েছে। সর্দার পদে কর্মরত নাংডালার মনোজ লোহার বলছিলেন, 'ধর্মঘটের ইস্যুগুলিকে আমরা সমর্থন করি। আমাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি চালুর দাবিতেই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। কিন্তু কাজ না করলে মালিক টাকা দেবে না। এমনিতেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে নামমাত্র মজুরি পাই। সেটাও বন্ধ হয়ে গেলে খাব কী?' একই ছবি তোর্ষা চা বাগানেও। ওই চা বাগানের শ্রমিক হিমা ছেত্রী বলছিলেন, 'দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর বাগান খুলেছে। মজুরিও নিয়মিত পাচ্ছি। তাই কাজ বন্ধ রাখার কথা ভাবতেও পারি না।'

ইউটিইউসির রাজ্য সভাপতি নির্মল দাসের দাবি, ধর্মঘট নিয়ে আলিপুরদুয়ারের চা বলয়ের আনাচে-কানাচে প্রচার করা হয়েছিল। তিনি নিজেই ২৯টি চা বাগানে প্রচারে গিয়েছিলেন, দাবি নির্মলের। এদিকে, কুমারগ্রামের একাধিক চা বাগানের শ্রমিকরা জানালেন, তাঁরা ধর্মঘটের বিষয়টি জানতেনই না। যেমন সংকোশ চা বাগানের মিনা ওরাওঁ, ফুলো খাড়িয়া, রুপালি ওরাওঁদের বক্তব্য, তাঁদের কেউ ধর্মঘটের কথা জানায়নি। একই কথা কুমারগ্রাম চা বাগানের পুষ্পা ওরাওঁ, কিরমানি মাহালি, করিনা মাহালিদের। ধর্মঘটের প্রভাব পড়েনি নিউল্যান্ডস চা বাগানেও।

চা বলয়ে ধর্মঘট যে সর্বাত্মক হয়নি, তা মানছেন সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিকাশ মাহালিও। তবে তৃণমূল এবং বিজেপি মঙ্গলবার রাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্দেশ দেওয়াতেই শ্রমিকরা একপ্রকার চাপে পড়ে বুধবার কাজ করতে গিয়েছেন, অভিযোগ বিকাশের। এদিকে, তৃণমূলের কালচিনির ব্লক সভাপতি অসীমকুমার লামা বলেন, 'কর্মনাশা ধর্মঘটের রাজনীতি অনেকদিন আগেই প্রত্যাখ্যান করেছেন বাংলার মানুষ।'

সবুজ লর্ডসে আজ

ভারত বনাম ‘নয়া’ বাজবল

লন্ডন, ৯ জুলাই : চললে পঞ্চা। না চললে পাঁচু!

কলকাতা ময়দানে বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যাওয়া আপ্তবাক্য। এই আপ্তবাক্যের সঙ্গে কোথাও যেন অদ্ভুত মিল বেন স্টোকসের ইংল্যান্ড দলের। আরও স্পষ্ট করে বললে, কাল থেকে লর্ডসে শুরু হতে চলা অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের তিন নম্বর টেস্টের আগে তরুণ ভারতের বিরুদ্ধে ‘নয়া’ বাজবলের প্রেক্ষিতটাই বদলে গিয়েছে।

হেডিংলেতে বোঝা যায়নি। এজবাস্টনেও যে বোঝা গিয়েছিল, এমন নয়। কিন্তু বার্মিংহাম থেকে দুই দল লন্ডন পৌঁছানোর পরই ইংল্যান্ডের ভোলবদল। আরও স্পষ্ট করে বললে, বাজবলের ভোলবদল। পছন্দের পিচের আবদার। ঘরের মাঠে ফ্ল্যাট পিচ ছেড়ে এবার সবুজের সমারোহে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা। শুধু তাই নয়, প্রায় সাড়ে চার বছর পর জোফ্রা আর্চারের মতো জোরে বোলারকে প্রথম একাদশে ফিরিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে আগাম ‘বার্তা’ দেওয়ার পরিকল্পনা। গতিতে ভারতীয় ব্যাটারদের চাপে ফেলার পরিকল্পনা।

লর্ডসের সবুজ বাইশ গজে আর্চারের গতি ভারতীয় ব্যাটারদের কতটা সমস্যায় ফেলবে, সময় তার জবাব দেবে। এমন পরিকল্পনা বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে, তার পূর্বাভাস আগাম করা কঠিন। কারণটা ক্রিকেটীয়। সৌজন্যে স্বপ্নের ফর্মে থাকা টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং। কিন্তু তার আগে ‘দ্য হোম অফ ক্রিকেট’-এর বাইশ গজে বিস্তর টাটকা, সবুজ ঘাস ছেড়ে রেখে স্টোকসরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, এজবাস্টনের ধাক্কায় ইংরেজদের ‘আঁতে ঘা’ লেগেছে। যার পরিণাম কী হতে পারে, সময় বলবে। কিন্তু ১-১ অবস্থায় থাকা ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট খেলা শুরুর আগেই জমজমাট আসরের ইঙ্গিত দিচ্ছে। হেডিংলে, এজবাস্টনের মতো লন্ডনেও এখন প্রবল গরম। স্থানীয়দের মতে, তাপপ্রবাহ চলছে লন্ডনে। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট ম্যাচের পাঁচ দিনই এমন আবহাওয়া থাকবে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। কিন্তু তারপরও লর্ডসের বাইশ গজের সবুজের সমারোহ প্রবল গরমের কারণে কতটা বজায় থাকবে, তা নিয়েও জল্পনা চলছে ক্রিকেটমহলে।

স্টোকসদের সংসারের বদলে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে বিরাট মাথাব্যথা রয়েছে, এমন নয়। কিন্তু লর্ডসের সবুজ পিচ দেখার পর চার জোরে বোলার খেলানোর একটা পরিকল্পনা টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে ঘুরছে। এজবাস্টন টেস্টে বিশ্রাম নিয়ে তরতাজা হয়ে জসপ্রীত বুমরাহ আগামীকাল লর্ডসে ফিরছেন। মনে করা হচ্ছে, প্রসিধ কৃষ্ণাকে প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে হবে। আর বুমরাহর সঙ্গে বাংলার আকাশ দীপ নতুন বল ভাগ করে নেবেন। তিন নম্বর জোরে বোলার হিসেবে মহম্মদ সিরাজ থাকছেন দলকে ভরসা দেওয়ার জন্য। লর্ডসের বাইশ গজে সবুজের সমারোহের কারণে সম্ভবত দুই স্পিনারের স্ট্র্যাটেজি থেকে সরতে পারে টিম ইন্ডিয়া। কোচ গৌতম গম্ভীরের পছন্দের, আস্থাভাজন ওয়াশিংটন সুন্দরকে হয়তো বসতে হবে। তাঁর পরিবর্তে বাঁ হাতি জোরে বোলার অর্শদীপ সিংকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরও একটি বিকল্প পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতীয় দলের অন্দরের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, ওয়াশিংটনকে বসিয়ে বি সাই সুদর্শনকে ফেরানোর ভাবনাও রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত কি শুভমান গিলের ভারত চার পেসারে প্রথম একাদশ নামাবে লর্ডসে? প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় গতকালই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছিলেন, লর্ডসের পিচ পুরো সবুজ হলে ভারত চার পেসার খেলাক। শুভমান কি মহারাজের বার্তা নিয়ে ভাবছেন? জবাব নেই আপাতত। ইংল্যান্ড যেমন প্রতিটা টেস্ট ম্যাচের আগে তাদের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিচ্ছে, শুভমানের ভারত সেই পথে হাঁটেনি এখনও। তার আগে ব্যাটারদের র‌্যাংকিংয়ে দুই দলেই উন্নতির সুখবর রয়েছে। এজবাস্টনে শতরান করে ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক টেস্ট ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছেন। টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক শুভমান এজবাস্টন টেস্টের দুই ইনিংস মিলিয়ে ৪৩০ রান করার পর ব্যাটারদের র‌্যাংকিংয়ে ১৫ ধাপ এগিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এসেছেন।

এমন সাফল্যের আবহের মাঝে লর্ডসের পরিসংখ্যান টিম ইন্ডিয়ার জন্য তেমন স্বস্তির বার্তা দিচ্ছে না। পরিসংখ্যান বলছে, লর্ডসে মোট ১৯টি টেস্ট খেলে ভারতের জয় মাত্র তিনটি। হার ১২টি টেস্টে। ড্র চার টেস্টে। অতীতের খারাপ পরিসংখ্যান কি শুভমানের নয়া ভারত বদলে দেবে? নাকি বাজবলের ভোলবদল প্রভাব বিস্তার করবে চলতি সিরিজের বাকি টেস্টে?

জল্পনাটা ক্রমশ বাড়ছে।

ইংল্যান্ড বনাম **ভারত**

তৃতীয় টেস্ট আজ থেকে

সময় : দুপুর ৩.৩০ মিনিট

স্থান : লন্ডন

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ব্যাটিং অনুশীলনে ভারতের নতুন রানমেশিন শুভমান গিল। বুধবার লর্ডসে।

আন্ডারআর্ম ড্রিলেই

সাফল্য গিলের রহস্য ফাঁস বাটলারের

লন্ডন, ৯ জুলাই : প্রিয় বিনা নোটিশে অধিনায়কের গুরুভার।

চাপে ভেঙে পড়া নয়, একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্বের উদাহরণ রাখছেন। যে সাফল্যের হাত ধরে দাপট আইসিসি টেস্ট র‌্যাংকিংয়েও। প্রথমবারের জন্য সেরা দশে শুভমান গিল। ২১তম স্থান থেকে ১৫ ধাপ এগিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এসেছেন।

একঝাঁক রেকর্ডের সামনে শুভমান

চলতি অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফিতে ৪ ইনিংসে ৫৮৫ রান করে ফেলেছেন টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিল। হাতে রয়েছে আরও ছয়টি ইনিংস। শুভমান কোন কোন রেকর্ড চলতি সিরিজে ভাঙতে পারেন একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

৫৯৩ ইংল্যান্ডে ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে এক টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ৫৯৩ রান করেছিলেন বিরাট কোহলি। যা শুভমানের পেরোতে প্রয়োজন ৯ রান।

৬০২ রাহুল দ্রাবিড় ইংল্যান্ডে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক ৬০২ রান (২০০২ সালের সিরিজে) করেছিলেন। আর ১৮ রান করলে দ্রাবিড়কে পেরিয়ে যাবেন গিল।

৬৫৫ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক টেস্ট সিরিজে ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ৬৫৫ রান রয়েছে কোহলির। শুভমানের প্রয়োজন আর ৭১ রান।

৭১২ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক টেস্ট সিরিজে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক ৭১২ রান করেছেন যশস্বী জয়সওয়াল। তাঁকে পেরোতে ১২৮ রান দরকার শুভমানের।

৭৩২ সুনীল গাভাসকার ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ৭৩২ রান করেছিলেন। তাঁকে টপকাতে শুভমানের ১৪৮ রান দরকার।

৭৭৪ ভারতীয়দের মধ্যে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ৭৭৪ রান রয়েছে গাভাসকারের। তাঁকে পেরোতে শুভমানের প্রয়োজন ১৯০ রান।

৮১০ বিশ্বে অধিনায়কদের মধ্যে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ৮১০ করেছিলেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যান। রেকর্ড ভাঙতে শুভমানের চাই ২২৬ রান।

৯৭৪ একটি টেস্ট সিরিজে বিশ্বে সর্বাধিক ৯৭৪ রানের নজির রয়েছে ব্র্যাডম্যানের। তাঁকে পেরোতে শুভমানকে ৩৯০ রান করতে হবে।

যশস্বী জয়সওয়াল (চার) ও ঋষভ পন্থ (আট) প্রথম দশে থাকলেও নজরে অধিনায়ক শুভমানও।

ভারতীয় ক্রিকেটমহলই শুধু নয়, নাকউঁচু ব্রিটিশরাও মজে শুভ-ম্যানিয়ায়। প্রথম দুই টেস্টে ইতিমধ্যেই ৫৮৫ রান করে ফেলেছেন। বার্মিংহাম টেস্টেই শুধু ৪৩০! মার্ক রামপ্রকাশের মতে, ভারতীয় দলে শুধু বিরাট কোহলির জুতোয় পা রাখেনি, দ্রুত ‘ফ্যাব ফোরে’ বিরাটের জায়গাও নিয়ে নেবে শুভমান। চোখধাঁধানো স্কিল, সাফল্যের অসম্ভব খিদে দ্রুত সেরাদের জায়গায় পৌঁছে দেবে।

গর্বিত ‘গুরু’ যুবরাজ সিং। যুবির ‘ইউউইক্যান’ (ক্যানসার নিয়ে) সংস্থার তরফে লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক চ্যারিটি অনুষ্ঠানে শুভমান সহ পুরো ভারতীয় দল হাজির ছিল। যেখানে যুবরাজ বলেছেন, ‘অবিশ্বাস্য ব্যাটিং, দুর্দান্ত নেতৃত্ব। ওর জন্য গর্বিত। নিশ্চিত, ওর বাবাও খুব গর্বিত হবে। বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আরও অনেক শতরান অপেক্ষা করছে শুভমানের জন্য।’

যুবরাজের মতে, মাথা উঁচু করে দল সামলাচ্ছে। একটা টেস্টেই চারশো প্লাস রান গর্বের। গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের প্রশংসাও করলেন। অনভিজ্ঞতার বাঁধা সরিয়ে তরুণ ব্রিগেডকে যেভাবে একত্রিত করেছে, তা প্রশংসনীয়। আশাবাদী, সিরিজ জিতেই ফিরবে।

বার্মিংহামের ঐতিহাসিক জয় প্রসঙ্গে যুবি বলেছেন, ‘প্রশংসনীয় দলগত পারফরমেন্স। মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপের অসাধারণ বোলিং। রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থও খুব ভালো ব্যাটিং করল। আকাশের জন্য বিশেষ করে খুশি। ওর বোন ক্যানসার আক্রান্ত। দেখা হলে আকাশকে জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা জানাব।’

আইপিএল সতীর্থ, অধিনায়ককে নিয়ে উচ্ছ্বসিত জস বাটলারও। পডকাস্ট শোয়ে জানান, যা করতে চাইছেন, তাতেই সোনা ফলাচ্ছেন শুভমান। এরপর গিলের সাফল্যের রহস্য ফাঁস করে বাটলার বলেছেন, ‘আইপিএলে ওর সঙ্গে বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছি। বেসিক ড্রিলে অত্যন্ত জোর দেয়। বিশেষত, আন্ডারআর্ম ড্রিলে। অনেকে ভাবতেই পারেন, টেস্ট ক্রিকেটারের আন্ডারআর্ম ড্রিলের কী প্রয়োজন। এর নেপথ্যে মূলত মাসল-মেমোরি, যথা সম্ভব দেরি করে শট খেলা, সঠিক পজিশনে গিয়ে শট নেওয়ার ভাবনা। প্র্যাকটিসে নিয়মিত এর ওপর জোর দেয় শুভমান। সুফল সবার সামনে। ইংল্যান্ডের সমর্থক হিসেবে আশা করব, এই ফর্মে যেন ব্রেক লাগানো যায়।’

৪ বছর পর ইংল্যান্ডের টেস্ট একাদশে ফিরে খোশমেজাজে জোফ্রা আর্চার।

কড়া প্রত্যাঘাতের হুংকার স্টোকসের

লন্ডন, ৯ জুলাই : হেডিংলেতে বাজবলের জয়।

বার্মিংহামে বাজবলের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে ইতিহাস ভারতের। স্কোরলাইন ১-১। লর্ডসের তৃতীয় টেস্টে টাই ভাঙার পালা। আগামীকাল যে দ্বৈরথে নামার আগে শুভমান গিল ব্রিগেডের উদ্দেশে হুংকার বেন স্টোকসের। কড়া প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি। লক্ষ্যপূরণে অস্ত্র হতে চলেছেন জোফ্রা আর্চার। প্রথম দুই টেস্টের প্রথম এগারোয় একটাই পরিবর্তন-জোশ টাঙ্গের বদলে আর্চার।

একুশের ফেব্রুয়ারিতে শেষ টেস্ট। চোট-আঘাতে চার বছর মাঠের বাইরে। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে একটা ম্যাচ খেলেই টেস্ট দলে ফেরা। স্পিডস্টারের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও প্রত্যাঘাতের ম্যাচে আর্চারকেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা। ১৩টি টেস্টে ৩১.০৪ গড়ে ৪২ উইকেট, পরিসংখ্যান আহামরি না হলেও সুইং আর গতিতে ব্যাটারদের অস্বস্তিতে ফেলার রসদ রয়েছে।

গিলদের জন্য ‘অস্ত্র’ আর্চার

ক্রিকেট মক্কায় গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈরথে নামার আগে স্টোকসের গলাতে সেই স্বস্তি। শুভমানদের রান-উৎসবে ব্রেক লাগানোর আত্মবিশ্বাস নিয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক জানান, প্রতিটি ভারতীয় ব্যাটারকে নিয়েই পরিকল্পনা রয়েছে। বাড়তি নজর থাকবে দারুণ ছন্দে থাকা গিলের ওপর। ভরসা জোগাচ্ছেন আর্চার। স্টোকস বলেছেন, ‘আমরা উত্তেজিত। জোফ্রা এবং ইংরেজ সমর্থকদের জন্য দারুণ খবর। লম্বা সময় পর টেস্ট আঙিনায় ফিরছে। টানা চোটের ধাক্কা কাটিয়ে যেভাবে প্রত্যাবর্তন ঘটছে ,তারিফযোগ্য। সবাই মুখিয়ে ওর ফেরার অপেক্ষায়।’

ভারতীয় দলের শক্তি, দক্ষতাকে সমীহ করলেও নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী। স্টোকস বলেছেন, ‘হেডিংলেতে আমরা দাপট দেখিয়েছি। গত ম্যাচে ওরা। ভালো দুই দলের লড়াইয়ের প্রতিফলন বাইশ গজে। আমরা এগিয়ে, এভাবে দেখতে রাজি নই। প্রতিপক্ষ যে হোক, বরাবর সম্মান দিয়ে থাকি। কড়া প্রত্যাঘাতের লক্ষ্য নিয়ে লর্ডসে নামব এবং নিশ্চিতভাবে জয়ের জন্য ঝাঁপাব।’

প্রথম দুই টেস্টে পাটা পিচের থিওরি ছেড়ে লর্ডসে প্রাণবন্ত, বাউন্সি উইকেট। আর্চারের প্রত্যাবর্তন স্টোকসদের আশ্বস্ত করলেও চিন্তায় রাখবে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপকে নিয়ে গড়া ভারতের সম্ভাব্য পেস ব্রিগেড। বার্মিংহামে বুমরাহকে ছাড়াই বাজবলকে চূর্ণ করেছে সিরাজ-আকাশ। লর্ডসে আবার বিশ্রাম নিয়ে ফিরছেন তরতাজা বুমরাহ।

২০২১ সালের সফরে লর্ডসে ইংল্যান্ড বধে সিরাজ-বুমরাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। আগামীকাল শুরু দ্বৈরথে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার আগে বাড়তি অক্সিজেন হ্যারি ব্রুকের জন্য। সতীর্থ জো রুটকে পিছনে ফেলে টেস্ট র‌্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে ব্রুক। লর্ডসে কি পালটা দেবেন রুট? ভারত-বধের লক্ষ্যপূরণের মাঝে যা অন্যতম আকর্ষণও।

লর্ডসের পিচকে পাত্তা দিচ্ছেন না ঋষভ

লন্ডন, ৯ জুলাই : জমে উঠেছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের সিরিজ। হেডিংলেতে ভালো খেলার পরও টিম ইন্ডিয়ার হার। এজবাস্টনে দুর্দান্ত খেলে সিরিজে প্রত্যাবর্তন। নিট ফল, ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের ফল আপাতত ১-১।

এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার থেকে লর্ডসে শুরু হচ্ছে সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। তার আগে লর্ডসের সবুজ বাইশ গজ নিয়ে চলছে চর্চা। টিম ইন্ডিয়ার তরফে লর্ডসের সবুজ পিচকে পাত্তাই দেওয়া হচ্ছে না। আজ বিকেলে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভারতীয় দলের মানসিকতা। দল হিসেবে চলতি সিরিজে ভারতীয় ব্যাটাররা স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। তাই বিলেতের মাঠের পিচ সবুজ থাকল কি না, তা নিয়ে খুব একটা ভাবতে চাইছেন না ঋষভ। ভারতীয় সহ অধিনায়কের কথায়, ‘দল হিসেবে মাঠে নামার আগে আমরা নিজেরা যে পরিকল্পনা করি, সেটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। বিপক্ষ দল কী ভাবল, তাদের কী পরিকল্পনা, এসব বিষয়কে খুব একটা পাত্তা দিই না আমরা।’

পরিসংখ্যান বলছে, এজবাস্টন টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে এক হাজারের বেশি রান করেছে টিম ইন্ডিয়া। তাই স্বাভাবিকভাবেই পন্থের কথায় দলের অন্দরের আত্মবিশ্বাসই সামনে আসছে। আর সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে পন্থ আজ জানিয়ে দিয়েছেন, জসপ্রীত বুমরাহ লর্ডস টেস্টে খেলবেন। ঋষভের কথায়, ‘দল হিসেবে আমরা জানি টেস্ট ম্যাচ জিততে গেলে ব্যাটারদের যেমন রান করতে হবে। তেমনই আমাদের বোলারদের ২০টি উইকেট নিতে হবে। হতে পারে চলতি সিরিজে এখনও পর্যন্ত ইংল্যান্ডের তরফে আমাদের জন্য ভালো উইকেট দেওয়া হয়েছে। আমরা সেটা কাজে লাগিয়েছি। এই ছন্দ আমরা ধরে রাখতে চাই। তাছাড়া বুমরাহ ফেরায় আমাদের বোলিং শক্তিও আগের তুলনায় বাড়বে।’ এজবাস্টনে বুমরাহকে ছাড়াই ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। এমন অবস্থায় বুমরাহ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে ঋষভ বলেছেন, ‘বুমরাহ বল হাতে কতটা নিখুঁত, আমরা জানি। ওর বলে কিপিং করা একটা চ্যালেঞ্জ। ব্যাটারদের জন্য বুমরাহ সবসময় চাপ তৈরি করে। লর্ডসে সেভাবেই আমরা বুমরাহকে দেখতে পাব।’

গতকাল ঋষভ গিয়েছিলেন উইম্বলডনে। সেখানে জমিয়ে খেলাও দেখেছেন তিনি। লন টেনিস তিনি বরাবরই উপভোগ করেন। নোভাক জকোভিচ-কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াদের দেখেই তিনি বাইশ গজে ব্যাট হাতে রকমারি শট খেলেন বলেও জানিয়েছেন। ঋষভের কথায়, ‘আমি মাঠে সবসময় খেলাটা উপভোগ করি। সেভাবেই টেনিস খেলাটাও উপভোগ করি। আসলে টেনিস দেখেই এমন নানা শট ক্রিকেট মাঠে খেলার চেষ্টা করি।’ বাইশ গজে কিপিংয়ের সময় অনর্গল কথাও বলে যান তিনি। কেন? ঋষভের কথায়, ‘ছোটবেলার কোচ প্রয়াত তারক সিনহা বলতেন, মাঠে খেলার সময় সতর্ক থাকার কথা। সঙ্গে আমার মনে হয়, সতর্ক থাকার পাশে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলে কাজটা সহজ হয়ে যায়। সেই চেষ্টাও সবসময় করে যাই আমি।’

তৃতীয় টেস্টে নামার আগে কিপিং স্কিল ঝালিয়ে নিচ্ছেন ঋষভ পন্থ। বুধবার।

পন্থের ব্যাটিং নিয়ে দাবি অশ্বীনের

‘গিলি নয়, ব্যাটারদের সঙ্গে তুলনা হোক’

চেন্নাই, ৯ জুলাই : কখনও মহেন্দ্র সিং ধোনি, কখনও বা অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।

কিংবদন্তি দুই উইকেটকিপার-ব্যাটারের সঙ্গে বারবার তুলনা হয়েছে ঋষভ পন্থের। চলতি সিরিজের প্রথম ম্যাচে জোড়া শতরানের পর সেঞ্চুরিতে ধোনিকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। সামনে এবার গিলক্রিস্ট। পরিসংখ্যান বলছে প্রথম ৪৫ টেস্ট ধরলে শতরানে গিলি এবং পন্থ একই বিন্দুতে। দুজনেরই ৮টি করে সেঞ্চুরি।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন যদিও গিলির সঙ্গে ঋষভের তুলনায় রাজি নন। যুক্তি, আগ্রাসনে হয়তো দুজনে একই ধরনের।

অনুশীলনের ফাঁকে অজিত আগরকারের সঙ্গে ঋষভ পন্থ।

কিন্তু রক্ষণের দিক থেকে গিলির থেকে অনেকটাই এগিয়ে ঋষভ। অশ্বীন বলেছেন, ‘ঋষভ নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত প্লেয়ার। অনেকে ওর সঙ্গে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের তুলনা করে। তবে ও কখনই গিলক্রিস্ট নয়। কারণ, গিলির রক্ষণ খুব ভালো ছিল না। সেখানে ঋষভের রক্ষণ বিশ্বমানের। আমার মতে, ঋষভের সঙ্গে সেরা ব্যাটারদের তুলনা হওয়া উচিত, গিলক্রিস্টের সঙ্গে নয়।’

সেনা দেশে (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) প্রথম এশীয় উইকেটকিপার হিসেবে ২০০০ টেস্ট রানের কীর্তি গড়েছেন ঋষভ। ইংল্যান্ডের মাটিতে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরির নজিরও ঋষভের নামের পাশে। অশ্বীনের মতে, শুধু রান করা নয়, ঋষভের আগ্রাসী ব্যাটিং দলের স্কোরিং রেট যেমন বাড়িয়ে দেয়, তেমনই চাপ তৈরি করে প্রতিপক্ষ বোলারদের ওপর।

অশ্বীনের বিশ্বাস, আরও বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে ঋষভের জন্য। বলেছেন, ‘চাইব নিজের দক্ষতার পুরোদস্তুর প্রতিফলন ঘটাক বাইশ গজে। আমাদের ও বিনোদন করুক। কিন্তু একই সঙ্গে দলের প্রয়োজনে নিজেকে মেলে ধরতে হবে। এখন ও আর নতুন নয়। চাইব নিজের জন্য নিজের মান, দক্ষতা অনুযায়ী বাকিদের সামনে বেঞ্চমার্ক তৈরি করুক ঋষভ।’

> বাজবল কী? এটা আসলে ইংল্যান্ডের ওপর নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট স্টাইলের প্রয়োগ। নিউজিল্যান্ডে প্রথম সেশনে পিচ ভিজে থাকে। বাকি দিনে তুলনামূলক পাটা। পঞ্চম দিনে তো ব্যাটিং স্বর্গ। ইংল্যান্ডের পিচ, ইংলিশ কন্ডিশন সেখানে আলাদা।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

এদিকে ‘বাজবল’-কেও একহাত নিলেন অশ্বীন। দাবি, ইংল্যান্ডের মূল সমস্যা বাজবলই। ইগো-ফিগো কিছু নয়। ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ‘বাজবল কী? এটা আসলে ইংল্যান্ডের ওপর নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট স্টাইলের প্রয়োগ। নিউজিল্যান্ডে প্রথম সেশনে পিচ ভিজে থাকে। বাকি দিনে তুলনামূলক পাটা। পঞ্চম দিনে তো ব্যাটিং স্বর্গ। ইংল্যান্ডের পিচ, ইংলিশ কন্ডিশন সেখানে আলাদা। সিম, সুইং মুভমেন্ট বরাবর নির্ণায়ক ফ্যাক্টর হয়। জেমস অ্যান্ডারসন, স্টুয়ার্ট ব্রডরা বছরের পর বছর যা কাজে লাগিয়েছে। সেখানে পাটা পিচ বানিয়ে বাজবলের থিওরি চালাতে গিয়ে নিজেদের সমস্যায় ফেলছে ইংল্যান্ড।’

দুইদিন আগেই দাড়িতে রং করেছি : বিরাট

লন্ডন, ৯ জুলাই : ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ। ব্রিটিশ রাজধানীতে ক্যানসারজয়ী যুবরাজ সিংয়ের ডাকে রীতিমতো চাঁদের হাট। কেভিন পিটারসেন, বিরাট কোহলি, ক্রিস গেইল, ড্যারেন গফ থেকে ভারতের পুরো দল। ‘ইউউইক্যান’ সংস্থার তরফে ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুবরাজ। ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন।

যুবরাজের ডাকে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানে হাজির বিরাট কোহলি আবার মুখ খুললেন তাঁর টেস্ট অবসর নিয়ে। হেঁয়ালির ছলে বলেন, চারদিন পরপর দাঁড়িতে কলপ করতে হচ্ছে। দুইদিন আগেই রং করেছেন দাঁড়িতে। যা বুঝিয়ে দেয়, টেস্ট ফরম্যাটে সময় শেষ, এবার থামা দরকার। ভিতর থেকে আসা যে ডাকে, দশ হাজার রানের মাইলস্টোন থেকে মাত্র ৭৭০ রান দূরেই টেস্টকে বিদায়।

১২৩টি টেস্টের মধ্যে ৬৮টিতে অধিনায়কের গুরুভার সামলেছেন। রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে জুটি বেঁধে বিদেশের

টেস্ট-সাফল্যে শাস্ত্রীকে কৃতিত্ব

মাটিতে বিজয়রথ ছুটিয়েছেন। স্মৃতিচারণে শাস্ত্রীর কথাও বিরাটের মুখে। বলেছেন, ‘আমি যদি ওর সঙ্গে কাজ না করতাম, তাহলে যে সাফল্য পেয়েছি, তা পেতাম না। আমাদের ভাবনার মধ্যে স্বচ্ছতা ছিল, যা সহজে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সাংবাদিক সম্মেলনে আমার দিকে ধেয়ে আসা গোলাগুলির সামনে সবসময় বুক পেতে দিয়েছে।’ ২০১১ ওডিআই বিশ্বকাপে যুবরাজ টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার হন। যে দলে নতুন মুখ ছিলেন বিরাট। কোহলি বলেছেন, ‘মাঠ ও মাঠের বাইরে অনেক দুর্দান্ত মুহূর্ত কাটিয়েছি আমরা। জাতীয় দলে খেলার সময় ভাজ্জিপা (হরভজন সিং), জাহির খানকে পেয়েছি। প্রত্যেকেই পরামর্শ দিয়েছে, যা কাজে লেগেছে। বিশ্বকাপে যুবি পাজিকে দেখা স্পেশাল। তারপর ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ এবং চ্যাম্পিয়নের মেজাজে ফেরা। বরাবরই যাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।’

লন্ডনে এক অনুষ্ঠানে যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে বিরাট কোহলি।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ Aryamaan Guha (স্বপ্ন) : Happy 14th Birthday, My Son – My Rain-Born Gift. Today, as you step into adolescence – curious, courageous, and full of quiet fire – I see the boy who becoming a young man ready to shape his own path. I celebrate YOU. Mamma & Baba.

কলকাতায় ফিরতে মুখিয়ে ম্যাকলারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুলাই : তাঁর সামাজিক মাধ্যমে চোখ রাখলেই এখন দেখা যায় ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে ব্যস্ত জেমি ম্যাকলারেন।

সিনিয়ার দলের মরশুম কবে শুরু হবে, তা এখনও পরিষ্কার নয়। কবে অগাস্টের প্রথমেই প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি শুরু হওয়ার কথা। তবে তার দিনদুয়েক আগেই ম্যাকলারেন নিজে যদি এসে পড়েন তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ২৯ জুলাই তাঁর জন্মদিন। কাকতালীয়ভাবে সেদিনটা আপামর মোহনবাগানীদের কাছেও বিশেষ দিন। এর আগেরবার ওইদিনেই কলকাতায় পা রাখেন জেমি। এবারও যে তিনি ফেরার জন্য ছটফট করছেন সেই কথা ক্লাবের কাছে কবুল করেছেন তিনি। বলেছেন, 'ফের সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে মাঠে ফিরতে মুখিয়ে আছি। গত বছরের মতো সাফল্য বজায় রাখাই লক্ষ্য। আমাদের ওই একই মান বজায় রাখতে হবে। জার্সির গর্ব ধরে রাখতেই হবে। আর তর সইছে না আমার।' আর এর কারণ যে ক্লাবের হাজার হাজার সমর্থক, সেকথা বলতে কোনও দ্বিধা করেননি এ লিগের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা।

তিনি বলেই দেন, 'আমাদের প্রতিপক্ষ ক্লাবগুলির পক্ষে কলকাতায় খেলা কঠিন। এর বড় কারণ হল আমাদের সমর্থকরা। একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাট হাজার মানুষ গলা ফাটালে আমাদের নিজেদের যেমন খেলার ইচ্ছাশক্তি একলাফে বেড়ে যায় তেমনি প্রতিপক্ষ চাপে পড়ে।' ক্লাবের প্রতি সমর্থকদের ভালোবাসার প্রতিও গভীর শ্রদ্ধাশীল জেমি। জানিয়ে দেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেভাবে ক্লাবের প্রতি আবেগ বয়ে নিয়ে চলেছেন তা তাঁকে অবাক করেছে, 'যখন এখানে সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলি তখন ক্লাবের প্রতি ওদের গভীর অনুভূতির কথা অবাক হয়ে শুনি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই ক্লাবের সমর্থক। প্রায় দেড়শো বছরের কাছাকাছি একটা পরিবার একই ক্লাবের সমর্থক, এমনটা দেখা যায় না। অস্ট্রেলিয়াতেও এমনটা দেখিনি। এইজন্যই কলকাতায় আরও দীর্ঘদীন খেলতে চাই।'

মেয়ের সঙ্গে ছুটির মেজাজে জেমি ম্যাকলারেন।

শেষপর্যন্ত তিনি কতদিন খেলবে সেটা সময়ই বলবে। তবে আপাতত প্রিয় 'মেকা' যে আরও বেশি গোলের লক্ষ্য নিয়ে ফিরতে চলেছেন, এটাই আপাতত স্বস্তি সমর্থকদের।

এবার মুখ খুললেন দয়াল

গাজিয়াবাদ, ৯ জুলাই : যশ দয়ালের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন গাজিয়াবাদের এক মহিলা। অভিযোগ পেয়ে সোমবার গাজিয়াবাদ থানায় দয়ালের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। এবার নিজের সপক্ষে মুখ খুললেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর

পেসার। খুলদাবাদ পুলিশ স্টেশনে তিন পাতার অভিযোগপত্রে দয়াল বলেছেন, ইনস্টাগ্রামে তাঁদের পরিচয় হয়। সম্পর্ক এগোনোর পর মহিলা চিকিৎসার খরচ, কেনাকাটার অজুহাতে তাঁর থেকে লক্ষাধিক টাকা ধার নিয়েছিলেন। যা এখনও ফেরত দেননি। যশের আরও দাবি, তাঁর ল্যাপটপ ও আইফোনও চুরি করেছেন ওই মহিলা। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণা, চুরি ও মানহানির মামলা দায়ের করতে চান যশ।

গ্রেপ্তার এইচসিএ প্রধান

হায়দরাবাদ, ৯ জুলাই : হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার (এইচসিএ) প্রধান জগনমোহন রাওকে বুধবার গ্রেপ্তার করল সিআইডি। চলতি বছরের আইপিএলে টিকিট বরাদ্দ এবং হায়দরাবাদ সংস্থার অভ্যন্তরীণ কাজকর্মে অনিয়মের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল জগনকে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে অভিযোগ করা হয়, ২৭ মার্চ হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে কর্পোরেট বক্স বন্ধ করে রেখে অতিরিক্ত টিকিটের জন্য চাপ দিয়েছিল এইচসিএ। যা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, ফ্র্যাঞ্চাইজি ও সংস্থার মধ্যে হওয়া টিকিট সংক্রান্ত চুক্তি (মোট দর্শক আসনের ১০ শতাংশ প্রাপ্য সংস্থার) লঙ্ঘন করে।

লাল-হলুদে রায়না

কলকাতা, ৯ জুলাই : মার্তণ্ড রায়নার যোগ দেওয়ার খবরে সিলমোহর দিল ইস্টবেঙ্গল। রাজস্থান ইউনাইটেড থেকে ৩ বছরের চুক্তিতে লাল-হলুদে সই করেছেন তিনি। ইস্টবেঙ্গলে ১৬ নম্বর জার্সি পাচ্ছেন রায়না। মার্তণ্ড জানিয়েছেন, অতীতে বাংলার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের দলের হয়ে খেলার সুবাদে কলকাতা ফুটবল সম্পর্কে ধারণা রয়েছে।

উইম্বলডনের শেষ চারে ওঠার পর উচ্ছ্বাস ইগা সোয়াতেকের।

সেমিতে সোয়াতেক, বেনসিচ

লন্ডন, ৯ জুলাই : সহজ জয়। উইম্বলডনের সেমিফাইনালে ইগা সোয়াতেক।

বুধবার মহিলা সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে রাশিয়ার লিউডমিলা সামসোনোভাকে স্ট্রেট সেটে হারালেন সোয়াতেক। ম্যাচের ফল পোলিশ তারকার পক্ষে ৬-২ ও ৭-৫। কোয়ার্টারের অন্য ম্যাচে মিরা আন্দ্রেভাকেও স্ট্রেট সেটে হারান বেলিন্দা বেনসিচ। যদিও দুটি সেটের নিষ্পত্তিই হল টাইব্রেকারে। সুইস খেলোয়াড় ম্যাচ জিতলেন ৭-৬ (৭/৩), ৭-৬ (৭/২) গেমে।

এদিকে ক্যামেরন নরিকে হারিয়ে সেমির টিকিট আদায়ের পর উচ্ছ্বসিত কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। স্প্যানিশ টেনিস তারকা বলেছেন, 'উইম্বলডনে আরও একবার সেমিফাইনালে খেলতে পারা সত্যিই বিশেষ মুহূর্ত। এটাই আমার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল।' নিজের খেলায় খুশি আলকারাজ। স্টেট সেটে জিতেছেন। তবুও ব্রিটিশ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 'সহজ জয়' একথা মানতে নারাজ তিনি। বলেছেন, 'ক্যাম যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। দুর্দান্ত একজন খেলোয়াড়।' আসলে ঘরের কোর্টে গ্যালারির সিংহভাগ সমর্থনই ছিল নরির পক্ষে। যা আলকারাজের কাজটা একটু হলেও কঠিন করে দেয়। শেষ চারে টেলর ফ্রিৎজের আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য।

ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে চেলসি

প্রাক্তনীর গোলে স্বপ্নভঙ্গ ফ্লুমিনেজের

নিউ জার্সি, ৯ জুলাই : স্বপ্নের দৌড় শেষ ফ্লুমিনেজের। তা-ও নিজেদের প্রাক্তন ফুটবলারের দাপটে।

ক্লাব বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে চেলসি ২-০ গোলে হারিয়েছে ফ্লুমিনেজকে। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক ব্রাজিলিয়ান তারকা জোয়াও পেদ্রো। যার উত্থান কিন্তু এই ফ্লুমিনেজ থেকেই।

১৮ মিনিটে প্রথম গোল করেন পেদ্রো। ৫৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি। ম্যাচে জোড়া গোল করেও জয় উদযাপন করেননি এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। পরে তিনি বলেছেন, 'যখন আমার কিছু ছিল না, তখন ফ্লুমিনেজ আমার পাশে ছিল। এই ক্লাবই আমাকে সবকিছু দিয়েছে। ওদের জন্য খারাপ লাগছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'তবে আমি পেশাদার ফুটবলার। চেলসি আমাকে গোল করার জন্য বেতন দেয়। এদিন দলকে জিতিয়ে আমি খুশি।'

ফাইনালে ওঠার পর চেলসি কোচ এনজো মারেসকা বলেছেন,

গোলের জন্য জোয়াও পেদ্রোকে আলিঙ্গন এনজো ফার্নান্ডেজের।

'ক্লাব বিশ্বকাপে পৃথিবীর সেরা ক্লাবগুলি অংশ নিয়েছে। ফাইনালে উঠতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এখানকার আবহাওয়ায় পুরো ম্যাচ একই ছন্দে খেলা কঠিন। এই ম্যাচে ছেলেরা সেটাই করে দেখিয়েছে।'

আইএফএ-কে চিঠি বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুলাই : কলকাতা লিগে পূর্বনির্ধারিত ক্রমানুযায়ী ম্যাচ আয়োজনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আইএফএ-কে চিঠি দিল মোহনবাগান।

বৃষ্টির কারণে ইস্টবেঙ্গল-বেহালা এসএস ম্যাচ স্থগিত হয়ে গিয়েছে। সেই ম্যাচ কবে হবে, তা এখনও জানায়নি বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, লিগ ডার্বির আগে সবমিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল খেলবে চারটি ম্যাচ। সেখানে মোহনবাগানকে পাঁচটি ম্যাচই খেলতে হবে। এতে পূর্বনির্ধারিত ক্রম ভেঙে যাচ্ছে। তা যাতে না হয় এবং ডার্বির দুই দলের ম্যাচ সংখ্যা সমান হয়, সেই জন্য আইএফএ-কে চিঠি দিয়েছে মোহনবাগান।

তবে এই বিষয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের হাতে নেই। এটুকু কথা দিতে পারি, যা হবে আইএফএ-র সংবিধান মেনেই। দুই দলের ম্যাচ সংখ্যার মধ্যে এমনকিছু পার্থক্য নেই।'

এদিকে মোহনবাগানের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন দীপেন্দু বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার অনুশীলনে যোগ দেবেন কিয়ান নাসিরি। কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতায় আসছেন স্ট্রাইকার সুহেল আহমেদ বাট ও মিডিও গ্লেন মার্টিন্স।

অন্যদিকে, বারাসাত স্টেডিয়ামেই কলকাতা লিগের ডার্বি অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে দুই ক্লাবকেই সে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার স্টেডিয়াম পরিদর্শনে যাচ্ছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের সচিব অনির্বাণ দত্তর থাকার কথা রয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে নেতাজি সংঘ পাঠাগার।

চ্যাম্পিয়ন নেতাজি সংঘ

হলদিবাড়ি, ৯ জুলাই : বিজয় নগর ভবানী সংঘের একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন হল নেতাজি সংঘ পাঠাগার। বুধবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে ভাই ভাই সেভেনকে হারিয়েছে। গোল করেন করিয়াল ও ফাইনালের সেরা পলাশ। প্রতিযোগিতার সেরা ভাই ভাইয়ের রকি। সেরা গোলকিপার করিয়াল। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৮ হাজার টাকা। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৬ হাজার টাকা। পুরস্কার তুলে দেন ক্লাব সচিব দিগ্বিজয় সরকার, ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মনোরঞ্জন সরকার, ক্লাব সদস্য দিব্যেন্দু সরকার, সুকমল সরকার, রাজকুমার বিশ্বাস প্রমুখ। *ছবি : অমিত রায়*

জয়ী পিএইচএস

বালুরঘাট, ৯ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলাসুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার পিএইচএস ৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-০ গোলে সরঞ্জাবাড়ি ফুটবল দলকে হারিয়েছে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে নারান সোরেন জোড়া গোল করেন।

ড্র '১৬ ব্যাচের

কোচবিহার, ৯ জুলাই : জেনকিন্স সুপার লিগের ফুটবলে বুধবার ২০২৫ এবং ২০১৬ ব্যাচের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। গোল করেন ২০২৫ ব্যাচের নিহার রায় এবং '১৬ ব্যাচের সৌমিক ধর। ম্যাচের সেরা সৌমিক।

ম্যাচের সেরা সৌমিক ধর।
ছবি : দেবদর্শন চন্দ

রানিরহাটের ড্র

জামালদহ, ৯ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বুধবার শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাব ও রানিরহাট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের

ম্যাচের সেরা জয় রায়।
ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

গ্রুপ পর্বের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। শিকারপুরের পাপাই মহন্ত এবং রানিরহাটের প্রহ্লাদ হাজরা গোল করেন। ম্যাচের সেরা হয়েছেন জয় রায়। বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হবে সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিট ও আয়োজকদের জুনিয়ার দল।

হ্যাটট্রিক বিশ্বজিতের

তুফানগঞ্জ, ৯ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলে বুধবার ধলপল সিনিয়ার ফুটবল একাদশ ৭-০ গোলে ধলপল স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা বিশ্বজিৎ দাস। জোড়া গোল অলোক মোদকের। বাকি গোল দুইটি জয় গোস্বামী ও শংকর দাসের। বৃহস্পতিবার খেলবে কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ ও মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব।

সাহিলদের দাপটে পর্যুদস্ত মহমেডান

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০
ইউনাইটেড স্পোর্টস-৩
(দীপেশ, সাহিল-২)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুলাই : প্রথম ৪৫ মিনিটের লড়াকু মানসিকতা উধাও দ্বিতীয়ার্ধে। কলকাতা লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে ৩-০ গোলে পর্যুদস্ত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথমার্ধে দাপট ছিল ইউনাইটেডের। তবুও গতির বিপরীতে গিয়ে লালকমল ভৌমিকের দলের রক্ষণকে বেশ কয়েকবার চাপের মুখে ফেলে দেয় মহমেডান। ৩০ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন ইউনাইটেডের আদিত্য থাপা। তবে পেনাল্টি থেকে লালথানকিমার শট রুখে দেন ইউনাইটেড গোলরক্ষক সৌরভ সামন্ত। মিনিট দশেক পরে লাল কার্ড দেখেন মহমেডানের দীনেশ মিতেই। দ্বিতীয়ার্ধে দশ বনাম দশের লড়াইয়ে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দলকে পিছনে ফেলল ইউনাইটেড। ৬৪ মিনিটে প্রথম গোল দীপেশ মুর্মুর। ৭৫ মিনিটে ২-০ করেন সাহিল হরিজন। তৃতীয় গোলটিও সুযোগসন্ধানী সাহিলের পা থেকেই। এরপর আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি মহমেডান।

এদিকে এই জয় মোহনবাগান ম্যাচে চোট পাওয়া রেলওয়ে এফসি-র তারক হেমব্রমকে উৎসর্গ করল ইউনাইটেড। তাদের প্রাক্তনী তারকের আরোগ্য কামনা করে মাঠে ব্যানার এনেছিলেন সমর্থকরা। ম্যাচ শেষে ইউনাইটেড ফুটবলাররা তা মেলে ধরেন।

সুপ্রিম কাপ শুরু কাল

উত্তরের খেলা

রায়গঞ্জ, ৯ জুলাই : আইএফএ-র পরিচালনায় এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনূর্ধ্ব-১৪ সুপ্রিম কাপ রাজ্য স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে শুক্রবার। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে অংশ নেবে আটটি দল – কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠ, সাবধান উচ্চবিদ্যালয়, গয়ালাল রামহরি উচ্চ বিদ্যাপীঠ, হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয়, নন্দঝাড় আদিবাসী তপশিলী উচ্চবিদ্যালয়, সুভাষগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়, সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র এবং রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়। প্রতিদিন দুপুর একটা থেকে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'জেলা স্তরের চ্যাম্পিয়ন দল জোনাল স্তরে খেলতে যাবে। জোনাল স্তরের চ্যাম্পিয়ন দল রাজ্যস্তরে অংশ নেবে। জেলা স্তরের ফাইনাল আমাদের জেলায় অনুষ্ঠিত হবে ২০ জুলাই।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা রাহুল রায় - কে 17.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57H 55353 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কিছু বছর আগে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হতো। আমার হৃদয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই এই সমস্ত কিছু পরিবর্তন করার জন্য। এই জয় আমার জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে যেখানে আমি আমার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারি এবং জীবনে বেড়ে ওঠার জন্য বিনিয়োগও করতে সক্ষম হবো।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

AUTHORIZED NISSAN DEALERS: WEST BENGAL: SILIGURI: NAMAN NISSAN- 8291091830, KOLKATA: AJC BOSE ROAD: AUTORELLI NISSAN- 8291046260, BT ROAD: AUTORELLI NISSAN- 8291102720, DURGAPUR: BANERJEE NISSAN- 9167298557, HOWRAH: AUTORELLI NISSAN- 9619894988, KALYANI: AUTORELLI NISSAN- 8291099405.

*Terms & conditions apply: The scheme/benefits mentioned are applicable on select vehicles/variants invoiced on or before 31st July 2025 or till stocks last. All prices ex-showroom Delhi. Features may vary from variant to variant. Colours, models and variant are indicative and for depiction only and may vary due to printing constraints. Accessories shown may not be part of standard fitment. Please visit your nearest Nissan dealer for more information. ^Finance is at the sole discretion of finance partners and NRFSI. *Segment refers to B-SUV models with Length <4m. PlasmaCluster® is a registered trademark of the Sharp Corporation. ‡Standard Warranty 3 years or 100k kms, whichever comes first. ~Offer applicable on Nissan Magnite only and customer needs to provide certificate of deposit. #Government approved CNG Kit fully developed, manufactured & Quality assured by a 3rd Party. CNG kit warranty & any other related terms & conditions are applicable as specified by third party. TBWA\37580725

NISSAN FINANCE